চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

# দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 84 Friday, 23 February, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ৮৪ সংখ্যা ✱ ১০ ফাল্গুন, ১৪৩০, শুক্রবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন করে উপভোক্তাদের দিল্লিতে আন্দোলনের অভিজ্ঞতা শোনালেন উলুবেড়িয়ার সাংসদ সাজদা আহমেদ। ...বিস্তারিত পাতা ৩

মালদা জেলা জগতবিখ্যাত আমের জন্য। ইতিমধ্যেই মুকুলের দেখা মিলেছে আমের বাগানগুলিতে। শুরু হয়েছে আম গাছে স্প্রে থেকে পরিচর্যা। ...বিস্তারিত পাতা ৫

আশঙ্কাই সত্যি হল, তুষারধসের ঘটনা ঘটল জম্মু ও কাশ্মীরের গুলমার্গে। বৃহস্পতিবার দুপুরে গুলমার্গের উঁচু পাহাড়ে তুষারধস নামে। ...বিস্তারিত পাতা ৬

২২ মার্চ থেকে শুরু হবে আইপিএল। ঠিক এক মাস আগেই খারাপ খবর গুজরাট টাইটান্সের জন্য। মহম্মদ সামিকে এ বারের আইপিএলে পাচ্ছে না গুজরাট। ...বিস্তারিত পাতা ৮

## মোদির রথ মুখ থুবড়ে পড়বে, দল ভাঙানোর খেলা ব্যুমেরাং হবে, দাবি পাওয়ারের

**কোলাপুর, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ** লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, দেশের রাজনৈতিক পারদ দিনদিন চড়ছে। বিরোধীদের অভিযোগ, বিভিন্ন রাজ্যে দল ভাঙানোর খেলায় নেমেছে বিজেপি। কোথাও কোথাও দল অথবা জোট ভাঙিয়ে নিজেদের সরকার গঠন করতেও পিছপা হচ্ছে না গেরুয়া শিবির। মোদী-শাহ জুটির আগ্রাসী রাজনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বিরোধীরা একজোট হওয়ায় পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা ভয় পেয়েছে বিজেপি। আর সেকথাই বৃহস্পতিবার প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিলেন ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির নেতা শরদ পাওয়ার। এদিন তিনি বলেন, 'মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায়' স্লোগান মারাঠা রাজ্যে এসে মুখ থুবড়ে পড়বে। ইন্ডিয়া জোট এবং মহা বিকাশ আঘাড়ি বিজেপির প্রচার-মন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেবে। দেশের বর্ষীয়ান এই নেতার দাবি, ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে জিততে পারবে না বিজেপি। ওদের ভিতরে সেই আত্মবিশ্বাস নেই। তাই ওরা ভয় পেয়ে বিভিন্ন রাজ্যে দল ভাঙানোর খেলায় নেমেছে। জোট ভাঙিয়ে সরকার দখল করছে। কোলাপুরে সাংবাদিকদের সামনে বহুবারের প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও 'কিংমেকার' পাওয়ার বলেন, ''এবারে আর মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায় স্লোগানকে সত্য করা মুশকিল। দেশের বিভিন্ন ঘটনাবলিতেই মানুষ মোদির মুখকে আর মেনে নিতে পারছেন না।'' দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ রাজনৈতিক পাওয়ার বুঝিয়ে দেন মোদি এবং তাঁর দলও সেটা টের পাচ্ছে দেশবাসীর আচরণে। পাওয়ার বলেন, ''এবারের লোকসভা

নির্বাচনে জেতার ব্যাপারে ওরা পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী নয়। বিরোধীদের ঐক্য দেখে ওদের বিশ্বাসে চিড় ধরছে। তাই ওরা পূর্ণ শক্তিতে বিভিন্ন দলকে ভাঙার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।'' নীতীশ কুমারের নাম না করে বলেন, ''গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের কোলে টেনে নিচ্ছে।'' মারাঠা রাজনীতিতে উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা ভাঙার পর কিছুদিনের মধ্যেই ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম শরিক শরদের এনসিপিতেও ভাঙন ধরায় বিজেপি। যা মারাঠিরা ভালো চোখে নেননি বলে মনে করেন পাওয়ার। তাঁর দাবি, কিছু সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, লোকসভা ভোটে ওরা যত আসনের স্বপ্ন দেখছে, তত আসন পাবে না ওরা। মহারাষ্ট্রের এক সমীক্ষা বলছে এখানে বিজেপি ৫০ শতাংশ আসনেও জিততে পারবে না। অতীতের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে পাওয়ার বলেন, ''১৯৮০ সালে আমার দলের ৬৯ জন বিধায়ক জিতেছিলেন। আমি একটি বিদেশ সফর থেকে ফেরার পরই ৬ জন বাদে সকলেই তাঁকে ত্যাগ করেন। পাঁচ বছর পর দেখা গেল, যাঁরা আমাকে ত্যাগ করেছিলেন, তাঁদের ৯৫ শতাংশই ভোটে গোহারা হলেন।'' লোকসভা ভোটেও সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে বলে পাওয়ারের বিশ্বাস। চণ্ডীগড়ের মেয়র নির্বাচনের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, ''দেখলেন তো ক্ষমতা দখলের জন্য শাসকদল যে কোনও স্তরে নেমে যাচ্ছে। বিরোধীদের কোণঠাসা করার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে।'' আসলে ওরা অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে, হারার ভয় পাচ্ছে, বলেন পাওয়ার।

## কৃষকদের কল্যাণে কোনও খামতি রাখেনি সরকার । প্রধানমন্ত্রী মোদি

**আহমেদাবাদ, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ** কৃষকদের কল্যাণের জন্য কোনও কিছুর খামতি রাখছে না কেন্দ্রীয় সরকার। বৃহস্পতিবার আহমেদাবাদে আমুলের গোল্ডেন জুবিলি উদযাপন অনুষ্ঠানে গিয়ে কৃষকদের উদ্দেশ্যে এ কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ''কৃষকের কল্যাণে আমরা কোনও পদক্ষেপ করতে খামতি রাখিনি। সরকার সারা দেশে ৬০ হাজারেরও বেশি অমৃত সরোবর তৈরি করেছে। এই পদক্ষেপ শুধু কৃষকদেরই সাহায্য করেনি, গ্রামের অর্থনীতিকেও উপকৃত করেছে। আমাদের লক্ষ্য আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তা প্রদান করে দেশের ছোট কৃষকদের উন্নতি সাধন।'' কৃষকদের কৃষিকাজে সহায়তার পাশাপাশি দেশের ছোট ও মাঝারি কৃষকদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনার কথাও শোনা গিয়েছে মোদির বক্তব্যে। এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, ''আমাদের লক্ষ্য ছোট কৃষকদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনা। পশুপালনের সুযোগ বৃদ্ধিতেও লক্ষ্য রাখছি আমরা। মৎস্যচাষের বৃদ্ধি করে গ্রামের চিত্র পরিবর্তন করতে চাই আমাদের সরকার।'' এর পাশাপাশি আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস রেখে নতুন বীজ সরবরাহ করার কথাও জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। নিজের নামাঙ্কিত স্টেডিয়াম থেকে দেওয়া বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ''প্রথম বার আমরা গবাদি পালক এবং মাছ প্রতিপালকদের কিষাণ ক্রেডিট কার্ড দিয়েছি। এর পাশাপাশি কৃষকদের পরিবেশের সঙ্গে মোকাবিলা করতে সক্ষম বীজ দিয়েছি।'' এর পাশাপাশি ডেয়ারি সেক্টরের উন্নতিতে তাঁর সরকারি কী কী করেছে, তার বর্ণনাও এ দিন দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ভারত যে দুগ্ধ উৎপাদনে বিশ্বের প্রথম স্থানে রয়েছে সে কথাও জানিয়েছেন। এই ক্ষেত্রের সঙ্গে দেশের আট কোটি মানুষ জড়িয়ে।

## যারা আইন হাতে তুলে নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবেই । রাজীব কুমার

**দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ** কেউ আইন ভেঙে থাকলে, তিনি গ্রেফতার হবেন। বৃহস্পতিবার তা আরও এক বার স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সন্দেশখালি এলাকায় টহল দিতে দেখা যায় তাঁকে। পূর্ত দফতরের বাংলো থেকে বেরিয়ে ধামাখালির লঞ্চ ঘাটের উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। তার পর আবার লঞ্চ নিয়েই যান ছোট শেয়ারা এলাকার দিকে। লঞ্চে উঠে টহল দিতে বেরোনোর আগে ডিজি বলেন, ''আমরা এখানে এসেছি সকলের সঙ্গে কথা বলতে। আমাদের দিক থেকে যা যা করণীয়, অবশ্যই আমরা তা করব। যে সমস্যা আছে, আমরা তা শোনার এবং সমাধান করার চেষ্টা করছি।'' কাউকে আইন হাতে তুলে না নেওয়ার আর্জি জানিয়ে তাঁর সংযোজন, কারও যদি কোনও সমস্যা থাকে, অভিযোগ থাকে, তবে আমরা সব সময় রয়েছি সেগুলির সমাধান করার জন্য।'' এখনও গ্রেফতার হননি 'নিখোঁজ' তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখ। তবে বৃহস্পতিবার শাহজাহানের গ্রেফতারির বিষয়ে কিছু না জানালেও রাজীব বলেন, ''যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, তাঁরা সবাই গ্রেফতার হবেন। যাঁরা আইন ভেঙেছেন, তাঁরা গ্রেফতার হবেন।'' বুধবারই সন্দেশখালির পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে গিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব। তাঁর সঙ্গে ছিলেন এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার এবং বসিরহাটের পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি-সহ একাধিক বিষয়ে পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করেন তাঁরা। পাশাপাশি সন্দেশখালির পাঁচটি জায়গায় মোট দশটি সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়। নতুন করে যাতে কোনও রকম অশান্তি না ছড়ায়, সেই নজরদারির জন্যই এই বন্দোবস্ত হয়েছে। সন্দেশখালি থেকে সকাল ১০টায় সাংবাদিক বৈঠক করার কথা ছিল রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের। জল্পনা ছিল যে, সেখান থেকেই 'বড় ঘোষণা' করতে পারেন তিনি। তবে নির্ধারিত সেই বৈঠক বাতিল করে কলকাতায় ফিরে গেলেন তিনি।

## চলছিল পরীক্ষা, স্কুলের বাথরুমে সিবিএসই ছাত্রীর গলার নলি কাটা শরীর উদ্ধার

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ** সল্টলেকের এপিজে স্কুলের শৌচাগার থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে রক্তাক্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার। তাকে চিকিৎসার জন্য বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সিবিএসসি বোর্ডের আদিত্য অ্যাকাডেমির দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার সিট পড়েছিল সল্টলেকের এপিজে স্কুলে। ইংরেজি পরীক্ষা দিতে সাড়ে দশটার সময় স্কুলে যায়। দুপুর দেড়টায় ১.৩০টায় পরীক্ষা শেষ হওয়ার কথা। পরীক্ষা শেষ হওয়ার কুড়ি মিনিট আগে শৌচালয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ক্লাস থেকে বেরোয়। তারপর থেকে আর ক্লাসে ফিরছিল না ওই ছাত্রী। সন্দেহ হওয়ায় শিক্ষিকারা বাথরুমের দিকে খোঁজ করেন। শিক্ষিকাদের বয়ান অনুযায়ী, বাথরুমের ভিতরে গলা নলি এবং হাতের শিরা কাটা অবস্থায় পড়ে ছিল ওই ছাত্রী। মেঝে রক্তে ভেসে যাচ্ছিল। ছাত্রীকে দ্রুত উদ্ধার করা হয়। খবর দেওয়া হয় বিধাননগর পূর্ব থানায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে বিধান নগর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে কীভাবে এই ঘটনা তা নিয়ে সন্ধিহান শিক্ষিকা থেকে শুরু করে পুলিশ কর্তারাও। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, আত্মহননের চেষ্টা করেছে ওই ছাত্রী। কিন্তু কেন, তা স্পষ্ট নয়। স্কুলের তরফ থেকে ছাত্রীর পরিবারকে গোটা বিষয়টি জানানো হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ।

# চোপড়ায় মৃত শিশুদের পরিবারকে দু'লক্ষ টাকা করে সাহায্য

### সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ** লোকসভা ভোটের আগে আদিবাসী ও জনজাতির মানুষদের কথা শুনতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠক করেছেন। ঘণ্টা দেড়েক বৈঠকে তাঁদের অভাব অভিযোগ শুনে এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তাদের কাছে আরো ভালোভাবে পৌঁছে দিতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। আজ বিকেলে নবান্ন সভাঘরে ওই বৈঠকে সাঁওতাল, ভূমিজ, মুন্ডা, লোধা, একাধিক কুড়মি সামাজিক সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব বি পি গোপালিকা এবং রাজ্যের দুই মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা ও জ্যোৎস্না মান্ডি। সেই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সরকারি আধিকারিকদের একাংশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বলে জানা গেছে। আদিবাসী সংগঠনের বৈঠক চলাকালীন রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চোপড়ায় নিহত শিশুদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বলেও জানা গেছে। বৈঠকে কূর্মি সমাজের তরফে তাঁদের জনজাতি তকমা দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের গড়িমসির বিষয়টিও তুলে ধরা হয় বলে খবর। ওই সংগঠনের নেতা রাজেশ মাহাতো জানান একাধিক বার মুখ্যমন্ত্রী জানান একাধিক বার কেন্দ্রের চাহিদা মত জাতিগত সমীক্ষা রিপোর্ট দিল্লিতে পাঠিয়েছে। কিন্তু পাল্টা এব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছে মতামত ও ব্যাখ্যা চেয়ে বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। বৈঠকে তাঁরা এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উল্লেখ্য, উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ায় কিছু দিন আগে নর্দমার জন্য কাটা মাটি চাপা পড়ে চার শিশুর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল। চোপড়ার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চেতনাগজ গ্রামের সেই ঘটনায় বিএসএফের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তোলে তৃণমূল। অভিযোগ, বিএসএফের খোঁড়া নালায় মাটি চাপা পড়ে ওই শিশুদের মৃত্যু হয়েছে। এর পর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে চোপড়ায় যান রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং গোলাম রব্বানি। ছিলেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুর রহমান, ইসলামপুর পুরসভার পুরপ্রধান কানাইলাল আগরওয়ালও। এর পর গত ২০ ফেব্রুয়ারি চোপড়ায় যান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। মৃত শিশুদের পরিবারের সঙ্গে তিনি দেখা করেন। রাজ্যপালকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন মৃত শিশুদের পরিজনেরা। রাজ্যপাল ঘোষণা করেছিলেন, ওই শিশুদের পরিবারগুলিকে এক লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও এ বিষয়ে অবগত করবেন বলে জানান তিনি। রাজ্যপালের কাছে বিএসএফকে নিয়ে অভিযোগ জানান গ্রামবাসীরা। রাজ্যপাল বলেছিলেন, ''যা হয়েছে তার সুবিচার যত দ্রুত সম্ভব নিশ্চিত করতে হবে। আমি বিষয়টি ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও জানাব। মুখ্যমন্ত্রীকেও জানাব। গ্রামবাসীদের অভিযোগের কথা আমি শুনেছি। গ্রামবাসীরা অবশ্যই সুবিচার পাবেন।'' এর পর বৃহস্পতিবার জানা গেল, চোপড়ার মৃত শিশুদের পরিবারকে রাজ্য সরকারের তরফেও আর্থিক সাহায্য করা হবে।

## মুখ ঢেকেই মুখোমুখি, সন্দেশখালির মহিলাদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করাতে উদ্যোগী বিজেপি

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারিঃ** সন্দেশখালিকাণ্ড নিয়ে রাজ্যের শাসক দলের অস্বস্তি প্রতিপদে বাড়ছে। এই আবহে জানা গেছে, আগামী মাসের শুরুতেই রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বারাসতে তিনি সভা করতে পারেন। সূত্রের খবর, সন্দেশখালির 'নির্যাতিতা' মহিলাদের সঙ্গেও তিনি দেখা করবেন। বঙ্গ বিজেপির তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হবে। সব ঠিক থাকলে মার্চ মাসের ৬ তারিখ বারাসতের কাছারি মাঠে সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানেই সন্দেশখালির মহিলাদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন তিনি। সূত্র মারফৎ জানা গেছে, রাজ্য বিজেপির নেতারা পরিকল্পনা করছেন সন্দেশখালির 'নির্যাতিতা'-দের সভায় নিয়ে আসার। তাঁদের জন্য আলাদা মঞ্চও তৈরি করার ভাবনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ ঢেকেই সাক্ষাৎ করবেন তাঁরা। মোদির সঙ্গে দেখা করে সন্দেশখালির মহিলারা যাতে নিজেদের সমস্ত অভিযোগ, সমস্যার কথা জানাতে পারেন, সেই চেষ্টা করবে বিজেপি। রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন, তাঁরা চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে সন্দেশখালিতে সভা করতে। কিন্তু এতে অনেক সমস্যা হতে পারে ভেবে স্থান বদল করা হয়েছে। বারাসতেই সভা করবেন মোদি। তবে, সন্দেশখালির মহিলাদের সভায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা তাঁরাই করবেন বলে জানান সুকান্ত। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রী সন্দেশখালির মা-বোনেদের রক্ষা করতে আসছেন। গেরুয়া শিবির প্রধানমন্ত্রীর এই সভাকে 'মহিলা সম্মেলন' বলছে। সেই সভায় সন্দেশখালির মহিলাদের তো থাকার কথাই, তার পাশাপাশি দর্শকাসনেও মহিলাদের উপস্থিতি বেশি থাকবে বলে জানিয়েছে বিজেপি। প্রসঙ্গত, চলতি মাসেই বঙ্গ সফরে আসার কথা ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের। কিন্তু তিনি সফর বাতিল করেছেন। পর্যবেক্ষকদের অনুমান, অমিত শাহ চেয়েছেন সন্দেশখালি কাণ্ডেই এখন ফোকাস রাখুক রাজ্যের নেতৃত্ব। তিনি এলে তাঁকে নিয়ে ব্যস্ততা বাড়তে পারে। তাই তিনি এখন আসছেন না।

## সন্দেশখালিতে আটক সুকান্ত, সুপার অ্যাকশন মোডে নৌকায় তুলল পুলিশ, পরে জামিন

**সন্দেশখালি, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ** শেখ শাহজাহানের অবিলম্বে গ্রেফতারির দাবিতে সন্দেশখালি থানার বাইরে অবস্থানে বসে পড়েছিলেন বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ধরে অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছিলেন তিনি। পুলিশের তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় সুকান্তদের। বলা হয়, এভাবে অবস্থান চালানো যাবে না। প্রয়োজনে আইনি পদক্ষেপেরও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। আর এরপরই থানার ভিতর থেকে বিশাল পুলিশবাহিনী বাইরে বেরিয়ে আসে। আটক করা হল বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত সভাপতিকে। সংবাদ মাধ্যমের থেকে সুকান্ত ও অন্যান্য বিজেপি নেতা-কর্মীদের দূরে রাখার বেশ কিছুটা চেষ্টা করা হয় পুলিশের তরফে। এমভি বাগদাদ নামে পুলিশের একটি লঞ্চে চাপিয়ে সুকান্তদের নিয়ে মাঝ নদীতে চড়কিপাক খেতে থাকে পুলিশ। বার বার লঞ্চের অভিমুখ বদল হচ্ছে। একবার ধামাখালির দিকে, একবার সন্দেশখালির দিকে, একবার খুলনার দিকে লঞ্চের মুখ ঘুরিয়ে, আবার ধামাখালির দিকে ঘোরানো হয় লঞ্চের অভিমুখ। লঞ্চের ভিতরটা পুরো অন্ধকার। বেশ কিছুক্ষণ পর ধামাখালির

মজুমদারকে। সুকান্ত-সহ অন্যান্য বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের থানার সামনে থেকে কার্যত ঠেলে ধামাখালি ঘাটের দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময় সুকান্ত সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশে বলতে থাকেন, ''দেখুন কীভাবে পুলিশ আমাকে ধাক্কা দিয়ে, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। কীভাবে গ্রেফতার করছে দেখুন।'' এসবের মধ্যে সুকান্ত মজুমদারকে টোটোয় তুলে ধামাখালি ঘাটের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় পুলিশের তরফে। মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী, কমব্যাট ফোর্স ও র‍্যাফ। সুকান্তকে নিয়ে টোটোয় করে পুলিশ চলে আসে ধামাখালি ঘাটে। সেখানে পুলিশের একটি লঞ্চে চাপানো হয় বঙ্গ বিজেপির ফেরি ঘাটে নোঙর করা হয় পুলিশের নৌকা। নামানো হয় সুকান্ত মজুমদারকে। বিজেপির রাজ্য সভাপতি বলেন, ''তৃণমূলের কোনও নেতা পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ করতে পারে না। যেভাবে আমাদের টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসা হল এই পুলিশ এটাই পারে। শুধুমাত্র বিরোধীদের উপর, বিজেপির উপর এই ধরনের অত্যাচার করতে পারে। শেখ শাহজাহানকে ধরার সময় পুলিশের এই সক্রিয়তা দেখা যায় না।'' সুকান্ত আরও বলেন, ''পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করেছিল। জামিনে মুক্তিও দিয়েছে। কিন্তু আমি এখন কোথাও নড়ব না। আমার দলের কর্মী-সমর্থকেরা যত ক্ষণ না আসবে, আমি কলকাতা ফিরব না।''

# হঠাৎই সুসময়ে ইন্ডিয়া জোট! উত্তরের দুই রাজ্যেই পাকা আসন ভাগাভাগির ফর্মুলা

**নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ** চলতি বছরের শুরু থেকে ইন্ডিয়া জোটের সময়টা মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। একের পর এক দল জোট ছেড়েছে, বিভিন্ন রাজ্যে আসন ভাগাভাগির আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। এরই মধ্যে পরপর দুটো দিন ব্যতিক্রমীভাবে ভাল গেলে ইন্ডিয়া জোটের জন্য। বুধবারই উত্তর প্রদেশে আসন ভাগাভাগির বিষয়টি চূড়ান্ত হয়েছিল। বৃহস্পতিবার একই ছবি দেখা গেল দিল্লিতে। সূত্রের খবর, দিল্লিতেও আসন ভাগাভাগির বিষয়ে ঐক্যমতে পৌঁছেছে ইন্ডিয়া জোটের দুই শরিক, কংগ্রেস এবং আম আদমি পার্টি। সূত্রের মতে, দিল্লির সাতটি লোকসভা আসনের মধ্যে চারটি আসনে লড়বে আপ, আর বাকি তিনটি আসনে লড়বে জাতীয় কংগ্রেস। শিগগিরই সরকারিভাবে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হতে পারে। দিন কয়েক আগেই, দিল্লিতেও আসন ভাগাভাগি নিয়ে ইন্ডিয়া জোট ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। পঞ্জাবে আপ-কংগ্রেস আলাদা আলাদাভাবে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আপ সাংসদ সন্দীপ পাঠকও জানিয়েছিলেন, দিল্লিতে কংগ্রেসকে মাত্র ১টি আসন ছাড়তে চায় আপ। গত লোকসভা নির্বাচন, বিধানসভা নির্বাচন এবং পুর নির্বাচনে কংগ্রেসের হতশ্রী দশা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, ''কংগ্রেসের একটি আসনও প্রাপ্য নয়।'' তবে, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ৪-৩ ফর্মুলাই দেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেই ফর্মুলাই আপ মেনে নিতে চলেছে বলে সূত্রের দাবি। জানা গিয়েছে, চাঁদনি চক, পূর্ব দিল্লি এবং উত্তর দিল্লি আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে কংগ্রেস। আর আপ প্রার্থী দেবে, দক্ষিণ, উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম দিল্লি এবং নয়াদিল্লি কেন্দে। ওই সূত্র আরও জানিয়েছে, দিল্লিতে কংগ্রেস অন্তত একজন দলিতকে প্রার্থী করতে চায়। এছাড়া, রাজধানী থেকে একজন মহিলা প্রার্থীও দেবে কংগ্রেস।

দিল্লিতে কংগ্রেসের আসন ভাগাভাগির ফর্মুলা কেন মেনে নিল আপ? মনে করা হচ্ছে, অন্যান্য রাজ্যে আপের দাবি মেনে নিতে রাজি হয়েছে কংগ্রেস। আর তাতেই দিল্লিতে কংগ্রেসকে ৩টি আসন ছাড়তে সম্মত হয়েছে অরবিন্দ কেজরীবালের দল। শোনা যাচ্ছে, হরিয়ানায় একটি এবং গুজরাটে দুটি আসন আপকে ছাড়তে চলেছে কংগ্রেস। গোয়ায়, দক্ষিণ গোয়া কেন্দ্রটি কংগ্রেসকে ছেড়ে দেবে আপ। বস্তুত, ইন্ডিয়া জোটের শরিকদের মধ্যে কংগ্রেস এবং আপের মধ্যেই আসন ভাগাভাগি নিয়ে কোনও অসন্তোষ নেই বলে মনে করা হচ্ছে। এমনকি, পঞ্জাবে যে আলাদা লড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা নিয়েও দুই দলের মধ্যে বিরোধ নেই। এর আগে, বুধবার উত্তর প্রদেশে অখিলেশ যাদবের নেতৃত্বাধীন সমাজবাদী পার্টির সঙ্গেও কংগ্রেসের আসন ভাগাভাগি চূড়ান্ত হয়েছে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে উত্তর প্রদেশের ৮০টি লোকসভা আসনের মধ্যে ১৭টি আসন কংগ্রেসকে ছাড়তে সম্মত হয়েছে সপা। রাজ্যের বাকি ৬৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে অখিলেশ যাদবের দল। এখনও পর্যন্ত লোকসভা নির্বাচনের জন্য তিনটি প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে সমাজবাদী পার্টি। সব মিলিয়ে ৩২ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বাকি নামগুলি শিগগিরই ঘোষণা করা হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে।

## শাহের বঙ্গ সফরে অনিশ্চয়তা,রাজ্য বিজেপি নেতাদের স্বস্তি দিতেই কর্মসূচি বদল!

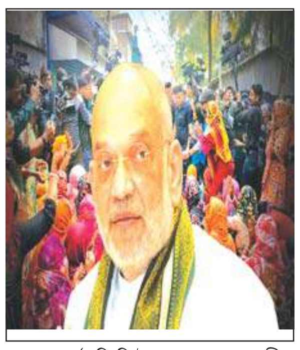

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাংলা সফর বাতিল। ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্য সফরে আসার কথা ছিল শাহের। ২৯ ফেব্রুয়ারি মায়াপুরের ইস্কন মন্দিরে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর।সন্দেশখালি ইস্যুতে শুভেন্দু অধিকারীর ‘ মন্তব্যের জেরে চাপে পড়ে গিয়েছে বিজেপি। গেরুয়া শিবির পালটা চাপে পড়ে যাওয়ার জেরে বিতর্ক এড়াতে এই পরিস্থিতিতে শাহর না আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছে দলের একাংশ। যদিও বিজেপির তরফে দাবি, ৬ মার্চ মোদি আসছেন। তাই প্রধানমন্ত্রী আসার কয়েকদিন আগে আর অমিত শাহ আসবেন না। সন্দেশখালি ইস্যুতে তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। সন্দেশখালি নিয়ে বিজেপি বিভাজনের রাজনীতি করতে চাইছে বলে অভিযোগ। পাশাপাশি মঙ্গলবার সন্দেশখালি গিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ‘ মন্তব্য নিয়ে ঘরে-বাইরে চাপের মুখে বিজেপি। শুভেন্দু নিজেও ঘরে-বাইরে চাপের মুখে পড়েছেন। শুভেন্দুর বিরুদ্ধে যে বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে তা মেনে নিতে পারছে না গেরুয়া শিবিরের বড় অংশই। যেভাবে শিখ সম্প্রদায় গর্জে উঠেছে তাতে অস্বস্তিতে দিল্লির নেতারাও। এই ‘ মন্তব্য প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার কোনও মন্তব্য করতে চাননি। পাশাপাশি শুভেন্দুর পাশে থাকার বার্তাও দেননি সুকান্ত। বিজেপির রাজ্য সভাপতির এই নীরবতাই বুঝিয়ে দিচ্ছে বিরোধী দলনেতার এইধরণের মন্তব্য দল সমর্ন করছে না। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সন্দেশখালি যাওয়ার পথে কর্তব্যরত শিখ পুলিশ আধিকারীক যশপ্রীত সিংকে ‘ বলে অপমান করেছেন শুভেন্দু। প্রতিবাদে বিক্ষোভে নেমেছে শিখ সম্প্রদায়। শুভেন্দুর এই মন্তব্যের প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে দেশ। এটা নিয়ে বিজেপি ব্যাকফুটে।শাহর সফর নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিলেও আগামী ৬ মার্চ রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ৭ মার্চ আসার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর। কিন্তু তার আগের দিনই রাজ্যে আসছেন তিনি। ফলে ৬ মার্চই বারাসতে মহিলাদের সমাবেশে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। মহিলা ন্যায় সমাবেশে বক্তব্য রাখবেন। সন্দেশখালি ঘটনার জেরেই বারাসতে মোদি মহিলাদের সমাবেশে থাকবেন বলেই বিজেপি সূত্রে খবর। সন্দেশখালির ঘটনাকে হাতিয়ার করে ভোটের আগে রাজনৈতিক সুবিধা পেতে মাঠে নেমে পড়েছিল গেরুয়া শিবির। তখন তাদের তোলা একাধিক অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় এবং শুভেন্দুর বিতর্কিত মন্তব্যে উলটে বিজেপিই চাপে পড়ে গিয়েছে। বিজেপি মনে করছে সন্দেশখালির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর এই সভা হলে ভোটের মুখে হতাশ বিজেপি কর্মীদের অক্সিজেন দিতে সাহায্য করবে।ন্তাই মোদিকে বারাসতে সভা করিয়ে পালে হাওয়া তুলতে চাইছে বিজেপি। একইসঙ্গে লক্ষ্য, ধর্মীয় মেরুকরণের অস্ত্রে আরও বেশি করে শান দেওয়া। এদিকে, প্রধানমন্ত্রী ৬ মার্চ রাজ্যে এলে তার ঠিক কয়েকদিন আগে অর্থা ২৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় আসার কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর। বিজেপি সূত্রে খবর, সম্ভবত ২৮ ফেব্রুয়ারি অমিত শাহর সফর বাতিল হচ্ছে। কিন্তু দলের একাংশ মনে করছে, শুভেন্দুর ‘ মন্তব্যের জেরে বিজেপির বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ সারা দেশের পাশাপাশি কলকাতাতেও দানা বেঁধেছে সে কারণেই শাহর কলকাতায় আসা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। কলকাতায় বিজেপির রাজ্য দফতরের সামনে টানা বিক্ষোভ চালাচ্ছে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষজন। শুভেন্দু অধিকারীর গ্রেপ্তারের দাবি উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে আগামী বুধবার কলকাতায় এলে বিক্ষোভের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলেই শাহর আসা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে বলে খবর। পরিস্থিতি ঠান্ডা হলে তারপর অমিত শাহ আসবেন বলে মনে করা হচ্ছে। আগাামী সপ্তাহে মায়াপুরের ইস্কন মন্দিরে যাওয়ার কথা রয়েছে শাহর। সেখানেই কর্মিসভা করার কথা। বিজেপির তরফে এখনও অবশ্য অমিত শাহর সফর বাতিলের বিষয়টি অফিসিয়ালি জানানো হয়নি।

# কৃষকদের কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি সিদ্ধান্ত পূরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কেন্দ্রঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ কৃষকদের কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি সিদ্ধান্ত পূরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের অন্নদাতাদের আশ্বস্ত করে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মোদী জানিয়েছেন, এরই পরিপ্রেক্ষিতে আখ ক্রয়ের মূল্য বৃদ্ধির ঐতিহাসিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মাইক্রোব্লগিং সাইট এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও জানান, এই পদক্ষেপ আমাদের কোটি কোটি আখ উৎপাদনকারী কৃষকদের উপকৃত করবে।প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের একটি টুইটের প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার এই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। পীযূষ গোয়েল জানান, আখ চাষিদের জন্য মোদী সরকারের বড় উপহার! কৃষকদের স্বার্থে মোদী সরকার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে চিনি মরসুম ২০২৪-২০২৫ (অক্টোবর-সেপ্টেম্বর)-এর জন্য এফআরপি বাড়িয়ে ৩৪০ টাকা প্রতি কুইন্টাল করেছে। এই টুইটের প্রেক্ষিতেই প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, কৃষকদের কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রতিটি সিদ্ধান্ত পূরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আমাদের সরকার।

## কৃষকদের স্বার্থে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত সরকার ঃঅর্জুন মুন্ডা

রাঁচি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ কৃষকদের স্বার্থে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত সরকার। দেশের অন্নদাতাদের উদ্দেশ্যে এই স্পষ্ট বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা। বৃহস্পতিবার সকালে রাঁচিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা বলেছেন, কৃষক ইস্যুতে কৃষক সংগঠনের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা হযেছে। আমরা তাঁদের বলেছি, আমরা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান বের করব। কারণ আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যার সমাধান হয়। আমাদের একসঙ্গে একটি সমাধান খুঁজে বের করা উচিত, যাতে এটি সবার জন্য উপকারী হয়। আমি আশাবাদী যে আমরা একসঙ্গে একটি সমাধান খুঁজে পাব।কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা আরও বলেছেন, আমি বলতে চাই, কৃষকদের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনায় অর্থপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। তবে কয়েকটি বিষয়ে সমঝোতার জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। ভারত সরকার কৃষকদের স্বার্থে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

# রাজনীতির সঙ্গে কন্ডোমের কী যোগ? জানতে যেতে হবে অন্ধ্রে

হায়দরাবাদ, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ পরিবার পরিকল্পনায় সাহায্য করে কন্ডোম। কিন্তু, রাজনীতির মঞ্চে কন্ডোমের কী ভূমিকা? সামনেই লোকসভা নির্বাচন। তারপর, চলতি বছরে অন্ধ্র প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন। এই জোড়া নির্বাচনের আগে, অন্ধ্রে গেলে মনে এই প্রশ্ন জাগতেই পারে। আসলে, জোড়া নির্বাচনের আগে, দক্ষিণী এই রাজ্যে ভোট প্রচারের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে কন্ডোম। শাসক এবং বিরোধী, দুই পক্ষই দলের নাম ও প্রতীক দেওয়া প্যাকেট প্যাকেট কন্ডোম বিলি করছেন। লোকজনকে ডেকে ডেকে হাতে ধরিয়ে দিচ্ছেন কন্ডোমের প্যাকেট। এই কন্ডোম বিতরণ নিয়ে রাজ্যে তৈরি হয়েছে বড় বিতর্ক। সম্প্রতি, অন্ধ্রের ভোট প্রচারের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ১৫ সেকেন্ডের ভিডিয়ো ক্লিপটিতে দেখা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডির ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টি, তাদের দলের প্রতীক, সিলিং ফ্যান এবং দলের নাম লেখা একটি নীল রঙের কন্ডোমের প্যাকেট বিতরণ করছেন। তবে শুধু শাসক দলই নয়, একইভাবে কন্ডোম বিতরণ করছে এন চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলুগু দেশম পার্টিও। তাদের কন্ডোমের প্যাকেটের রঙ হলুদ। সেই প্যাকেটেও রয়েছে টিডিপি দলের নাম, সঙ্গে রয়েছে দলের প্রতীকও। ঘরে ঘরে প্রচারে যাচ্ছেন যখন কর্মীরা, তখন দলের নির্বাচনী ইস্তাহার ও অন্যান্য নথির সঙ্গে এই কন্ডোমের প্যাকেটগুলিও দেওয়া হচ্ছে। মজার বিষয় হল, দুই দলই কন্ডোম বিতরণ করলেও, দুই দলই এর জন্য একে অপরের সমালোচনায় মেতেছে। টিডিপির সমালোচনা করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওয়াইএসআর কংগ্রেস লিখেছে, দলীয় প্রচারের জন্য মানুষের মধ্যে কন্ডোম বিতরণ করা, এটা কি ধরনের পাগলামি? একে প্রচার করা বলে? ওরা কি এরপর ভায়াগ্রা দেওয়াও শুরু করবে? অন্তত সেখানেই থেমে যাবেন। তার নীচে নামবেন না। জবাবে, ওয়াইএসআর কংগ্রেসের লোগো দেওয়া কন্ডোমের একটি প্যাকেটের ছবি শেয়ার করে টিডিপি বলেছে, এটাই কি ওদের নির্বাচনী প্রস্তুতি? যা নিয়ে গর্ব করে দলটি? ভারতে খয়রাতির রাজনীতি নতুন নয়। দেশের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বারবার খয়রাতির রাজনীতি বন্ধের ডাক দিয়েছেন। এর আগে, ভোট পেতে বহু রাজনৈতিক দলকে নগদ টাকা, মদ, টিভি, মোবাইল, সাইকেল, স্কুটার বিতরণ করতে দেখা গিয়েছে। অনেক সময় ভোটের দিন ভোটারদের মাংস-ভাত বা বিরিয়ানি খাওয়াচ্ছে রজনৈতিক দলগুলি, এমন দৃশ্যও দেখা গিয়েছে। কিন্তু সবকিছু ছেড়ে কেন কন্ডোম বিলি করছে অন্ধ্রের রাজনৈতিক দলগুলি? এর কোনও যুক্তিযুক্ত উত্তর পাওয়া যায়নি। তবে, এক টিডিপি কর্মী বলেছেন, মানুষকে কন্ডোম দিলে বাচ্চা কম হবে। যদি আরও বেশি বাচ্চা হয়, তবে আরও অর্থ বিতরণ করতে হবে। সেই কারণেই এই কন্ডোমগুলি বিতরণ করা হচ্ছে।

## লোকসভার দিন ঘোষণার আগেই রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী! হয়তো চলতি মাসের শেষেই

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে করাতে বদ্ধপরিকর জাতীয় নির্বাচন কমিশন । তাই এবার প্রতিটি জেলায় কোথায় কতগুলি স্পর্শকাতর বুথ রয়েছে এবং উত্তেজনাপ্রবণ এলাকা থাকতে পারে রাজ্যের কাছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা চাইল নির্বাচন কমিশন ।আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে করাতে বদ্ধপরিকর জাতীয় নির্বাচন কমিশন । তাই এবার প্রতিটি জেলায় কোথায় কতগুলি স্পর্শকাতর বুথ রয়েছে এবং উত্তেজনাপ্রবণ এলাকা থাকতে পারে রাজ্যের কাছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা চাইল নির্বাচন কমিশন ।বুধবার আরও একটি কড়া নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে জেলাগুলোতে । সেই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, দ্রুত স্পর্শকাতর বুথ এবং এলাকা চিহ্নিত করে তার তালিকা পাঠাতে হবে কমিশনকে । সেই তালিকায় যেন কোনওরকম ত্রুটি না থাকে । অর্থা, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে স্পর্শকাতর অঞ্চল তথা বুথ চিহ্নিত করতে হবে । একটি বুথ বা এলাকাও যেন তালিকা থেকে বাদ না পড়ে । এছাড়াও শেষ লোকসভা নির্বাচন অর্থাৎ ২০১৯ সালের তুলনায় স্পর্শকাতর বুথ ও অঞ্চলের সংখ্যা কতটা বেড়েছে তাও জানতে চাওয়া হয়েছে । এই তালিকার উপরেই ভিত্তি করেই সংশ্লিষ্ট লোকসভা কেন্দ্রগুলিতে আধা সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হবে ।একদিকে সন্দেশখালিকাণ্ডে ফুঁসছে ওই এলাকা ও স্থানীয়রা । আর কয়েকদিনের মধ্যেই লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হয়ে যাবে । তাই বাংলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে যে নির্বাচন কমিশনকে ভাবাচ্ছে তা বলে দেওয়ার অপেক্ষা রাখে না । অনেক আগে থেকেই কোমর বেঁধেছে কমিশন । তবে সন্দেশখালির ঘটনার পর নিরাপত্তার বিষয়ে আর কোনওভাবেই খামতি রাখতে চাইছে না কমিশন । অনেক আগে থেকেই একের পর এক নির্দেশিকা জারি করা হচ্ছে । দফায় দফায় প্রতিটি জেলাশাসক-সহ জেলার নির্বাচনী আধিকারিক এবং এসপিদের সঙ্গে বৈঠক করছেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ।ন্তকমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের শেষ সপ্তাহেই রাজ্যে চলে আসতে পারে কেন্দ্রীয় বাহিনী । ওয়াকিবহল মহলের মতে, মূলত রাজ্যের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ।

## হাসপাতালে ভর্তি বর্ষীয়ান পরিচালক প্রভাত রায়, ভুগছেন শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায়

কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে বর্ষীয়ান পরিচালক প্রভাত রায়কে। বুধবার রাতে তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। প্রভাত রায় ঠান্ডা, ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরেই ভুগছিলেন। তাঁর পুরনো কিডনির সমস্যা থাকায় ক্রিয়েটিনিনের মাত্রাও বেড়ে গিয়েছিল। পরে ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সেখানেই তাঁর প্রথম কিডনি ডায়ালিসিস করা হয়েছে। এখন তিনি ভাল আছেন বলে জানা গিয়েছে।২০২২ সালে স্ত্রী জয়শ্রীর প্রয়াণের পর থেকেই মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েন প্রভাত।

## হিন্দু মন্দিরে কর বসাতে সক্রিয় কর্নাটকের কংগ্রেস সরকার,প্রতিবাদ বিজেপির

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা ভোটের আগে নতুন মন্দির-বিতর্ক কর্নাটকে। সে রাজ্যের কংগ্রেস সরকার বিধানসভায় ‘কর্ণাটক হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং দাতব্য সংস্থা বিল’ পাস করিয়ে কর বসাতে সক্রিয় হয়েছে। প্রধান বিরোধী দল বিজেপি কর্নাটক সরকারের এই পদক্ষেপকে ‘ হিন্দু বিরোধী’ হিসাবে চিহ্নিত করে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে। কংগ্রেস (Congress) শাসিত এই রাজ্যে নতুন বিল আনা হয়েছে বুধবার। যার শক্তিতে এবার সিদ্দারামাইয়ার রাজ্যের যে সব মন্দিরে বছরে কোটি টাকা বা তার বেশি আয়, তাদেরকে ১০ শতাংশ কর দিতে হবে। বুধবার কর্নাটক বিধানসভায় ‘ রিলিজিয়াস ইনস্টিটিউশনস অ্যান্ড চ্যারিটেবল এন্ডোমেন্ট বিল’ পাশ হতেই বিতর্কের ঝড় উঠেছে। বিজেপির (BJP) দাবি, এই বিল প্রমাণ করে দিল কংগ্রেস আসলে হিন্দু বিরোধী একটি দল।গতকালই এক্স হ্যান্ডেলে কড়া পোস্ট করেছেন কর্নাটকের বিজেপি সভাপতি বিজয়েন্দ্র ইয়েদিউরপ্পা। লিখেছেন, কংগ্রেস সরকার এই বিলের মাধ্যমে তাদের শূন্য কোষাগার পূরণ করার চেষ্টা করছে। বিজয়েন্দ্রের আরও প্রশ্ন, কেবল হিন্দু মন্দির থেকেই রাজস্ব সংগ্রহ করা হবে কেন? অন্য ধর্মীয়স্থানগুলি বাদ যাবে কোন যুক্তিতে? ধর্মীয় পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনেছেন গেরুয়া নেতা।যদিও কর্ণাটকের পরিবহণমন্ত্রী ও কংগ্রেস নেতা রামালিঙ্গা রেড্ডি বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, ওই করের অর্থ সরকার নেবে না। বরং ‘ পরিষদে’র কাজেই ব্যবহার করা হবে। আরও জানান, বিজেপিও ক্ষমতায় থাকাকালীন একই কাজ করেছিল। ৫ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা আয় যে সব মন্দিরের, তাদের থেকে ৫ শতাংশ কর নেওয়া হত। ২৫ লক্ষের উপরে আয়ে ১০ শতাংশ কর দিতে হত।সিদ্ধারামাইয়ার মন্ত্রীর দাবি, সরকার ‘ পরিষদ’ গড়েছে। সেখানেই যাবে মন্দিরগুলি থেকে প্রাপ্ত অর্থ। ওই পরিষদের উদ্দেশ্য হল আর্থিকভাবে দুর্বল পুরোহিতদের উন্নতি, সি গ্রেড মন্দিরের উন্নতি এবং দু ঃস্থ পুরোহিতদের সন্তানদের শিক্ষা প্রদান করা। মন্দিরের টাকায় এই কাজগুলিই হবে। এর পরেও অবশ্য রাজনৈতিক আকচাআকচি অব্যাহত।

## কেজরিওয়ালকে ফের ডেকে পাঠাল ইডি, এই নিয়ে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে সপ্তমবার সমন

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (এএপি)-র প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে এবার সপ্তম সমন পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এবার কেজরিওয়ালকে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি, সোমবার হাজিরার নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। আবগারি দুর্নীতি মামলায় হাজিরা দেওয়ার জন্য আগামী সোমবার কেজরিওয়ালকে ডেকে পাঠিয়েছে ইডি।এর আগে কেজরিওয়ালকে ষষ্ঠবার ডেকে পাঠিয়েছিল ইডি, কিন্তু একবারও তিনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দফতরে হাজিরা দেননি। উল্টে ইডি-এ পাঠানো সমনকে

# কুশিনগরে আয়োজিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক থাই উৎসব, অংশ নেবেন নানা দেশের বৌদ্ধ ভিক্ষুকরা

কুশিনগর, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ স্থান কুশিনগরে আয়োজিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক থাই উৎসব। ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি এই দু’দিন আন্তর্জাতিক থাই উসব আয়োজিত হবে। এই উৎসবে থাকবে বিশেষ পুজো, ভগবান বুদ্ধের ধাতব শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি। যাত্রায় সুসজ্জিত রথে সোনার কলশে রাখা গৌতম বুদ্ধের অস্থি থাকবে বিশেষ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।ভারত ও থাইল্যান্ডের সমৃদ্ধি, উন্নয়ন ও বিশ্ব শান্তির জন্য প্রার্থনা করবেন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। কুশিনগরের থাই বুদ্ধ মঠের ইনচার্জ ফ্রা সোমপাং ইতিমধ্যেই বলেছেন, এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় ৩০টি স্কুলের প্রায় ৯০০ শিক্ষার্থী এবং শ্রীলঙ্কা, মায়ানার, জাপান, ভুটান-সহ অনেক দেশের বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং পর্যটকরা অংশ নেবেন।

## ভোটের আগে বোমা মাস্কের,একাধিক X হ্যান্ডেল ‘ ব্লকের নির্দেশ মোদী সরকারের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ বেশ কিছু এক্স হ্যান্ডেল ও পোস্ট নিষিদ্ধ হচ্ছে ভারতে! ‘ নির্দেশিকা মেনে এই কাজ করতে চলেছে এলন মাস্কের সংস্থা এক্স বা সাবেক টুইটার।ভারত সরকার কিছু নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট এবং পোস্টকে জনতার চোখের আড়াল করার 'প্রশাসনিক নির্দেশ' দিয়েছে। এর অন্যথা হলে কঠিন পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। যদিও মাস্কের কোম্পানি এর জবাবে জানিয়ে দিয়েছে যে, মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য এরকমটা করা মেনে নিতে পারছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি।এক্স-এর গ্লোবাল গভর্নমেন্ট অ্যাফেয়ার্স টিমের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আইনি বাধার জন্য তারা ভারত সরকারের প্রশাসনিক নির্দেশটি প্রকাশ করতে পারছে না। কিন্তু, তারা বিশ্বাস করে যে, এটা প্রকাশ্যে আনাটা স্বচ্ছতার পক্ষে জরুরি। বৃহস্পতিবার প্রায় শেষ রাতে এক্সের তরফে এক বার্তায় একথা জানানো হয়।ন্তগ্লোবাল গভর্নমেঃট অ্যাফেয়ার্স টিম ২২ ফেব্রুয়ারি, রাত ১টা ৪ মিনিটে এক্স বার্তায় বলেছে, নির্দেশ মান্য করে আমরা এই অ্যাকাউন্টগুলিকে কেবলমাত্র ভারতের জন্য আটকে রাখছি। যদিও এ ধরনের পদক্ষেপে আমাদের কোনও সায় নেই। আমরা মনে করি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থাকা উচিত।ন্তভারত সরকারের এই প্রশাসনিক নির্দেশের বিরুদ্ধে এলন মাস্কের কোম্পানি আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে বলে জানিয়েছে। আমাদের নীতি অনুযায়ী ওই এক্স পরিবারে সদস্যদের বিষয়টি জানিয়েও দিয়েছি। এটাই প্রথমবার নয়, ২০২১ সালে তকালীন ট্যুইটার এবং তাদের প্রাক্তন মালিককেও ভারত সরকার দেশের নিয়ম-আইন মেনে চলার কড়া নির্দেশ দিয়েছিল। সেবারও ট্যুইটার কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রের নির্দেশাবলির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিল এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করার হুঁশিয়ারি বলে ব্যাখ্যা করেছিল।ভারত সরকারের বিরুদ্ধে নতুন করে তোলা বিস্ফোরক অভিযোগের কিছু আগেই নরওয়ের এক এমপি এলন মাস্ককে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য নাম প্রস্তাব করেন।ন্তমাস্কের কোম্পানির এই অভিযোগ নিয়ে লোকসভা নির্বাচনের আগে হইচই পড়ে যাবে বলেই রাজনৈতিক মহলের ধারণা। কারণ, পেগাসাস কাণ্ড নিয়ে দেশজুড়ে উত্তাল হয়ে উঠেছিল বিরোধী নেতৃত্ব। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃদ্যোপাধ্যায় থেকে কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী থেকে তাবড় নেতাদের ফোনে রাষ্ট্রীয় আড়ি পাতার অভিযোগ উঠেছিল।এবারও নির্দিষ্ট কিছু অ্যাকাউন্ট বলতে কাদের অ্যাকাউন্ট তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। বিরোধী মহলে ইতিমধ্যেই গুঞ্জন দেখা দিয়েছে যে, ভোটের আগে মোদীর সমালোচকদের মুখ বন্ধ করতেই এই পদক্ষেপ কেন্দ্রের।

## মোদি বিরোধিতার জের?কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিকের বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ লোকসভা নির্বাচনের (Lok Sabha Vote ২০২৪) আগে বিরোধীদের উপর চাপ বাড়াচ্ছে কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলি। সেই দীর্ঘ তালিকায় নয়া সংযোজন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক। বৃহস্পতিবার সাতসকালে মালিকের ঠিকানায় তল্লাশি চালাল সিবিআই।সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানাচ্ছে জম্মু ও কাশ্মীরের কিরু জলবিদ্যু প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে বৃহস্পতিবার দেশের মোট ২৯টি ঠিকানায় হানাদারি শুরু হয়েছে।মোদী জমানায় জম্মু-কাশ্মীর-সহ চারটি রাজ্যের রাজ্যপালের পদে থাকা বিজেপি নেতা সত্যপাল গত বছর একটি সাক্ষাকারে অভিযোগ তুলেছেন, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে পুলওয়ামায় সিআরপিএফের কনভয়ে জঙ্গি হানায় ৪০ জন জওয়ানের মৃত্যুর পরে খোদ প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁকে মুখ বন্ধ রাখতে বলেছিলেন। কারণ, তিনি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের গাফিলতি, নিরাপত্তায় ফাঁক থাকার ফলেই কনভয়ে হামলা হয়েছে।সত্যপালের দাবি, প্রধানমন্ত্রী তাঁকে ‘ নির্দেশ দিয়েছিলেন, এটি অন্য বিষয়। সত্যপাল যেন মুখ বন্ধ রাখেন। ওই সাক্ষাকারেই সত্যপাল আভাস দিয়েছিলেন, পুলওয়ামায় জওয়ানদের মৃত্যুকে রাজনৈতিক ভাবে কাজে লাগানো হয়ে থাকতে পারে। ঘটনাচক্রে, গত লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তরুণ ভোটারদের উদ্দেশে বলেছিলেন, ‘ প্রথম বারের ভোটারদের বলছি, আপনাদের প্রথম ভোট পুলওয়ামায় যে সব বীর শহিদ হয়েছেন, তাঁদের নামে সমর্পিত হতে পারে!’’ওই সাক্ষাৎকারেই সত্যপাল অভিযোগ করেছিলেন, ২০১৮ সালের অগস্ট থেকে ২০১৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপাল হিসাবে ৩০০ কোটি টাকা ঘুষের প্রস্তাব এসেছিল দু'টি ফাইল ছাড়ার জন্য। সিবিআই দু'টি এফআইআর রুজু করে। একটি কিরু জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং অন্যটি রিলায়্যান্স জেনারেল ইনশিওরেন্স সংক্রান্ত। সেই অভিযোগের জেরে গত বছর সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদও করেছিল তাঁকে। যদিও তিনি ‘ কি না, সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি কেন্দ্রীয় সংস্থার তরফে।২০১৯ সালে একটি বেসরকারি সংস্থাকে ‘ হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার প্রজেক্ট’ (এইচইপি)-এর নির্মাণ সংক্রান্ত ২,২০০ কোটি টাকার বরাত দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রক্রিয়ায় কোনও দুর্নীতি হয়েছিল কি না, তার তদন্ত করছে সিবিআই। কিরুকাণ্ডের পাশাপাশি এর আগে জম্মু ও কাশ্মীরে রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য রিলায়্যান্স বিমা মামলা নিয়ে সত্যপালকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই।

## সিসোদিয়ার জেল হেফাজত বাড়ল ১২ মার্চ পর্যন্ত, সিল করা খামে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই

নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা মনীশ সিসোদিয়ার জেল হেফাজতের মেয়াদ ফের বাড়াল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। আগামী ১২ মার্চ পর্যন্ত সিসোদিয়ার জেলা হেফাজতের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। এর আগে সিসোদিয়াকে ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জেলা হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল, হেফাজতে মেয়াদ শেষ হওয়ায় বৃহস্পতিবার ফের তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়।এদিনই সিল করা খামে বিশদ তদন্তের

## পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৩ফেব্রুয়ারি ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৩ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ ৫১২৩, সৌরঃ১০ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১০ ফাল্গুন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১০ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ’ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

## আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৩৯শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে বৃহঃবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৫টা ২০মিনিট। রাত-৯টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ১৫মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ১৫ মিনিটে।

## রাশিফল

**মেষরাশিঃ**খুশিতে ভরা ভালো দিন। মনে হয় আপনার অভিভাবকের সম্প্রসারিত সহায়তার সাথে সাথে আর্থিক **বৃষভ রাশিঃ**আপনার অসাধারণ প্রচেষ্টা এবং পরিবারের সদস্যদের সময়মত সমর্থনের ফলে আপনি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেতে পারেন। **মিথুন রাশিঃ**একটি আমোদপ্রমোদ এবং মজার দিন। আজ আপনার মা বা বাবার স্বাস্থ্যের জন্য হবে। **কর্কট রাশিঃ**বিবাহের যোগ হতে পারে আজ থেকেই। **সিংহরাশিঃ**বন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলবেন। **কন্যারাশিঃ**আপনার নিজের মনের উপর নিয়ন্ত্রণ আছে। আপনার বাড়তি টাকাপয়সা এমন একটি নিরাপদ স্থানে রাখুন যা আগত সময়ে আপনাকে ফেরতের প্রতিশ্রুতি দেবে। আপনার বড় **তুলারাশিঃ**স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। শুভদিন **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনি আপনার শারীরিক মনোবল বজায় রাখার জন্য খেলাধুলায় আপনার সময় ব্যয় করুন। সংসারে শান্তি হবে **ধনু রাশিঃ** আপনার ঈর্ষাপরায়ণ ব্যবহার আপনাকে দু ঃখিত এবং অবসাদগ্রস্থ করতে পারে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা এড়াতে আপনার বাজেটে আটকে থাকুন। শুভদিন **মকর রাশিঃ**পিতা আপনাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন। কিন্তু মনোক্ষুণ্ণ হবেন না। মনে রাখবেন সমৃদ্ধি মনকে প্রশ্রয় দেয়, বঞ্চনা **কুম্ভ রাশিঃ**স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অস্বস্তি বয়ে আনতে পারে। আপনি যদি বিদেশের কোনও জমিতে বিনিয়োগ করে থাকেন তবে আজ এটি একটি ভাল দামে বিক্রি করা যেতে পারে, যা আপনাকে লাভ অর্জনে সহায়তা করবে। **মীন রাশিঃ** নিজেকে আরো আশাবাদী হতে প্রেরণা জোগান। এটি প্রত্যয় এবং নমনীয়তা বাড়িয়ে তোলে, কিন্তু একই সময়ে এটিকে ভয়, ঘৃণা, হিংসা এবং প্রতিশোধের মত

## দিল্লীতে আন্দোলনের অভিজ্ঞতা শোনালেন উলুবেড়িয়ার সাংসদ সাজদা

**মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ** সহায়তা কেন্দ্রে পরিদর্শন করে উপভোক্তাদের দিল্লীতে আন্দোলনের অভিজ্ঞতা শোনালেন উলুবেড়িয়ার সাংসদ সাজদা আহমেদ। বৃহস্পতিবার শ্যামপুর কেন্দ্রের একাধিক পঞ্চায়েতের সামনে ১০০দিনের কাজের বকেয়া প্রদানের জন্য সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন উলুবেড়িয়ার সাংসদ সাজদা আহমেদ, শ্যামপুরের নাকোল, শশাটি, ডিহি মন্ডল ঘাট ১, কমলপুর, ডিঙ্গাখোলা, শ্যামপুর, খাড়ুবেড়িয়া ও বারগ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে সহায়তা কেন্দ্রে পরিদর্শন করেন। খাড়ুবেড়িয়া পঞ্চায়েতের সামনে সহায়তা কেন্দ্রে সাংসদ সাজদা আহমেদ তার বক্তব্যে বলেন ১০০ দিনের কাজের বকেয়া প্রদানের জন্য দিল্লীতে আন্দোলনের অভিজ্ঞতা, তিনি আরো বলেন দিল্লী পুলিশ কিভাবে তাদের হেনস্থা করেছে। তিনি বিভিন্ন সহায়তা কেন্দ্রে উপভোক্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। সহায়তা কেন্দ্রে পরিদর্শন কালে সাংসদের সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক কালীপদ মন্ডল, শ্যামপুর কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নদেবাসী জানা, হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি তথা জেলা পরিষদের প্রাক্তন কর্মাধ্যক্ষ শ্রীধর মন্ডল, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি আব্দুল কাদের খাঁন, নাকোল অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেখ সারোয়ার উদ্দিন, ডিহি মন্ডল ঘাট ১নং পঞ্চায়েতের প্রধান সুদীপ কুমার বেরা, ডিঙ্গাখোলা পঞ্চায়েতের প্রধান শান্তি রঞ্জন মাইতি, শ্যামপুর ১নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ কৃষ্ণেন্দু পুরকাইত, জেলা পরিষদের সদস্যা মন্দিরা মন্ডল, খাড়ুবেড়িয়া পঞ্চায়েতের প্রধান তথা অঞ্চল সভাপতি শ্যামল কুমার সামন্ত, উপপ্রধান সুস্মিতা ভুঞে, নীলকমল হাজরা,বারগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রনব ঘোষ, উপপ্রধান কুন্তল বেরা, শ্যামপুর ২নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ দীপক দাস প্রমুখ। উল্লেখ্য ১০০ দিনের কাজের বকেয়া প্রদানের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজ্যের প্রতিটি পঞ্চায়েত অফিসের সামনে সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছে চলবে আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত।

## লোকসভা নির্বাচন বিষয়ক কর্মশালা হয়ে গেল বৃহস্পতিবার কলকাতায়

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ** আর কয়েক দিনের মধ্যেই ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট প্রকাশ হতে চলেছে। আর তার আগে বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে কলকাতার ন্যাশানাল লাইবেরীর কনফারেন্স হলে নির্বাচন সংক্রান্ত একটি প্রশিক্ষন শিবির হয়ে গেল। যাতে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশন সহ নির্বাচন কমিশনের একাধিক আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। এদিনের এই কর্মশালায় কলকাতা, দক্ষিন ২৪ পরগনা, উওর ২৪ পরগনা, হাওড়া,বর্ধনান,বাঁকুড়া, মেদিনীপুর সহ একাধিক জেলা থেকে সাংবাদিকরা অংশ নেন। ভোটের সময় কিভাবে কাজ করতে হবে সে বিষয়ে এদিন আলোকপাত করা হয় এই শিবিরের মাধ্যমে।

## পুরস্কৃত হল শর্ট ফিল্ম একটি মেয়ের গল্প

**দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ** বিখ্যাত পরিচালক শ্রী বিমল রায়ের স্মরণে ২০২৩ এর ২৩এবং ২৪ ডিসেম্বর কলকাতার মোহিত মৈত্র মঞ্চের প্রেক্ষাগৃহে বিভিন্ন নামিদামি প্রতিষ্ঠিত অতিথি বিচারক দর্শক মন্ডলী উপস্থিতিতে Hottomel Cultural Endeavour ' এর উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় এবং বিশিষ্ট পরিচালক ও ব্যবস্থাপক কৌশিক রায়ের বাস্তব রূপায়ণে প্রদর্শিত হয়ে গেল Competitive & Non-Competitive Film Screening তথা A Grandeas Video Festival 5 th Hottomel International Film Festival. পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভারত ,বাংলাদেশ, ফ্রান্স, সাউথ আফ্রিকা, রাশিয়া, আমেরিকা,অস্ট্রেলিয়া,কলম্বিয়া ,রোমানিয়া, ইত্যাদি মোট কুড়িটি দেশের চল্লিশটির বেশি (২০- ৩০ মিনিটের) বিভিন্ন ধরনের শর্ট ফিকশন ফিল্ম, ইত্যাদি সুযোগ পায় পদর্শনের জন্য।

## হাওড়া স্টেশন থেকে সোনা উদ্ধার

**দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ** হাওড়া স্টেশন থেকে ফের বিপুল পরিমাণ টাকার সোনা উদ্ধার হয়েছে। জানা গেছে, সন্দেহজনক এক ব্যক্তির থেকে আরপিএফ এবং জিআরপি ওই সোনা উদ্ধার করে। আটক করা হয় বিভাস আদক নামের সন্দেহজনক এক ব্যক্তিকে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে তদন্ত। রেল সূত্রের খবর, ধৃত ব্যক্তি স্টেশনের ৯ নম্বর প্লাটফর্মে সন্দেহজনকভাবে একটি ব্যাগ নিয়ে ঘোরাফেরা করছিলেন। সন্দেহের বশে আরপিএফ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। কিন্তু অসঙ্গতি মেলায় তখন তার ব্যাগ তল্লাশি করে বিপুল পরিমাণ সোনার গয়না ( ২ কেজি ৬৮০ গ্রাম ) বাজেয়াপ্ত করে। এর বাজার মূল্য প্রায় ১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। এরপরেই হাওড়া জেলার জয়পুরের বাসিন্দা ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্ত শুরু হয়েছে।

# তল্লাশি চালিয়ে মাদক ব্যবসার অভিযোগে মহিলা সহ ৩ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ

**দুরন্ত বার্তা, হাওড়া ,২২ ফেব্রুয়ারিঃ** বৃহস্পতিবার হাওড়ার ডোমজুড়ের মাকড়দহের কাটলিয়ায় একটি বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে মাদক ব্যবসার অভিযোগে জনৈক মহিলা সহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে নিষিদ্ধ হেরোইনের বেশ কিছু প্যাকেট।

বৃহস্পতিবার এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ জানায়, ধৃতেরা হলেন সোমা মন্ডল, শেখ আরিফ ও শেখ রোহান। দিন ১৫ আগে কাটলিয়ার ওই বাড়িতে ভাড়া এসেছিলেন সোমা। অভিযোগ, বাড়িতেই গোপনে মাদক বিক্রি করার সময় এদিন হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় একটি পরিবার। জানা যায়, দিন দশেক আগেই এক সন্তানকে নিয়ে এলাকায় ভাড়া আসেন এক দম্পতি। সেখানে কয়েকদিন ধরেই বহিরাগতদের আনাগোনা বাড়তে থাকে। এতেই সন্দেহ হয় স্থানীয়দের। এরপর বৃহস্পতিবার সকালে ক্রেতা সেজে ওই বাড়িতে যায় এলাকারই কিছু যুবক। তাদের মাদক বিক্রি করতেই প্রকাশ্যে চলে আসে এই গোপন ব্যবসার কথা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় ডোমজুড় থানায়। ডোমজুড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। অভিযুক্তকে আটক করে বাড়ি থেকে নিয়ে যায়। তখনই আটক যুবককে ছিনিয়ে নিয়ে মারধরের চেষ্টা চলে। ঘটনাস্থল থেকে মাদক বাজেয়াপ্ত হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা মঙ্গলা পাঠক বলেন, আমাদের পাড়ার ছেলেদের মধ্যে সন্দেহ হয়। ক্রেতা সেজে গিয়ে বিষয়টি তাদের

মাকড়দহের কাটলিয়া

হাতেই ধরা পড়ে যায়। এই মাদকদ্রব্যের ব্যবসা এই এলাকায় সবে শুরু হয়েছে। এই ব্যাপারে খবর দেওয়া হয় পুলিশে।

পুলিশ এসে তাকে নিয়ে যায়। আরেক স্থানীয় বাসিন্দা তুফান ঘোষ বলেন, এলাকার মহিলারা জানান এখানে কয়েকজন অপরিচিত লোকজন ঘোরাঘুরি করছে। এই খবর পেয়ে একটি ছেলেকে ধরা হয়। তার কাছ থেকে পাওয়া যায় হেরোইনের প্যাকেট। এই দেখে পুলিশ খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। পরে জানা যায় এটা একটা বিশাল র্যাকেট। এরা সরদারপাড়ায় নতুন ভাড়া এসেছে। এই র্যাকেটে সোমা নামের এক মহিলা আছেন তিনি মূলত এই কারবারটি চালান।

১০ দিন আগে এখানে তিনি ভাড়া এসেছেন। পরে জানা গিয়েছে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এই র্যাকেটের কারবার চলছে। এই ঘটনার পর এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এলাকার মানুষ যাতে এই নেশায় আসক্ত হয় সেই কারণে এই ব্যবসা শুরু করেছে এখানে। ওদের কাছ থেকে যা পাওয়া গিয়েছে তা সবই পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ইনি ডিলার। মাদক সাপ্লাই করে। টিকিয়াপাড়ার কোনও একজনের কাছ থেকে তিনি এই হেরোইন নেন। এরা গড়ফার সামনেও এই মাদকদ্রব্য বিক্রি করে বলে অভিযোগ।

## ‘পারিশ্রমিক চাইলেই বেত দিয়ে মারত, গালি দিত’, সন্দেশখালিতে সরব প্রাক্তন তৃণমূল নেতারাও

**দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ** কখনও ভয় দেখানো। কখনও জোর খাটিয়ে লুঠপাট, তোলাবাজি। লোক পাঠিয়ে ফসল কেটে ফেলা রাতারাতি, মারধর, অত্যাচারের অভিযোগ ভূরি ভূরি। সন্দেশখালিতে শিবু হাজরা, উত্তম সর্দারদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ তুলেছেন গ্রামের লোকজনই। তাঁদেরই দাবি, এলাকার ‘বেতাজ বাদশা’ শেখ শাহজাহানের শাগরেদদের জোরজুলুমে নাভিশ্বাস উঠেছিল সাধারণ মানুষের। এবার সেই একই অভিযোগ তুলেছেন এলাকার প্রাক্তন তৃণমূল নেতারাও।সন্দেশখালি ২ নং ব্লকের প্রাক্তন বুথ সহ-সভাপতি সুদেব গিরি, তাপস দাসেরা অভিযোগ করেছেন, এলাকার প্রাক্তন তৃণমূল নেতারাও শিবু হাজরা, উত্তম সর্দারের অত্যাচারের শিকার হয়েছেন। তাঁদের অনেকেই ১০ বছরের বেশি দলে রয়েছেন। অভিযোগ, শিবু হাজরারা এলাকায় এসেই অনেককে সরিয়ে দেন। নতুন করে নিজেদের দল তৈরি করেন।প্রাক্তন তৃণমূল নেতাদের দাবি, ক্ষমতায় এসেই প্রথমে দীর্ঘদিনের পুরনো তৃণমূল নেতাদের পদ থেকে সরিয়ে দেয় শেখ শাহজাহানের শাগরেদরা। তারপরেই শুরু হয় অত্যাচার। অভিযোগ, পারিশ্রমিক চাইতে গেলেই মারধর করত তারা। অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করত। প্রশাসনকে জানাতে গেলে বিপদ আরও বাড়ত। দলবল নিয়ে এসে মারধর করে যেত। ভয়ে তাদরে বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে পারত না।সন্দেশখালিতে বহিরাগতরা ঢুকেছে এমন মন্তব্য করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রাকত্ন তৃণমূল নেতাদের দাবি, এই শেখ শাহাজান ও তার দলবলই বাইরে থেকে এসে এলাকা দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। শাহজাহান ‘বেপাত্তা’ হওয়ার পরেই গ্রামের লোকজন সাহস পেয়ে মুখ খুলেছেন বলে জানান তাঁরা। প্রাক্তনদের আরও দাবি, গত সাত-আট বছরে এ ভাবেই সন্দেশখালি গ্রামে একরের পর এক জমি হাতিয়ে নিয়েছে এই শাহজাহানের শাগরেদরা। মহিলাদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের উপরে অত্যাচার, কোনও কিছুই বাদ যায়নি।

## সংশোধনাগার প্রশাসনের অন্তর্গত প্রবেশন বিভাগের উদ্যোগে কর্মশালা হাওড়ায়

**শ্রেয়া আদক, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ** জেলা প্রবেশন বিভাগ, হাওড়ার উদ্যোগে এবং ডিএলএসএ এর সহযোগিতায় প্রবেশন অফ অফেন্ডার্স অ্যাক্ট ১৯৫৮ সংক্রান্ত এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল হাওড়ায়। হাওড়ার নিউ কালেক্টরেট ভবনের পথের দাবী হলে গত মঙ্গলবার আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে জেলা বিচারক থেকে শুরু করে হাওড়া জেলা ফৌজদারি ও দেওয়ানী আদালতের আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন। হাওড়া জেলা প্রশাসনের তৎপরতায় ডিস্ট্রিক্ট লিগাল সার্ভিসেস অথোরিটি এবং সংশোধনাগার প্রশাসনের অন্তর্গত প্রবেশন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় সচেতনতার উপর ওই মনোজ্ঞ কর্মশালা। মূলত প্রবেশন অফেনডার্স অ্যাক্ট,১৯৫৮-এর কার্যকারিতা সম্পর্কে এদিন আলোচনা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন বিচারক সোনিয়া মজুমদার, অ্যাডিশনাল সেশন বিচারক প্লাবন মুখার্জী, এডিএম জেনারেল ইউনিস ঋষিন ইসমাইল, ডিএলএসএ সেক্রেটারি সুপর্ণা সরকার, ডিআইজি প্রেসিডেন্সি রেঞ্জ দেবাশীষ চক্রবর্তী, হাওড়া জেল সুপার বিনোদ কুমার সিং সহ

অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এদিন কর্মশালার শুরুতেই হাওড়ার প্রবেশন কাম-আফটার কেয়ার অফিসার সুপ্রিয়া ভকত তাঁর স্বাগত ভাষণের মধ্যে দিয়ে জানান কিভাবে পেটি, ইয়ং অফেনডার্সদের সংশোধনাগারে যারা বড় বড় অপরাধ করে এসেছে তাদের সঙ্গে একই দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে যাতে একটু আলাদা করে দেখা হয়। তবে ভবিষ্যতে তারা কোনওরকম বড় অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে না। পাশাপাশি সংশোধনাগারে যদি এহেন অফেনডার্সদের ভিড় বাড়তে থাকে তবে অন্যান্য সমস্যা বাড়তে পারে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হাওড়ার ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন বিচারক এবং অ্যাডিশনাল সেশন বিচারক অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে জানান কিভাবে অফেন্ডার্সদের সঙ্গে মানবিক আচরণ করা উচিত। ডিএলএসএ সেক্রেটারি অনুষ্ঠানের কার্যকারিতা উল্লেখ করে ভূয়সী প্রশংসা করেন। ডিআইজি থেকে শুরু করে সিপিও প্রত্যেকেই তাঁদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। পরিশেষে আফটার কেয়ার সম্পর্কে সুপ্রিয়া ভকত তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করে অনুষ্ঠানটিকে গৌরবান্বিত করে তোলেন।

**আগামী বর্ষায় শহরকে জলমুক্ত রাখার জন্য আগাম প্রস্তুতি শুরু করে দিল হাওড়া পুরনিগম। এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেই নিয়ে বৃহস্পতিবার রেল, পিডব্লিউডি, কেএমডিএ, সেচ প্রমুখ সংস্থাকে নিয়ে এক প্রস্তুতিমূলক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় হাওড়া পুরনিগমে। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানালেন মুখ্য প্রশাসক ডা. সুজয় চক্রবর্তী।**

## মধুচক্রের ঘটনায় ধৃতদের তোলা হলো আদালতে

**দুরন্ত বার্তা, ধূলাগড়, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ** সাঁকরাইলের ধূলাগোড়ের হোটেলে মধুচক্রের ঘটনায় ধৃতদের বৃহস্পতিবার হাওড়া আদালতে তোলা হয়। ওই হোটেলে পুলিশের অভিযানে বুধবার গ্রেপ্তার হয় হোটেল মালিক, ম্যানেজার সহ মোট ১১ জন। একই সঙ্গে ওই মধুচক্রের আসর থেকে দুই নাবালিকা ও চারজন তরুণীকে উদ্ধার করা হয়। হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই ওই হোটেলে মধুচক্রের আসর চলছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার পুলিশের একটি দল হানা দেয় ওই হোটেলে। উদ্ধার হয় দুই নাবালিকা এবং চারজন তরুণী। তাদেরকে হোটেলে নিয়ে এসে মধুচক্র চলছিল। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারার পাশাপাশি পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

## থানার সামনে বিক্ষোভ বিজেপির

**ভাটপাড়া, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ** বিরল নজির উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়া এলাকায়। বৃহস্পতিবার পুলিশের বিরুদ্ধে থানার সামনে বিক্ষোভ বিজেপির। প্রসঙ্গত, ভাটপাড়া থানা এলাকার ভাটপাড়া পৌরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জুয়েল ধর ও দিশা বিশ্বাস দীর্ঘদিন ধরে নিখোঁজ রয়েছে। এবিষয়ে ভাটপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশি সদর্থক ভূমিকা পালন করেনি। এমনটাই অভিযোগ তুলে ভাটপাড়া থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলা বিজেপির নেতা কর্মীরা।

## ভাগ রেকর্ড ভুক্ত প্রাপ্য জমি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ দুই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

**প্রকাশ মন্ডল, হুগলি,২২ ফেব্রুয়ারিঃ** আদিবাসী মহিলার ভাগ রেকর্ড ভুক্ত প্রাপ্য জমি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ দুই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। দিনের পর দিন। দুই তৃণমূল নেতার অত্যাচারের কথা প্রকাশ্যে আনলেন, তারকেশ্বরের নাইটা মাল পাহাড় পুর, গ্রাম পঞ্চায়েতের । মাল পাহাড় পুর গ্রামের এক আদিবাসী মহিলা। বিগত কয়েক দিন ধরেই সন্দেশখালীর মহিলাদের, প্রতিবাদ প্রতিরোধ শুনে। একটু সাহস জুগিয়েছে মনে এবার নিজের প্রাপ্য আদায়ে সরব হলেন। ওই আদিবাসী মহিলা। পাশাপাশি দাবি জানালেন অভিযুক্ত দের কঠোর শাস্তির।উত্তম,শিবু দের কি শুধু সন্দেশখালীতেই বিচরণ, না বাংলার আনাচে কানাচে এরকম আরো, উত্তম,শিবুরা যে অবাধে বিচরণ করে চলেছেন তা তারকেশ্বরের নাইটা মাল পাহাড় পুর গ্রাম পঞ্চায়েতে কান পাতলেই শোনা যায় তৃণমূল নেতা সাইদুল ,মনিরুল দের অত্যাচারের কাহিনী।

দুই তৃণমূল নেতার ভয়ে কারো মুখ খোলার সাহস হয়নি, এতদিন তবে এবার মুখ খুলতে শুরু করেছেন অনেকেই। নাইটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভাগ রেকর্ড ভুক্ত বিঘা তিনেক জমি, চাষ আবাদ করে সংসার চালাতেন বাদলী টুড়ু।স্বামী সিকান্ত টুডু মারা গেছেন বছর তিনেক আগে। শ্বাশুড়ী বিদেশিনী টুডুর নামেই তিন বিঘা জমি ছিল ভাগ রেকর্ড ভুক্ত। শ্বাশুড়ির মৃত্যু র পর চাষ আবাদ করতেন বাদলী টুডু ও তার দুই ছেলে। চাষ আবাদের পাশাপাশি দিন মজুরের কাজ করে চলতো সংসার। অভিযোগ কয়েক বছর আগে সেই জমি মালিকের কাছ থেকে জমি কিনে নেন স্থানীয় তৃণমুল নেতা শেখ সাইদুল।জমি কেনার ক্ষেত্রও বেনিময়ম হয়েছে বলে অভিযোগ।যদিও জমি কেনার সময় বাদলী টুডু কে নিয়ম অনুযায়ী প্রাপ্য ভাগ বুঝিয়ে দেওয়ার কথা থাকলেও তা পেশির জোরে কথার খেলাপ করেন সাইদুল মোল্লা বার বার সাইদুলের বাড়িতে গিয়ে প্রাপ্য জমির ভাগ চাইতে গেলে। বার বার হেনস্থা করা হয় বাদলী টুডু কে এমনকি গত বছর ১০ নভেম্বর বাদলী টুডু প্রাপ্য আদায়ের দাবিতে সাইদুল মোল্লার বাড়িতে গেলে তাকে বেধড়ক মারধোর করা হয়, এমনকি সিলতাহানী করা হয় বলে অভিযোগ। বাদলী টুডুর। শুধু সাইদুল মোল্লা ই নয় তার সাথে স্থানীয় পঞ্চায়েত উপ প্রধান শেখ মনিরুল ও তার দলবল বাদলী টুডু কে হেনস্থা, মারধোর এবং সিলতাহানি করে বলে অভিযোগ।এর পরই বিভিন্ন জায়গায় অভিযোগ জানিয়ে কোনো ফল না পেয়ে অবশেষে, প্রশাসনের দ্বারস্থ হন। বাদলী টুডু। গত বছর ১৩ ই ডিসেম্বর তারকেশ্বর থানা সহ জেলা প্রশাসনের কাছে দুই তৃণমুল নেতার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করেন বাদলী টুডু।থানায় অভিযোগ হয়েছে জানতে পেরে আবারও বাদলী টুডুর বাড়িতে হামলা চালায়। সাইদুল,মনিরুলের দলবল।এমনই অভিযোগ বাদলী টুডুর। ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কে দিন কাটছিল বাদলী টুডু ও তার পরিবারের। তবে এবার সাহস জুগিয়েছে সন্দেশখালি। প্রাপ্য জমি আদায়ের দাবিতে এবং সাইদুল, মনিরুলের কঠোর শাস্তির

দাবি করেছেন বাদলী টুডু। অন্যদিকে এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ দুই তৃণমূল নেতার ভয়ে কেউ মুখ খুলতে পারেন না। দুই তৃণমূল নেতার অত্যাচারে অতিষ্ঠ এলাকার মানুষ। তৃণমুল নেতা বলেই অন্যায় করে পার পেয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন।তাদের বিরুদ্ধে কথা বললেই রাতের অন্ধকারে নেমে আসবে অত্যাচার। যদিও অভিযুক্ত দুই তৃণমূল নেতার মধ্যে পঞ্চায়েত উপ প্রধান শেখ মনিরুল বলেন তার বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না।

তবে এটা চক্রান্ত হতে পারে বলে দাবি করেন তিনি। তার আরো দাবি এলাকায় সন্ত্রাস করে থাকলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হোক তার বিরুদ্ধে। অন্যদিকে আর এক অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা সাইদুল মোল্লার বাড়িতে গিয়েও দেখা মেলেনি ফোন করা হলেও ফোন ধরেন নি তিনি। যদিও দুই তৃণমূল নেতার অভিযোগ প্রসঙ্গে তারকেশ্বর বিধায়ক রামেন্দু সিংহরায় বলেন তৃণমূল সরকার এই ধরণের ঘটনা বরদাস্ত করেনা, আইন আইনের পথে চলবে অন্যায় করে কেউ পরিত্রাণ পাবে না। পুলিশ প্রশাসন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

# গরমের পড়তে না পড়তেই পানীয় জলের সংকটে পড়েছে জয়নগরের একাধিক গ্রামের মানুষজন

**উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ** খাতায় কলমে শীত বিদায় নিয়েছে। বসন্ত কাল শুরু হয়ে গেছে। আর এই সময়ে গরম পড়তে না পড়তে সুন্দরবনে মিঠা জলের জলস্তর অনেকটাই নিচে চলে যাচ্ছে। তবে হালকা শীতের প্রভাব এখনো দক্ষিণবঙ্গে আছে। আর তার মধ্যেই সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় জলের সংকটে শুরু হওয়ায় চিন্তায় জয়নগর এলাকার মানুষ।জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর ১ নং ব্লকের ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলপী, শ্যামনগর, গোবিন্দপুর,চন্দনেশ্বর সহ একাধিক গ্রামে গরম পড়তে না পড়তেই শুরু হয়ে গেছে তীব্র জলের সংকট। কয়েকদিন ধরে নলকূপ থেকে জল ওঠা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে এই সব এলাকায়। নলকূপের জল না পেয়ে অসহায়ের মধ্যে পুকুরের জল দিয়ে রান্না করা ও রান্নার একাধিক কাজে ব্যেবহার করতে হচ্ছে স্থানীয় মানুষদের।

এদিকে পুকুরের জলও শুকোতে শুরু করেছে। আর তাই চরম সমস্যায় পড়েছেন সুন্দরবনের নদী সংলগ্ন এলাকার ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা। আর কয়েকদিন পরে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন। রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের বিষয়টি নিয়ে এখন ভাবার সময় নেই। আর এরই মধ্যে ভোটের আশায় নানান প্রতিশ্রুতির কথা শুনেই চলেছেন ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামবাসীরা। এদিকে পানীয় জল না মেলায় ভোটাররা রাগে গুমরে গুমরে ফুঁসছেন। আর এই প্রসঙ্গে স্থানীয় মানুষজন জানালেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবছরের মধ্যে বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের ব্যবস্থা করছেন। কিন্তু বর্তমানে আমাদের এলাকার এই সমস্যার দ্রুত সমাধানের আশা রাখছি।এখানে অনেক নলকূপ অকেজো হয়ে গেছে, মেরামত করা হচ্ছে না। ধোসা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলপি গ্রামে দুটি নলকূপ প্রায় তিনমাস ধরে খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। ধোষা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে মৌখিক জানিয়ে এলে ও কোন সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয় মানুষ জনের। আর এই এলাকার সাধারণ পরিবার গুলোকে পানীয় জল আনতে প্রায় এক কিলো মিটার দুর থেকে জল আনতে হচছে। স্থানীয়দের এ ও দাবি, গ্রামের চাষের জমি গুলোতে মিনি হাউস বসানোর কারণে এই সমস্যাগুলি দেখা দিচ্ছে গত কয়েক বছর ধরে। তাই আমাদের জলের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তবে আমরা চাষ না করলে খাবো কি করে। আর অপরদিকে জলের এই সঙ্কট। এক এক করে নলকূপ গুলি জল না ওঠার কারণে দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই প্রায় এক কিলোমিটার দুর থেকে জল আনতে হচ্ছে এই এলাকার মানুষদের। ২০১২ সালে এই তিলপিতে পানীয় জলের ট্যাঙ্ক স্থাপিত হয় পানীয় জলের সংকট মেটাতে । তবে প্রথমে দু টাইম জল দিলেও এখন এক টাইম করে এই জলের পরিষেবা এলাকার মানুষজন পায়। এলাকার মানুষ চায় দ্রুত পানীয় জলের সংকট মেটাতে তৎপর হোক প্রশাসন।তবে এব্যাপারে ঢোষা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঞ্জিতা সরদারের সাথে যোগাযোগ করা হলেও তিনি এব্যাপারে কোনো উওর দিতে পারেননি।

## মধ্যমগ্রাম স্টেশনের পুনরুন্নয়ন

**কলকাতা , ২২ ফেব্রুয়ারী ঃ** অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মধ্যমগ্রাম স্টেশনটির পুনঃউন্নয়ন ও আধুনিকীকরনের কাজ বর্তমানে পুরোদমে চলছে। যাত্রীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করা এবং সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নত করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগটি ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্ক জুড়ে চিহ্নিত স্টেশনগুলিকে পুনরুন্নয়নের লক্ষে সামগ্রিকভাবে জোর দেওয়া হয়েছে । মধ্যমগ্রাম স্টেশনের পুনঃ উন্নয়নের জন্য মোট বরাদ্দ অর্থ ১৩.২৭ কোটি । শিয়ালদহ - বনগাঁ সেকশনে অবস্থিত মধ্যমগ্রাম স্টেশনটি কলকাতা শহরতলির রেলওয়ে ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্টেশনটি কলকাতা এবং নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উভয়েরই নিকটে হওয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবহন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছে , যা স্থানীয় জনগণের সেবা করে এবং বিমানবন্দর ও শিয়ালদহ স্টেশনে সুবিধাজনক অ্যাক্সেস প্রদান করে এবং বৃহত্তর অঞ্চল জুড়ে যাত্রীদের

জন্য উন্নত সংযোগ নিশ্চিত করে।পুনঃউন্নয়ন প্রকল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে, বিদ্যমান সম্মুখভাগের উন্নতি - সার্কুলেটিং এরিয়ার উন্নতি- টয়লেট, ওয়েটিং হল, বেঞ্চ, আলো, পাখা ইত্যাদির পরিবর্তন- স্ট্যান্ডার্ড সাইনেজ- গ্রানাইট দ্বারা নির্মিত প্ল্যাটফর্ম মেঝে- কংকোর্স এরিয়ার উন্নয়ন- এনার্জি সংরক্ষণের জন্য সোলার প্লেটস - সাইনেজ - ট্রেন তথ্য প্রদর্শন বোর্ড এবং সিস্টেম শ্রী কৌশিক মিত্র, পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বলেন, ‘সমাপ্তির পরে, সংস্কার করা মধ্যমগ্রাম স্টেশনটি অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত হবে, যা যাত্রীদের জন্য ব্যাপকভাবে উন্নত ভ্রমণ অভিজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি দেবে। এই প্রচেষ্টা রেলওয়ের পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ এবং অঞ্চল জুড়ে বিরামহীন সংযোগ বৃদ্ধির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেয়।’

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

# দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ৮৪ সংখ্যা, শুক্রবার,১০ ফাল্গুন, ১৪৩০

## পাকিস্তানের মালা বদল

পাকিস্তানের নির্বাচন নিয়ে ভারত চিন্তা করে না। তার কারণ হচ্ছে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বিদেশ নীতি থেকে শুরু করে বহু ব্যাপারে মতের মিল নেই। ভারত যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পাকিস্তান ঠিক তার বিপরীত পথ ধরে এগোতে শুরু করে দেয়। যার ফলে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই বারতের সঙ্গে একটি মানসিক বিরোধ চলে এসেছে। যদিও তা মাঝে মধ্যে খানিকটা বিরোধী মিটেছিল। তবে তা একেবারে উবে যায়নি। এবারে ইমরান খানকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার মূল কারণ হচ্ছে তাঁব ভারত প্রীতি। এক সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল নওয়াজ শরিফের সঙ্গে মোদির সম্পর্ক তৈরি হয়। তার ফলে মোদি হঠাৎ করে পাক বিমান বন্দরে নেমে নওয়াজের কন্যার বিবাহ বাসরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিশ্বের কোন রাষ্ট্র নেতারা জানতেন না যে নওয়াজ শরিফ ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করেছেন। মাত্র কয়েকজন ছাড়া এই নিমন্ত্রণের কতা আর কেউ জানতো না। ভারতের সঙ্গে নওয়াজের সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হতে পারে জেনেই কি নওয়াজকে পাকিস্তান থেকে নির্বাচন দেওয়া হয়েছিল? তখন ইমরান খান ভারত বিরোধী কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ভারতকে দেখে নেওয়ার একটি মানসিকতাকে তিনি প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তার ফলে সেখানকার সেনাকর্তারা খুশি হয়েছিল। যার ফলে ইমরান খান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছিলেন। ভারত বিরোধিতায় যিনিই অংশ গ্রহণ করবেন তিনিই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন। পাক সেনারা তাকে বেশি করে সমর্থন করতে থাকবে। পাকিস্তান জঙ্গিরাও পর্যন্ত সেই নেতাকে সমর্থ করে তাকে। কিন্তু রাশিয়া সফর করে এসেই ইমরানের কি খেয়াল হল তিনি বারত বন্দনা করতে শুরু করে দিলেন। তার ফলে তিনি গদি হারালেন একন জেলে খাটতে শুরু করেছেন। তোষাখানা মামনীয় তাঁকে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। দুর্নীতির মামলায় দোষারোপ করা হয়েছে। এদিকে পাকিস্তানের নির্বাচন ইমরান খানের সমর্থিত নির্দল প্রার্থীরা ১০১টি আসন লাভ করেছেন। নওয়াজের পিএমএল-এন দল পেয়েছে ৭৫, পিপিপ ৫৪ এবং মুত্তাহিদা কওমি মুভমেন্ট -পাকিস্তান পেয়েছে ১৭টি আসন। আরও কয়েকটি ছোট ছোট দল আসন লাভ করেছে। জোট সরকার গঠন করতে পাকিস্তান জেনারেল অ্যাসেম্বলির ২৬৬টি আসনের মধ্যে প্রয়োজন অন্তত ১৩৪টি আসন। একিে ইরমান খানের দলের সমর্থক জয়ী নির্দল প্রার্থীদের বাদ দিয়ে অন্য দলগুলি জোট করে সরকার গঠন করা ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ইমরান সমর্থিত প্রার্থীদের বাদ দিয়ে বিরোধী জোট তৈরি করে আসন সংখ্যা এসে উপস্থিত হয়েছে ১৫০। এদিকে ইমরান খানের পিটিআই নেতারা বলতে শুরু করেছেন যে তারা জানাদেশ পেয়েছে বেশি। নওয়াজ বিলাবল এখন জনাদেশ চুরি করতে শুরু করেছে। বিলাবল পাল্টা বলেছেন যে কোনও দলই সরকার গঠন করার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেনি। তার ফলে সব দলকে জোট করে সরকার তৈরি করা হচ্ছে। পিটিআই এখন বাইরে রয়েছে। তারা জোটের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছুক নয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করে সব দলের সঙ্গে কথা বলে জোট করা ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু ইমরান সমর্থিত নির্দল প্রার্থীরা এই জোটের সঙ্গে কোনও কথা বলতে ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। তার ফলে পিটিআই এর সঙ্গে এ ব্যাপারে কোনও আলোচনা করা হয়নি। তাদেরকে বাদ দিয়ে এখন পাকিস্তানের নয়া সরকার দ্রুত গঠন করতে হবে। গভীর রাতে নওয়াজ শরিফ, বিলাবল ভুটো এবং আসিফ আলি জারদারি বৈঠক করে জোট চূড়ান্ত রেরেছেন। ইমরান খানের পিটিআই ব্যঙ্গ করে বলেছে যে মাঝরাতের মালা বদল করা হল। কেউ তার সাক্ষী ছিল না। পাকিস্তানের রাজনীতিতে এই রকম মাঝ রাতের বিবাহ বাসরের মতো সরকার গঠিত করার ব্যাপারে কোনও আলোচনা হয়নি। এখন যা হচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে কন্যা বিদায় দেওয়া হচ্ছে। কন্যা দায়গ্রস্ত পাকিস্তান প্রশাসন এখন দ্রুত সরকার গঠন করে নয়া সংসার গড়ার দিকে ঝোঁক বেশি করে দিতে শুরু করেছে।

## বিশ্ব পরিবেশ দূষিত

মহাকাশ স্টেশনে তাদের গবেষণা শেষ হয়েছে। পরবর্তী গবেষণার কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। করোনাভাইরাসটা পরিবেশের জন্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছে সর্বত্র। এর মূল কারণ হল বায়ু দূষণ। বায়ু দূষণ যেখানে কম সেখানে এটা প্রবেশ করলেও তা কিন্তু বিস্তার লাভ করতে পারছে না। করোনাভাইরাস বৃদ্ধি লাভ করে বায়ু দূষণের মধ্যে দিয়ে। বায়ু দূষণ এখনই কমিয়ে ফেলতে হবে। আবহাওয়াকে পরিস্কার করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে কার্বন উৎপাদন কমানো। কলকারখানা বেশিক্ষণচালু রাখা যাবে না। রাস্তায় যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আকাশ পথে বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ক্ষেপনাস্ত্র পরমানু বোমা পরীক্ষা করা বন্ধ করতে হবে। সমতল ভূমিকে উর্বর করতে হবে। সবুজের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। সবুজ একেবারে ধ্বসং করা যাবে না। এর জন্য যত্রতত্র সভ্যতার বিস্তার করা চলবে না। সভ্যতা বিস্তারের ওপরে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মানুষের কোনও কিছু লাভ করাটাকে কমাতে হবে। পৃথিবীকে রক্ষা করার স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা ব্যবসায়িক স্বার্থকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কার্বনডাইঅক্সাইডের মাত্রা যাতে বেশি না হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন রয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং ইউনেস্কো থেকে বলা হয়েছে তারা প্রতিটি রাষ্ট্রকে চলার নিয়ম বেধে দেবে। সেই নিয়ম ধরে চলতে হবে। নাহলে সেই দেশের সঙ্গে পৃথিবীর সব দেশ বয়কট করতে শুরু করবে। তার সঙ্গে কোনও সংযোগ রাখবে না অন্য রাষ্ট্রগুলো।

## শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন কর্ম শক্তি অর্জন করতে হবে। যার কর্ম শক্তি রয়েছে তিনিই বিশ্ব জয় করতে পারবেন। যারা শক্তিহীন তাদেরকে শক্তি দিয় কর্ম শক্তিকে প্রদান করতে হবে। এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। মাতৃস্নেহ লাভ করতে হবে।অসহায় মানুষের কাছে থাকতে হবে। সব সময়ে ভালো চিন্তাকরতে হবে। মহান ব্যক্তিদের পথকে অনুসরণ করতে হবে। অসীম শক্তির অধিকারী হতে হবে। যে শক্তি দিয়ে সবার মনকে জয় করা সম্ভব হবে। শক্তি না থাকলে পরাস্ত কাউকে করা যায় না। বশ করতেও শক্তির প্রয়োজন পড়ে। শুভ শক্তির দরকার।

## সাধক বামাক্ষ্যাপা

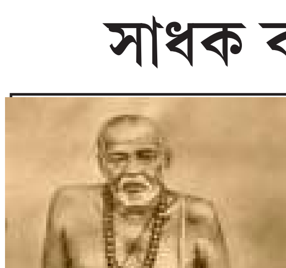

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, আসল ধর্মের জয় একদিন হবে। পুজো করে কোনও সময়ে দেবতার মনকে জয় করা যায় না। দেবীর মাকে জয় করতে গেলে ধ্যান দবকার। সাধনার দরকার। সেটা করতে হবে। নিষ্ঠাভরে মাকে ডাকতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। মায়ের নামে নিজেকে পাগল করে দিতে হবে। তবেই মায়ের আশির্বাদ পাবি রে তোরা। আসলে মাতৃভক্তি হচ্ছে সবচেয়ে বড় সম্পদ। এর মতো সম্পদ আর নেই। যিনি এই সম্পদ পেয়েছেন তাঁর কাছে এই জগৎ তুচ্ছ। জগতের কোনও কিছু তাঁর কাছে একেবারে মূল্যহীন। মা মা বলে শক্তি সঞ্চয় কর। তাহলে সব কিছুকে জয় করতে পারবি। নাহলে কিন্তু একেবারে শক্তিহীন হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। নারী শক্তি চাই। জগৎকে পরিচালিত করে নারী শক্তি। সেই শক্তির জয়গান গাইতে হবে। নারীকে সম্মান দিলে তবে তুই বড় হতে পারবি। নাহলে কিন্তু একেবারে ছোট হয়ে সারাজীবন কাটাতে হবে। নারী শক্তি চাই নিজেকে বিকাশ করতে গেলে।

# ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব পাশে থাকায় কারোর সাহস হয়নি নটী বিনোদিনীকে অসম্মানিত করার

**রবীন্দ্র কুমার শীল**

নাট্য সম্রাজ্ঞী যখন নাটক করতে যখন এসেছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর। সেই যুগে এই রকম বয়েসী মেয়েদের বিবাহ হয়ে যেত। কিন্তু বারাঙ্গানা পল্লী থেকে উঠে আসা মহিলার যে বিবাহ করতে নেই বা বিবাহ করে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে কেউই সাহস করে না সেই রকম একটি যুগ ছিল সেই সময়ে। তাহলে এই সব সুন্দরী মহিলাদের ভাত কাপড় কীভাবে সংস্থান হবে তা নিয়ে সমাজ কোনও দিন ভাবেনি। কিন্তু নাটক সমাজ এদেরকে তুলে নিয়ে আসে ভাত কাপড়ের জোগাড় করে দিয়েছিল তার পিছনে কাজ করেছিল সামাজিক বিনোদনের চাহিদা মেটানো। তখন ভদ্র পরিবারের মহিলাদের কোনও সুযোগ ছিল না থিয়েটার করার। ছেলেরা মেয়ে সেজে থিয়েটারে অংশ গ্রহণ করতো। এখনও অভিনেতা চপল ভাদুড়ি বেঁচে রয়েছেন। তিনি সবার অন্তরালে থাকেন। এক সময়ে তিনি থিয়েটার জগতে নাম করেছিলেন মহিলা চরিত্রে অভিনয় করে। কলকাতায় সেই সময়ে থিয়েটারের কদর ছিল। কিন্তু যারা অভিনয় করতো তাদের কোনও সামাজিক সম্মান ছিল না। আজকের যুগে আমরা শিশির ভাদুড়ির নাম স্মরণ করি। কিন্তু একটি সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে মহাকবি গিরিশ ঘোষও পর্যন্ত সমাজে অচ্ছ্যুত ছিলেন। তিনি সেই সময়ে কোনও অভিজাত পরিবারের বাড়িতে নিমন্ত্রণ পেতেন না। তবে জমিদার বাড়িতে পুজো উপলক্ষ্যে যাত্রার আয়োজন করা হতো। সেই সব যাত্রা শিল্পীদের সঙ্গে পরিবারের কেউই বেশি আগ্রহ ভরে আলাপ করতো না বা গল্প করে সময় কাটাতো না। ধনিক শ্রেণিরা এটাকে টাকা দিয়ে বিনোদন মনে করতো তার বেশি নয়। থিয়েটারকে শিল্পের পর্যায়ে আনতে বহু সময় লেগেছিল। থিয়েটারে অভিনয় করাটা যে একটি আর্ট বা শিল্প সেটি তৈরি হতে বহু বছর গেলে যায়। শিশির কুমার ভাদুড়ি চেষ্টা করেছিলেন থিয়েচারকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে আসার। আবার গিরিশ ঘোষের নামও করতে হয়। তিনিও থিয়েটারকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করতেন। নাটক যে নিছক বিনোদন নয় তা একটি সমাজ দর্পন তা দর্শকদের বুঝতে বহু সময় পার হয়ে গিয়েছিল। তবে এ ব্যাপারে দীনবন্ধু মিত্র বেশ দক্ষ ছিলেন। তাঁর 'নীলদর্পন' নাটক বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ হয়েছিল। সমাজ তখন সচেতন হতে শুরু করে দিয়েছে। নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিবাদ শুরু হয়ে গিয়েছে। বহু স্থানে নীল চষিরা বিদ্রোহ করতে শুরু করেছে। সাহেবদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে শুরু করেছে। নীলচাষীদের দুর্দশার কথাকে ব্যক্ত করলেন দীনবন্ধু মিত্র। তিনি প্রতিবাদী নাট্যকার হলেন। তার ফলে সারা দেশ জুড়ে নীলচাষিরা নীল সাহেবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হতে শুরু করে। সেই সময়ে উদারস্থী সাহেব জেমস লং এই বাংলা নাটকটির ইংরজি অনুবাদ করেছিলেন। তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন। ইংরেজরা এই নাটককে নিষিদ্ধ ঘোষণ করে। জেসম লঙের বিরুদ্ধে মামলা হলে তাঁকে এক হাজার টাকা জরিমানা দিতে হয়েছিল। সেই সময় থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বাংলায় দেখা দিল। পৌরাণিক নাটকের ছায়া থেকে সরে এসে বাস্তবের ছাতায় আশ্রয় গ্রহণ করতে শুরু করে দিল বাংলা নাটক। যদিও গিরিশ ঘোষ সেই সময়ে পৌরানিক নাটককে সামনে রেখে রোমান্টিক নাটক লেখাা শুরু করে দিয়েছিলেন। সেই সব পৌরানিক নাটকের মধ্যে আবার যুগাশ্রয়ী সঙ্গীতও ছিল। ফলে গিরিশ ঘোষের নাটক প্রেমাশ্রিত নাটক বলা যেতে পারে। পৌরাণিক ঘটনাকে অবলম্বন করে আধুনিক যুগের প্রবেশ যা মাইকেল আগেই তাঁর নাটকে দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। বলা যেতে পারে নাট্য জগতে রূপান্তর হতে দেখা দিল। নাট্য জগতের এই রূপান্তরের সময়ে বাংলা থিয়েটার জগতেএসে আলো করে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন বিনোদিনী। বিনোদিনী তাঁর নিজের জবানবন্দিতে লিখছেন,''থিয়েটার ভালোবাসিতাম, তাই কার্য করিতাম, কিন্তু ছলনার আঘাত ভুলিতে পারি নাই। তাই অবসর বুঝিয়া লইলাম।" নাটককে মন প্রাণ দিতে ভালোবাসতে শুরু করে দিয়েছিলেন বিনোদিনী। তিনি কোনও দিনই অস্বীকার করেননি যে বারাঙ্গানা ঘরে তাঁর জন্ম। তিনি সব সময়ে প্রাকাশ্যে তা স্বীকার করতেন। সেই কারণে তঁকে সাহস করে কেউ কোনও কথা বলতে পারতো না। প্রচণ্ড সাহসী মহিলা ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে সবাইকে পরাস্ত হতে হয়েছিল। একমাত্র গিরিশ ঘোষকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। কারণ গিরিশ ঘোষই তাঁকে নাটক জগতে সম্মান আনিয়ে দিয়েছিলেন। গিরিশ ঘোষেরর পথ ধরে তিনি আবার কবিতার বইও লিখেছিলেন। তার নিজস্ব দুটি কবিতার বইয়ের খবর পাওয়া যায়। এই দুটি কবিতা বইয়ের নাম ছিল -'বাসনা' ও 'কনক নলিনী'। থিয়েটার জীবনে তাঁকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছিলেন গিরিশ ঘোষ। নটী বিনোদিনী মঞ্চে অভিনয় করতেন একেবারে সুজ্জিত হয়ে। ভারতীয় পোশাক পরিচ্ছদের সঙ্গে ইউরোপীয় সাজের সংমিশ্রণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তার ফলে তাঁর অভিনীত নাটকগুলি সত্যিকারের মনোমুগ্ধকরে পরিণত হয়। তিনি কোনও শিল্পীকে অনুকরণ বা অনুসরণ করতেন না। সব সময়ে ভেবে নিতেন কী রকম সাজ করলে তাকে ঠিক সেই রকম নায়িকার মতো লাগবে। যদিও গিরিশ ঘোষ তাঁকে এব্যাপারে সুপরামর্শ দিতেন। গিরিশ ঘোষ এবং বিনোদিনী মিলে যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে তাদের একটি নিজস্ব রঙ্গমঞ্চ তৈরি করা উচিত। তার জন্য কোথায় অর্থ তা যখন পাওয়া যাচ্ছিল না তখন

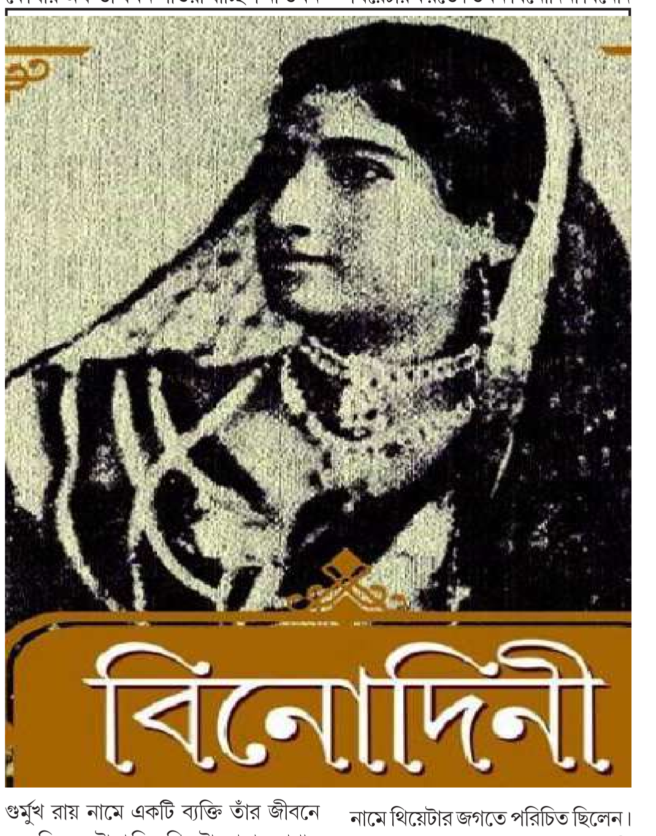


গুর্মুখ রায় নামে একটি ব্যক্তি তাঁর জীবনে এসেছিলেন। টাকা দিয়ে থিযেটার গড়ার আশ্বাস দিলেন গুর্মুখ। বিনিময়ে বিনোদিনীকে তার সঙ্গে থাকতে হবে। বিনোদিনী নিজে অনেক ভাবনা চিন্তা করেছিলেন। গিরিশ ঘোাষের নাটক দল তখন তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অপেক্ষা করে রয়েছে ইতিবাচক শব্দের। গিরিশ ঘোষের দিকে তাকিয়ে এবং তাঁকে বিশ্বাসস করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন গুর্মুখ রায়ের হাতে বন্দি হবেন। সেই সময়ে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন গুর্মুখ রায়। বিডন স্ট্রিটে জমি গ্রহণ করা হল। রঙ্গমঞ্চ তৈরি করতে উদ্যোগী হলেন বিনোদিনী । গুর্মুখ আশা দিয়েছিলেন রঙ্গমঞ্চের নামকরণ হবে বি-থিয়েটার। কিন্তু বেঁকে বসলেন গিরিশ ঘোষ থেকে শুরু করে আরও অনেকে। তার ফলে বি-থিয়েটার নাম গ্রহণ করা হল না। 'স্টার থিয়েটার' নামটাকে গ্রহণ করা হল। আজকে যে স্টার থিয়েচারটা দাঁড়িয়ে রয়েছে তাকে তৈরি করতে বিনোদিনী বহু রক্ত ঘামে পরিণত হয়েছিল। চোখ দিয়ে জলও ফেলতে হয়েছিল এই অভিনেত্রীকে। যাদের ওপরে বিশ্বাস করেছিলেন বা ভরসা করেছিলেন তাদের দ্বারাই তিনি প্রতারিত হতে শুরু করেন। গিরিশ ঘোষের কাছে মঞ্চে অভিনয় করে বড় অভিনেত্রী হতে পেরেছিলেন। কিন্তা তার বাইরে তিনি বারাঙ্গনা ছাড়া আর কিছুই নন। গিরিশ ঘোষও নারাজ হয়েছিলেন বিনোদের নাম থিয়েটার করতে। তখন বিনোদিনী বিনোদ নামে থিয়েটার জগতে পরিচিত ছিলেন। প্রবঞ্চনার শিকার হওয়ার ফলে বিনোদিনী দুই তিন মাস অভিনয় করা একেবারে বন্ধ করে দেন। কিন্তু বিনোদিনীর মতো মহিলা অভিনেত্রী পাওয়া তখন খুবই কঠিন ছিল। থিয়েচার প্রেমীরা থিয়েটার দেখতে আসতো বিনোদিনীর অভিনয় করছে জেনে। বিনোদিনীর অভিনয় করছেন শুনলে টিকিট পাওয়া দুস্কর হতো। বেশি টাকা দিয়েও টিকিট পাওয়া যেত না। আবার বহু সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে এক টাকা টিকিট দশ থেকে কুড়ি টাকায় বিক্রি হয়েছে। গিরিশ বিনোদিনীকে না পেয়ে হতাশ হয়ে পড়লেন। যোগ্য অভিনেত্রীর অভাব দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। গিরিশ অনেক বুঝিয়ে বিনোদিনীতে আবার অভিনয় জগতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। ১৮৮৩ সালের ২১ জুলাই স্টার থিয়েটারে উদ্বোধন নাটক হল 'দক্ষযজ্ঞ'। সতীর ভূমিকায় অভিনয় করে বিনোদ একেবারে মাত করে দিলেন। ১৮৮৩ সালের শেষ দিন পর্যন্ত গুর্মুখ স্টার থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 'নলদময়ন্তী'তে 'দময়ন্তী' এবং 'ধ্রুব' চরিত্রতে অভিনয় করে দিয়ে প্রমাণ করলেন যে দুটি পৌরাণিক চত্রিকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব। আবার দুর্যোগের ঘনঘটা। গুর্মখ পবিরারের চাপে পড়ে স্টারের স্বত্ব বিক্রি করে দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করে দিলেন। বিনোদকে অংশীদার করে নেওয়ার কথা সবাই ভাবতে শুরু কতরে সব উঠল সুশীল সমাজ থেকে। স্বত্ব গ্রহণ করাতে অস্বীকার করার ব্যাপারে রাজি করাতে এগিয়ে এলেন গিরিশ ঘোষ। গিরিশ ঘোষ এবারে বিনোদ এবং তাঁর মা স্বত্ব কিনতে মানা করলেন। স্টারের স্বত্বাধিকারী হলেন অমৃতলাল মিত্র, দাশু চরণ নিয়োগী, হরিপ্রসাদ বসু এবং অমৃতলাল বসু। ১৮৮৪ সালের ২ আগস্ট চৈতন্য লীলা অভিনয় হচ্ছে স্টার থিয়েচারে। সেই নাটক দেখতে সেই সময়ে স্টারের সমানে লোকের ভিড়। দক্ষিণেশ্বর থেকে নাটক দেখতে উপস্থিত হলেন রামকৃষ্ণদেব। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বিনোদিনীর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, '' আসল নকল এক দেখলাম।" নিমাই চরিত্রের ভাবতন্ময়তা বিনোদকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। স্টার থিয়েটারে গিরিশ ঘোষের 'বিল্বমঙ্গল' হচ্ছে। চিন্তামণি অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন বিনোদ। অনেক সময়ে স্টার থিয়েটার নির্মাণ তাঁর জীবন ত্যাগের কথা প্রকাশ্যে বলতেন। তার ফলে তাঁর সহকর্মীরা এটাকে ধৃষ্টতা বলে গ্রহণ করতো। গিরিশ ঘোষ এব্যাপারে একেবারে নিস্পৃহ ভাব দেখাতেন। বিনোদ এই অপমান কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। ১৮৮৭ সালে ১ জানুয়ারি থিয়েচার ছেড়ে দিলেন। তাঁকে সেই সময়ে থিয়েটার ভক্তরা নাম দিয়েছিল 'মুন অব দ্য স্টার' এবং 'ফ্লাওয়ার অব দ্য নেটিভ স্টেজ'। । এই সব সম্মানে ভূষিত যখন হয়েছিলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৩ বছর। তিনি সংসারী হতে চেয়েছিলেন। বহু পুরুষ এসেছে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে। কিন্তু তাঁর প্রকৃত ভালোবাসা গোপনে কেঁদে গিয়েছে। একটি কন্যা সন্তান এসেছিল। সে মরা যায় ১৯০৪ সালে। থিয়েটার থেকে বিদায় গ্রহণ করে তাঁর রক্ষক রাঙাবাবুর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি বিনোদিনীকে ছেড়ে চলে গেলেন ১৯১২ সালে। সেই সময় থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত কীভবে কেটেছে তা অবশ্য জানা যায় না। জানতে পারা গিয়েছিল যে পেশাকে বেশি ঘৃণা করতেন সেখানেই তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছিল। মাঝে স্টার থিযেটারে গিয়ে রাস্তার ধারে বসে পান বিক্রি করতেন বলে জানতে পারা যায়। একেবারে জীবন অচল হয়ে গেলে তাঁকে ভিক্ষা পর্যন্ত করতে হয়েছিল। তিনি ৮০টি নাটকে অভিনয় করেছেন এবং ৯০টি চরিত্রে অভিনয় করেছেন। আজকের যুগে থিয়েটারে এবং সিনেমায় অভিজাত সম্প্রদায় থেকে মহিলারা এসে উপস্থিত হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষিত মহিলারা এসে যোগ দিচ্ছে। এখন অভিনয় করে জাতীয় পুরস্কার লাভ করছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করতে শুরু করেছে। কিন্তু এই বাংলায় এক সময়ে অভিনয় করতে কোনও ভদ্র সমাজের লোকেরা এসে উপস্থিত হতো না। ভদ্র সমাজ অভিনয় দেখতো আনন্দ লাভ করতো। তারপরে তা নিয়ে দর্শকরা বেশি চর্চা করতো না। এখনকার যুগ হচ্ছে নাট্য চর্চার যুগ। নাট্য চর্চা না করতে পার লে উন্নত ধরনের নাটক তৈরি করা একেবারে মুশকিল। বাংলা নাটকরে প্রতিভার প্রকাশ স্বভাবজাত ছিল। তার জন্য কাউকে বেশি প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় হাতে থাকতো না। নটী বিনোদিনী যে নাট্য প্রতিভা অর্জন করেছিলেন তা নিয়ে নিজেই প্রতিভা বা দক্ষতার গুণে। তিনি স্বয়ং চরিত্র সম্পর্কে ভাবতেন। চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একেবারে মিশিয়ে ফেলতেন। কেউ তাঁর অভিনয় দেখে ভাবতো না যে তিনি একটি রক্ত মাংসের মানুষ।। চরিত্রের সঙ্গে এমনভাবে মিলে মিশে গিয়ে অভিনয়কে বাস্তবতার ভিত্তির ওপরে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার কৌশল রপ্ত করে নিয়েছিলেন যার ফলে বিনোদিনীকে সেই সময়ে খ্যাতি লাভ করেন। এই অভিনেত্রীর শেষ জীবনটা একাকীভাবে কেটেছিল। ১৯৪২ সালে তিনি পরলোকগমন করেছিলেন। জীবদ্দশায় তিনি সম্মানিত না হলেও বাংলার নাটক জগত আজকে তাঁকে স্মরণ রেখেছে এবং আজকে তাঁর নামে স্টার থিয়েটারে গ্যালারি থেকে শুরু করে স্মারক পুরস্কারের আয়োজন করেছে। প্রতি বছর একজন সেরা অভিনেত্রীকে সেই স্মারক সম্মান দেওয়া হয়ে থাকে। তথ্যসূত্র ঃ নটী বিনোদিনী ও বাংলার নাচ্যসমাজ, লেখক ঃ ডাক্তার অসীম কুমার সরকার, সূচনা প্রকাশনী)

# স্বাধীন বাংলাদেশ গড়া ও বাংলা ভাষা রক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের অবদান কম নয়

বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষায় পরিণত করার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। ১৯৫০ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাকে সেখানকার সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলিমরা বলতে শুরু করে দিয়েছিল। পাকিস্তান যখন ভাগ হয় তখন পশ্টিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তান তৈরি হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের বাসিন্দারা মতের মিল হতে পারছিল না। পশ্চিম পাকিস্তনের সংস্কৃতির সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি ইসলাম ধর্মের বাসিন্দাদের সঙ্গে কেনও রকম মিল খেতে পারছিল না। তার ফলে একটি দ্বন্ধ বরাবরই ছিল। সেই দ্বন্ধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল যখন পাকস্তান সরকার উর্দু ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। পূর্ব পাকিস্তান বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা বলে গ্রহণ করার কথা বলতে শুরু করে। এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা বাংলাকে প্রাধান্য দিতে হবে বলে রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল করেছিল। সেই থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান প্রশাসনের সঙ্গে মানসিক বিরোধ। পূর্ব পাকিস্তানকে জব্দ করতে অতিরিক্ত সেনা রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রশাসনিক কর্তারা। তখন কলকাতায় মুজিবুর রহমান ছাত্র। তিনি তখন পড়াশুনা করছেন। ছাত্র হয়েছেন কলকাতার মৌলানা আজাদ কলেজে। থাকতেন কলকাতার বেকার হোস্টেলে। সেখানে বাংলাদেশ থেকে পড়তে আসা ছাত্ররা বসবাস করতো। কলেজ রাজনীতির সঙ্গে শেখ মুজিবুর জড়িয়ে ছিলেন। কীভাবে রাজনীতি করতে হব তার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন এই কলকাতা থেকে। কলকাতার ছাত্র আন্দোলন তাঁর রাজনৈতিক জীবনের হাত খড়ি বলা যেতে পারে। বাংলাদেশে যখন ধিক ধিক করে আগুন জ্বলতে শুরু করে দিয়েছে পশ্চিমী শাসন কর্তাদের বিরুদ্ধে তখন শেখ মুজিবুর সেখানকার রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে কথা বলতেন সভা সমিতিতে যোগদান করতেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক চিন্তা কোন পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে জিয়েছে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তাও করতেন। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের সঙ্গে লাল বাহাদুরের প্রধানমন্ত্রী কালে একবার যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তান পরাজিত হয়েছে। তাসখন্দ চুক্তির ফলে ভারতরে পাক অধিকৃত জমি ফিরিয়ে দিতে হয়েছিল। নাহলে ভারত সরকারের ইচ্ছা ছিল কচ্ছ পর্যন্ত পাক জমি দখলে রাখার। পাকিস্তানের উচিত শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী। পাকিস্তান সেই পরাজয়ের গ্লানিকে ভুলতে পারেনি। পাকিস্তান সুযোগ গ্রহণ করা অপেক্ষা করতে থাকে। ইতিমধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষার ওপরে কোপ দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়ছিল পাক প্রশাসন। তাদের কাছে খবর ছিল পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙলিদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে দুই বাংলার সংস্কৃতি একই। চিন্তা এক এবং চালচলন একই। তার ফলে দুই বাংলা যে কোনও সময়ে এক হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে বিপদে ফেলতে পারে। এই আশঙ্কা করেই পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো এবং উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হলো।. এতদিন ধরে যেসব পশ্চিম পাকস্তান বিরোধী গুপ্তদলগুলি গোপনে পাকিস্তান বিরোধী সিদ্ধান্ত করার ব্যাপারে আলোচনা

করতো তারা প্রকাশ্য রাস্তায় এসে প্রতিবাদ করতে শুরু করলো। খুলনা, যশোর থেকে শুরু করে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের শাসন কর্তাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠতে শুরু করলো। রাস্তা অবরোধ থেকে শুরু করে বিমান বন্দর পর্যন্ত অকেজো করে দেওয়া হল যাতে করে কোনও বিমান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে উপস্থিত হতে না পারে। কারণ সেই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান প্রশাসন পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভকে সামাল দিতে অতিরিক্ত সেনা পাঠাতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের বহু বাঙলিরা পর্ব পাকিস্তানর বাঙালি সংস্থার সঙ্গে যোাগযোগ রাখতে শুরু করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে গুপ্ত বাঙালি সংগঠন গুলির সঙ্গে যোগ সূত্র তৈরি করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি যখন কলকাতার মৌলানা কলেজের ছাত্র ছিলেন তখন এই সব বাঙালি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের বর্বরোচিত অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলিমদের সাহায্য কররা প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিশাল বাঙালি সমাজ সেই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের পাশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন গোপনে। মুক্তি বাহিনী তৈরি করা থেকে শুরু করে গেপনে অস্ত্র দেওয়ার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি সমাজের কম অবদান ছিল না। বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতে হবে এইটাই ছিল সেই সময়ে মূল মন্ত্র। প্রয়োজন হলে বাংলা ভাষকে রক্ষা করতে একটি আলাদা রাষ্ট্র তৈরি করা কল্পনা করা হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের হাত থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করতে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। আর তাঁকে সহযোগিতা করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গে অসংখ্য জনগণ। খাদ্য, অস্ত্র এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিল পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দারা। ভারতের বিদেশমন্ত্রক তখন এটা পাকিস্তানের ঘরোয়া বা অভ্যন্তরীন ব্যাপার বলে ঘোষণা দিতে থাকে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার থেকে ক্রমশ বলা হতে থাকে যে পাকিস্তনের অভ্যন্তরীন রাজনীতিতে ভারত মাথা গালাতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান সেই সময়ে মার্কিন উস্কানিতে ভারত আক্রমণ করে বসে এবং ভারতকে রাশিয়া এ ব্যাপারে রাষ্টপুঞ্জে সমর্থন দিতে থাকে। যার ফলে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হলো এবং বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করলো। ১৯৭১ সালটা বাংলাদেশের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সাল। সেই বাংলা ভাষকে রক্ষা করতে একটি রাষ্ট্র তৈরি হয়ে গেল এই ধরনের ইতিহাস সারা বিশ্বে আর কোথাও নেই বলতে গেলে চলে। বাংলার দেশের নাগরিকেরা ভাষা রক্ষায় ব্রতী।

# আইপিএস'কে খলিস্তান বলায় বিপদে বিজেপি

অভিযোগ পশ্চিমবহেগ বিজেপি দলই তাদের নিজেদের াপয়ে নিয়েরাই কুড়ুল মারতে শুরু করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি দলের কোনও যোগ্য নেতা নেই যিনি দলকে পরিচালিত করতে পারেন সঠিকভাবে। বাংলার কর্তব্যরত একজন ম্লুআইপিএস অশিরাকরে খলিস্তান বলে বিজেপি এখন প্রবল ঝড়ের মুখে পড়ে গিয়েছে। তার হাত থেকে যে সহজেই রেহাই পারে না সেটা পরিস্কার। ইতিমধ্যে বিজেপি দলের সদর দফতরের সামনে বিক্ষোভসমাবেশ হতে দেকা গিয়েছে। সেখানে বিজেপি দলের নেতা এবং বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্যের বিরুদ্ধে সমাবেত হয়ে প্রতিবাদ করেছে। সন্দেশখালিতে বিরোধী দল নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি এই অপরাধে সেখানকার দায়িত্বে থাকা আইপিএস অফিসার জসপ্রীত সিংহকে উদ্দেশ্য করে খলিস্তান বলে অভিযোগ করছিলেন বিজেপি দলের নেতা শুভেন্দু অধিকারী। এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস এবারে বিজেপি বিরোধী আন্দোলনে নেমে পড়েছে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী মাতৃভষা দিবস উপলক্ষ্যে দেশপ্রিয় উদ্যানের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে একজন শিক অফিসার টিউটি করছিলেন, তাঁর পাকড়ি আছে বল খলিস্তান বল দেওয়া হবে। এত যে মুসলিম অফিসার রয়েছে তুমি পাকিস্তানি বলে দেবে। রাজ্যের শাসক দলের বিরদ্ধে পাল্টা মুখ খুলেছেন বিজেপি দলের কেন্দ্রীয় দফতর। বিজেপি দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিএল সন্তোষ বলেছেন অপনাদের মুখে পশ্চাদগামী মানসিকতার অভিযোগ মানায় না। যে দল ও তার নেতৃত্ব গোটা দুনীর্তিতে নিমজ্জিত সমাজের প্রতিটি অংশে রাজনীতিকরণ এবং দুর্বৃত্তায়ন করছে তাদের কোনও নৈতিক অধিকার নেই শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে কথা বলার। শুভেন্দু অধিকারী সন্দেশখালির অসহায় মহিলাদের লড়ছেন। এদিকে ডাক্তার শশী পাঁজা বলেছেন এক্স হ্যাণ্ডেলে জবা দিয়েছেন যে শুভেন্দু দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে কুৎসিত কথা বলেন। আদিবাসী নেত্রী বিরবাহা হাঁসদাকে জুতো নিচে রাখি বলেম, শিখ আইপিএসকে খলিস্তানি বলন, তাঁর হয়ে আপনি সাওয়াল করছেন। আপনার জাত বিদ্বেষী বন্ধুর মতো আপনার কোনও নৈতিক মানদণ্ড নেই। এদিকে শিখ সম্প্রদায়ের লোকজনরা এসে বিজেপি দলের সদর দপতরে সমানে বিক্ষোভ দেখায়। বিজেপি দলের নেতারা অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছে এ বিক্ষোভের পিছন তৃমূল কংগ্রেসের উস্কানি রয়েছে। বর্ধমান -দুর্গাপুরের বিজেপি দলের সাংসদ সুরেন্দ্র সিং আহলুওয়ালিয়া বলেছেন যে একমাত্র কোনও মুর্খ এমন কথা বলতে পারে। য়ে শিখদের ইতিহাস জানে ভারতবর্ষের ইতিহাস জানে সে কোনও দিন এমন কথা বলতে পারে না। আমাদের বিজপির কেউ করেনি করেও না আর করবেও না। কিন্তু যে কেউ হোক বা যে দলের হোক তার শিক্ষার প্রয়োজন। আহলুওয়ালিয়া বলেছেন যে ভিড়ের মধ্যে এমন কেউ তা বলেছে কিনা তা অবশ্য জানা যায়নি। আসলে এই ধরনের উস্কানি মূলক কথকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস জলকে ঘোলা করতে চেষ্গ্ন।টা করছে। সন্দেশখালি থকে দ,ঠি অন্য দিকে সরিয়ে দেওয়ার কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করেছে তৃণূল কংগ্রেস। আইপিএস অফিসারকে খলিস্তান বলায় কংগ্রেস এবং তৃণমূল ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছে. তারা কেই সুরে কথা বলছে এবং আইপিএস অফিসারকে খলিস্তান বলায় তীব্র নিন্দা করছে। লোকসভার নির্বাচনকে সামনে রেখে এই শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস শিখ সহানুভূতি আদায় করার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করতে শুরু করেছে বিজেপি দলের নেতারা মনে করে। বিজেপি দল বাংলার মহিলা ভোট পাওয়ার ব্যাপারে তৎপর হতে শুরু করেছে। সন্দেশখালিকে জাতীয় সমস্যা করা হচ্ছে।

# শুরু হয়েছে আম গাছ স্পে থেকে পরিচর্যা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ মালদা জেলার জগৎ বিখ্যাত আমের জন্য। ইতিমধ্যেই মুকুলের দেখা মিলেছে আমবাগান গুলিতে। শুরু হয়েছে আম গাছ স্পে থেকে পরিচর্যা। মূলতঃ ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই মালদার আমবাগান গুলিতে মুকুল ফিরতে শুরু করে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু গাছে মুকুলও আসতে শুরু করেছে। এই সময় গাছের পরিচর্যা করা অত্যন্ত জরুরী। মুকুল আসার ঠিক আগে আগে, গাছের সঠিক পরিচর্যা করলে ভালো মুকুল ফোটে। জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের কর্তারাও এখন কৃষকদের আমের গাছ পরিচর্যা করার পরামর্শ দিচ্ছেন। আম বাগান গুলিতে গাছের শাখা প্রশাখা ভালো করে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। এতে গাছের উপরে ধুলোবালি, পোকামাকড় সমস্ত কিছু পরিস্কার হয়ে যাবে। মুকুল ফিরতে অনেকটাই সুবিধা হবে। মুকুল ফোটার সময় কোনোরকম পোকামাকড়ের উপদ্রব হবে না কাছে। এই সময় প্রতিটি আমবাগানের গাছের গোড়া গোল করে খুঁড়ে দিতে হবে। নিয়মিত সেখানে জল দিতে হবে সঙ্গে জৈব সার দিলে খুব ভালো। জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের কর্তারা বলছেন, ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষ অথবা দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরু থেকেই মালদা জেলায় আমবাগান গুলিতে মুকুল ফিরতে শুরু করে। তাই এর আগে গাছের পরিচর্যা করা খুব জরুরী। মুকুল ফুটে গেলে অনেক সময় ম্যাংগো হপারের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। ম্যাংগো হপার এর উপদ্রব কমাতে কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে তাহলে গাছের মুকুল ভালো হবে আগামীতে ফলন ভালো হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। অন্যদিকে এবছর তুলনামূলকভাবে আমের মুকুল অনেকটাই কম। তাই এ বছর ফলন খুব একটা ভালো হবে না বলে আশা প্রকাশ করছেন আম ব্যবসায়ীরা।

# নিত্যানন্দ প্রভুর ৫৫১ তম জন্মোৎসবে ভক্ত সেবায় পাত পড়লো ২৫ হাজার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ পতিত- উদ্ধারকারী ভগবান, সমাজ সংস্কারের মূল পুরোধা, ভক্তজনের কাছে সঙ্কর্ষণ-হলধর-বলরাম রূপে পরিচিত নিতাইচাঁদ অর্থাৎ শ্রী চৈতন্যদেবের অভিন্ন দেহ শ্রী শ্রী নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ প্রভুর ৫৫১তম জন্মোৎসবে তাঁর জন্মস্থানে পাত পড়লো ২৫ হাজার ভক্তজনের। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু জন্ম স্থান তথা আঁতুড় ঘরে উপর তৈরি সূতিকা গৃহ দারুন ভাবে সাজিয়ে তোলা হয়। খেলনা, বেলুন, ফুল, মালা দিয়ে। ৮.৩০ টা নাগাদ তোড়জোড় সব সমাপ্ত করে শুরু হলো মহাভিষেক । জনাকীর্ণ নাটমন্দিরে শ্রীনামসংকীর্তন, ভক্তগণের মুহুর্মুহু হরিধ্বনি-জয়ধ্বনিতে আনন্দের বিথার তা যাইহোক, চরণামৃত গ্রহণ করতে না করতেই শুরু হল জন্মলীলা কীর্তন । মাথায় প্রসাদী বস্ত্রের শিরোপা, কপালে প্রসাদী চন্দন, গলায় মালা শোভিত সেবকগণের চপল করতাল আর ললিত কণ্ঠে শ্রীনাম হচ্ছেন। বেলা গড়াতেই শৃঙ্গার দর্শন দিলেন প্রভু । সামনে সাজানো অগণন পাতে অফুরান অভিষেক- ভোগ সামগ্রী । আরতির আলোয় উজ্জল প্রভুর বদন দেখে সেবকেরা শুরু করলো পুষ্পবৃষ্টি । দর্শন বন্ধ হল কারণ মধ্যাহ্ন ভোগের আয়োজন শুরু হয়। বীরভূম জেলার ছোট্ট গ্রাম বীরচন্দ্রপুর । প্রাচীন নাম একচক্রা । রাঢ় দেশের রুক্ষ প্রকৃতির মাঝেও শ্যামলিমায় মন্ডিত । এই গ্রামেই ৫৫১ বছর আগে জন্ম হয়েছিল এক শিশু সন্তানের । পিতা হারাই পন্ডিত, মাতা পদ্মাবতী গর্ভে অবতীর্ণ হন নিত্যানন্দ। আজ ছোট্ট গ্রামটিতে মেলার আবহ, অগণন মানুষের ঢলে গ্রাম্যপথে চলা দায়। বুধবার বিকেলে শ্রীশ্রীনামযজ্ঞের শুভ অধিবাস পর দিন বৃহস্পতিবার ভোর বেলা থেকে ভুবনমঙ্গল নামযজ্ঞ শুরু হয়। আজও সংরক্ষিত নিত্যানন্দের বংশানুক্রমিক বসতবাটি হাড়াই পন্ডিত ভবনে পৃথিবীর বহু প্রান্তের ভক্তরা উপস্থিত হয়েছেন সমাজ সংস্কারক নিত্যানন্দকে প্রণাম জানাতে। বীরভূমের বীরচন্দ্রপুরে নিত্যানন্দ জন্মস্থান আশ্রম নিতাই বাড়িতে ৫৫১তম জন্মোৎসবে পালিত হয় মহাসমারোহে। অমৃত অভিষেক, লীলা কীর্ত্তন, বস্ত্রদান, স্বাস্থ্য শিবির প্রভৃতি সেবামূলক কাজে অংশ নিল আশ্রম কর্তৃপক্ষ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে অগনিত বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ভক্ত গত কয়েকদিন থেকে আসতে শুরু করেন বীরচন্দ্রপুরে। নিতাই বাড়ি আশ্রম প্রাঙ্গনে এই রাজ্যের পাশাপাশি দেশ বিদেশের পর্যটকরাও ভিড় জমালো। সুদুর আমেরিকা থেকে এসেছেন আহফেরড যিনি বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহন করে এখন হরিদাস দাস। তিনি বলেন, প্রভু নিত্যানন্দের জন্মদিনে জন্মস্থানে উপস্থিত হতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে হচ্ছে। প্রবাসী ভারতীয় সনাতন ছাবড়া জানান, আশ্রম কর্তৃপক্ষ ২৫ হাজার মানুষের প্রসাদ বিতরণ করে বহু আর্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এছাড়াও প্রভুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে বস্ত্রদান, ফ্রি স্বাস্থ্য পরীক্ষা ব্যবস্থা করেছে। মঠের অধ্যক্ষ নরোত্তম দাস বলেন, পৃথিবীতে প্রভু নিত্যানন্দ জন্মভূমি একটি অবিকৃত স্থান। আজ নিতাই চাঁদের জন্ম স্থানে নিতাই চাঁদের জন্ম দিনে নিত্যানন্দ জন্ম মহোৎসবে সবার সেবায় নিয়োজিত আমরা।

# খড়িবাড়িতে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন সভাধিপতি অরুণ ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ খড়িবাড়ির প্রসাদু জোতে বাড়িতে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। প্রসঙ্গত, ভোররাতে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় বাড়ির সমস্ত ঘর সহ ১ লক্ষ টাকা ও একাধিক নথিপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আহত হন বাড়ির মালিক। খবর পেয়ে এদিন পরিবারটির সঙ্গে দেখা করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, সঙ্গে ছিলেন মহকুমা পরিষদের কর্মাদক্ষ কিশোরী মোহন সিংহ সহ অন্যান্যরা। মহকুমা পরিষদের তরফে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারটিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করার পাশাপাশি খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির তরফে খাদ্যসামগ্রীর ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন সভাধিপতি। উল্লেখ্য, এদিন ভোরে আনুমানিক দুটো নাগাদ খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন প্রসাদু জোতে মানিক বর্মনের বাড়িতে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। তবে প্রথম দিকে বুঝে উঠতে না পারলেও, পরে বাড়ির গবাদিপশুর আওয়াজ শুনে বাইরে বেরিয়ে আগুন দেখতে পান মানিক। এরপর মানিকের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। তবে আগুনের তীব্রতা জেরে ততক্ষনে বাড়ির ৪ টি ঘর সহ প্রায় ১ লক্ষ টাকা ও নথিপত্র পুরোপুরি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বাড়ির শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে জখম হন মানিক । বর্তমানে নকশালবাড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন । পরে ঘটনার খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে । তবে স্থানীয়দের অনুমান, সট সার্কিটের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। গোটা ঘটনার আতঙ্কে রয়েছেন স্থানীয়রা । অন্যদিকে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ।

# শিখদের খলিস্থানির প্রতিবাদে, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের মিছিল

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ শিখদের খালিস্থানি বলার প্রতিবাদে এদিন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ মিছিল। সম্প্রতি সন্দেশখালিতে বিজেপি কর্মীদের আটকানোর সময় পুলিশের সঙ্গে তাদের বচসা হয়। অভিযোগ সেই সময় ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ স্পেশাল সুপার জাসপ্রিত সিংকে খালিস্থানী বলে কটাক্ষ করেন বিজেপি কর্মীরা। অভিযোগের তীর রয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে । এইজন্য বেশ কয়েকদিন ধরেই চলছে বিভিন্ন প্রান্তে শিখ সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ, এদিন শিলিগুড়িতে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এদিন দুপুরে এই বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে এই বিক্ষোভ মিছিলের সূচনা হয়। উক্ত মিছিলে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব, দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কর্মীরা, শিখ সম্প্রদায়ের অনেকেই এই মিছিলে উপস্থিত হন। শিখ সম্প্রদায়কে খালিস্থানি বলার জন্য এই মিছিল থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়। শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে এই মিছিল শুরু হয় বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে।

# ছেলে ধরা সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গণপিটুনির ঘটনায় উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ ছেলে ধরা সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গণপিটুনির ঘটনায় তুমুল উত্তেজনা ছড়ালো মানিকচক থানার মথুরাপুর গোয়ালপাড়া এলাকায়। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশকে ব্যাপক লাঠিচার্জ করতে হয় বলে অভিযোগ। বুধবার রাতের এই ঘটনাকে ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোয়ালপাড়া এলাকায়। যদিও পরে মানিকচক থানার পুলিশ আধমরা অবস্থায় গণপিটুনির হাত থেকে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। তাকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করানো হয়েছে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন মথুরাপুর গোয়ালপাড়া এলাকায় সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল কয়েকজন ব্যক্তি। তাদেরকে কিছু মানুষ ধরে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। স্থানীয় গ্রামবাসীরা উত্তেজিত হতেই দুইজন পালিয়ে গেলেও একজন ধরা পড়ে যায়। এরপরই শুরু হয় গণধোলাই। কয়েকশো মানুষ ছেলে ধরা সন্দেহে ওই ব্যক্তিকে পেটাতে শুরু করে। যদিও কিছু মানুষ গণপিটুনির হাত থেকে অজ্ঞাত ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করলেও পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে ওঠে। পরে মানিকচক থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছায়। শুরু হয় লাঠিচার্জ । পুলিশের লাঠিচার্জের জেরে ছত্রভঙ্গ হয় উত্তেজিত জনতা। এরপরই ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# চুরি যাওয়া ১৬ টি সাইকেল উদ্ধার, গ্রেফতার ৫ জন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ চুরি যাওয়া বহুমূল্যবান ১৬ টি সাইকেল উদ্ধার করলো বাগডোগরা থানার পুলিশ। ঘটনায় গ্রেফতার ৫ জন। জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে বাগডোগরা থানা পুলিশের কাছে খবর আসে যে সিংহিঝোড়া এলাকায় ৫ যুবক ৫ টি দামী সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করছে। এরপরই অভিযান চালিয়ে সাইকেল সহ ওই পাঁচ যুবককে আটক করে পুলিশ। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেই কথায় অসঙ্গতি মেলে। এরপরই তাদের বাগডোগরা থানায় নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীতে ফের জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তারা জানায় যে বিভিন্ন জায়গা থেকে সাইকেলগুলি চুরি করেছে তারা। এরপরই গ্রেফতার করা হয় ৫ যুবককে। ধৃতদের নাম রনিত লোহার, রবি ওঁরাও, যুগল বরাইক, করণ লোহার ও বিশাত ওঁরাও। বাগডোগরার কমলপুর চা বাগান এলাকার বাসিন্দা তারা। পরবর্তীতে বাগডোগরার বিভিন্ন এলাকা থেকে আরও ১১ টি সাইকেল উদ্ধার করে পুলিশ। উদ্ধার হওয়া ১৬ টি সাইকেলের বাজারমূল্য প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বাগডোগরা সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে সাইকেল চুরি করে শিলিগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা এছাড়াও নেপালেও বিক্রি করতো ধৃতরা। অভিযুক্তদের আজ শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

# আধার কার্ড বাতিল হওয়ায় হতাশায় বৃদ্ধ

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ আধার কার্ড বাতিল হওয়ায় হতাশায় বৃদ্ধ। পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের নাদনঘাট থানার নসরতপুর পঞ্চায়েতের গৌরাঙ্গপাড়ায় হতদরিদ্র এক পরিবারের হাতে এলো আধার কার্ড বাতিলের চিঠি। হরিপদ দাস নামে ওই ব্যক্তির আধার কার্ড বাতিলের চিঠি এসেছে। তার বয়স আনুমানিক ৭৪ বছর। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি গুরুতর অসুস্থ। কাজ করার কোন ক্ষমতাই তার নেই। অপরদিকে তার ছেলেও অসুস্থ। সে মানসিকভাবে সুস্থ নয়। তারও চিকিৎসা চলছে। ২ জনের চিকিৎসার খরচ এবং সংসার চালানোর খরচ যোগাড় করতে হিমশিম খাচ্ছে এই পরিবার। তাদের নিজেদের জীবন ধারণের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করাই দুস্কর। দুজন সদস্য। তার মধ্যে পরিবারের প্রবীণ সদস্যর একজনের আধার কার্ড বাতিলের চিঠি আসায় পরিবারের লোকজনের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। আগামী দিনে তারা আরো অনেক বড় সমস্যার মধ্যে পড়তে পারেন বলে মনে করছেন পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের গৃহবধূ বলেন, আমার শ্বশুরমশাই হরিপদ দাস তিনি রেশন কার্ড থেকে বিনামূল্যে রেশনের সামগ্রী পেতেন এবং পেতেন বয়স্ক ভাতা। যা দিয়ে ওনার চিকিৎসা করাতে অনেকটাই সুবিধা হতো তাদের। কিন্তু বর্তমানে আধার কার্ড বাতিল হয়ে যাওয়ায় তারা আর সরকারি কোন সাহায্যই পাবে কিনা অন্ধকারে হতাশার মধ্য ভুগছে, তিনি আরো বলেন তাদের যেন সরকারি পরিষেবা গুলো বন্ধ করে দেওয়া না হয়।

# অর্ধনগ্ন অচৈতন্য মহিলা উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ অর্ধনগ্ন অচৈতন্য অবস্থায় এক মহিলাকে আমবাগান থেকে উদ্ধার করলো পুলিশ। বৃহস্পতিবার সাতসকালে এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ইংরেজবাজার থানার কোতুয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের আড়াপুরজোত এলাকায়। স্থানীয় গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে ওই টোটো চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। অচৈতন্য ওই মহিলাকে পরে পুলিশি সহযোগিতায় মালদা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই মহিলার নাম- পরিচয় জানা যায় নি । তবে তার আনুমানিক বয়স ৩০ থেকে ৩২ বছর। এদিন একটি টোটো করে আরাপুরজোত এলাকার নির্জন আমবাগানে ওই মহিলা এসেছিল। তাকে ওই টোটো চালক কি নিয়ে এসেছিল। যদিও ওই মহিলাটি নেশাগ্রস্থ অবস্থায় ছিল। শরীরের পোশাক প্রায় ছিলই না। ওই টোটো চালক আমবাগানে মহিলাটাকে ফেলে পালাবার চেষ্টা করে। আশেপাশের কিছু মানুষ বিষয়টি দেখতে পেয়ে টোটো চালককে ধাওয়া করলে, অভিযুক্ত সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পরে পুলিশ এসে মহিলাটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ।

# ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল মালদার এক পরিযায়ী শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল মালদার এক পরিযায়ী শ্রমিকের। পরিবার পরিজনের মধ্যে সীমাহীন দুঃখ নেমে এসেছে। বৃহস্পতিবার সকালে হবিবপুর থানার আইহো অঞ্চলের সোনার পাড়ায় মৃত্যদেহ আনতেই পরিবার সহ এলাকাবাসী মধ্যে নেমে আসে শোকের ছায়া। এই বিষয়ে আইহো অঞ্চলের উপপ্রধান দীপক সাহা জানান- সম্প্রতি, হায়দ্রাবাদে কোন এক জায়গায় কাজে গিয়ে মৃত্যু হয়। বিমল হালদার (৪৯)। পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ থাকায় ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে যায় সংসার চালাতে। জানতে পারা যায় হায়দ্রাবাদে কাজে গিয়ে তাকে মার্ডার করা হয়েছে, এমনই খবর পেয়ে উপপ্রধান হবিবপুর থানা আইসির সঙ্গে কথা বলেন এবং সব রকম সহযোগিতা করার জন্য জানিয়েছেন। হবিবপুর থানার আইসি, হায়দ্রাবাদের ওই এলাকার পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে মৃতদেহ ফেরানো হচ্ছে এছাড়াও এই মার্ডারের সঙ্গে কে বা কারা যুক্ত রয়েছে আইনত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জানানো হয়েছে। উপপ্রধান আরো জানান ওই পরিবারে তার দুটো ছেলে -মেয়ে রয়েছে এবার সংসার কিভাবে চলবে এই নিয়ে রাজ্য সরকারের যে পরিচয় শ্রমিকের যে দুই লক্ষ টাকা পাওয়ার কথা রয়েছে ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসনের কাছে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন উপপ্রধান। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম বিমল হালদার বয়স (৩৯)। বাবার নাম জগত হালদার বাড়ি- হবিবপুর থানা আইহো অঞ্চলের, সোনারপাড়া এলাকায়। হায়দ্রাবাদে কোন এক জায়গায় কাজে গিয়েছিল সেখানেই মার্ডার করা হয়েছে বলে অনুমান পরিবারের, এই নিয়ে প্রশাসনের তরফ থেকে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানা গেছে।

# বেহাল রাস্তার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ বেহাল রাস্তার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে গাজোল ব্লকের কচুয়া অধ্যুষিত আদিবাসী পাড়ার বাসিন্দারা এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। ভিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে গাজোল ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কচুয়া অধ্যুষিত আদিবাসী পাড়ার কয়েক কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনকেও অভিযোগ জানানো হয়েছিল। কিন্তু তারপরও কোন কাজ হয়নি । ফলে রাস্তার সংস্কারের দাবিতে এই বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় গ্রামবাসীরা। গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন জানিয়েছেন, পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিভিন্ন এলাকার রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। গ্রামবাসীদের দাবির কথা শুনেছি। খুব শীঘ্রই সমস্যার সমাধান করা হবে। গাজোলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন জানিয়েছেন, গ্রামবাসীদের দাবি সঠিক । ওই এলাকার রাস্তা দ্রুত যাতে সংস্কার করা হয়, সেই ব্যাপারেও প্রশাসনকে জানানো হয়েছে।

# ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ব্যক্তির

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। বৃহস্পতিবার সকালে মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে মালদার পুখুরিয়া থানার মাদিয়াঘাট এলাকায়। ঘটনার জেরে এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে ছিন্নভিন্ন দেহ উদ্ধার করে। অন্যদিকে পুলিশ ঘাতক গাড়িটিকে আটক করলেও চালক পলাতক। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মৃত ব্যক্তির নাম পাতানু শেখ (৭০)। মাদিয়াঘাট এলাকারই বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চায়ের দোকানে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে ট্রাকটি তাকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধ ব্যক্তির। ঘাতক ট্রাকটি মালদা শহরের দিক থেকে রতুয়ার দিকে যাচ্ছিল বলে জানা যাচ্ছে। ট্রাকটি আটক করে পুলিশ।

**ABRIDGED TENDER NOTICE**

NIT.NO.- 177/EO/HPS/2023-24 Memo No 132/EO/HPS Dated 22.02.2024 the Executive Officer, Haldia Panchayat Samity invites tender from qualified bidders OF 3 Nos works under Haldia Panchayat Samity from the fund of BEUP. Details may be accessed and dully responded through **http://www.wbtenders.gov.in** from **22.02.2024 at 16.00 Hours to 01.03.2024 at 16.00 Hours.**

Sd/- Executive Officer,
Haldia Panchayat Samity

**E-Tender Notice**

Application are invited from bonafied contractors/agencies vide NIT bearing memo nos are-130/RGP/24 ,dated-22/02/2024 of the undermentioned for"SINKING OF SUBMERSIBL PUMP" works under Rasapunja Gram Panchayat, TM Block., South 24 Parganas. Last Date of Bid Submission: 29/02/2024, 11:00 am, Date of Opening 02/03/2024, 11:00 am. For details, please see www.etender.com. And office Notice Board

**Sd/- Prodhan**
**Rasapunja Gram Panchayat**
**T/Maheshtala Dev. Block**
**South 24 Pargana**

**Namkhana Gram Panchayat**
**Shibnagar Abad, Namkhana**
**Mail-namkhanagp@gmail.com**

Office of the Namkhana Gram Panchayat, Namkhana, South 24 pgs, Online E- tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. NIT No: 09/NAMGP/24 & 10/NAMGP/24(2023-2024), dt: 20/02/2024(Fund-5 th SFC Tied & 15 th CFC Tie- Un-tied(23-24). Last Date of Bid Submission: 27/02/2024, 11:00 Hrs. Date of Opening: 29/02/2024, 11:00 Hrs. For details Pl. contact the Office of the Namkhana Gram Panchayat, South 24 PGS.or Visit: https://wbtenders.gov.in

**Sd/- Prodhan**
**Namkhana Gram Panchayat**

**JANAI GRAM PANCHAYAT**
**Vill-Janai PO-Janai Dist-Hooghly West Bengal**

E-Tender are invited by the Prodhan of Janai Gram Panchayat under Chanditala-II Dev block,janai ,Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work Sl no 1 :- 3 RD CALL NIT no-141/JGP dt 22.02.2024 Tenderid- 2024_ZPHD_659052_4 Publish Date- 13.02.2024 10.00 AM ; Name of The Work- Repair and Maintenance of Janai Bazar SN 6 UNDER JANAI GRAM PANCHAYAT ;Fund – 15TH FC UNTied ; Estimated Amount- Rs.323524.00 , Completion Time-15 days .Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:- 28.02.2024, 11.30 AM,DATE of opening technical & Financial BID 01.03.2024 11.00AM For details visit website https://wbtenders.gov.in

**পূর্ব রেলওয়ে**

**টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৪৫৪, তারিখ ২০.০২.২০২৪।** সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/টেলি/ টি/২৫/২৩-২৪/আরআরএসকে। স্থান সহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ-রানাঘাট শাখায় ত্রুটিযুক্ত ভূনিম্নস্থ বয়ংভাবে জীর্ণ ৬ কোয়াড কেবেল-এর প্রতিস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে টেলিকম কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৭৩,৯৩,৯৮৬.৩৬ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ২,৩৭,০০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৬ মাস। **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখ ঃ** ০৬.০৩.২০২৪। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ঃ** ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ২০.০৩.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **বিশদ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in**-এ। **প্রযুক্তিগত যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, তার আগের মাসের শেষ দিন থেকে বিগত ০৭ (সাত) বছরের মধ্যে টেন্ডারদাতাকে নিম্নলিখিত ধরনের কাজ(সমূহ) সফলভাবে বা অধিকাংশভাবে অবশ্যই সম্পন্ন করে থাকতে হবে। (i) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৩০ শতাংশ-এর চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত তিনটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (ii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৪০ শতাংশের চেয়ে কম নয় এরূপ মূল্যের অন্তত দুটি সমতুল ধরনের কাজ; অথবা (iii) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যের ৬০ শতাংশের চেয়ে কম নয়, এরূপ মূল্যের অন্তত একটি সমতুল ধরনের কাজ। **অর্থনৈতিক যোগ্যতা শর্তাবলি ঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার ভি/এন অথবা 'ভি'-এর মধ্যে যেটি কম তা হওয়া আবশ্যিক; যেখানে ভি = কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্য; এন = কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বছর সংখ্যা যার জন্য প্রস্তাব আহ্বান করা হয়েছে। অডিট করা ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্বের তিনটি আর্থিক বছরের "মোট চুক্তিভিত্তিক প্রদত্ত অর্থের" গড় হিসাব করে গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয় করা হবে। যদি, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট প্রস্তুত/অডিট করা না হয়ে থাকে তাহলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের অডিট করা ব্যালান্স শিটে প্রাপ্ত অঙ্ক সংখ্যা গড় চুক্তিভিত্তিক বার্ষিক আয় নির্ণয়ে ব্যবহার করা হবে। টেন্ডারদাতাগণকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসাপত্র প্রদত্ত হয়েছে এরূপ নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/ব্যালান্স শিটের সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর সমর্থন করা শংসাপত্র সেই সঙ্গে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার- VI বি অনুসারে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাদি (বর্তমান টেন্ডার নথির ফর্ম -৬) দাখিল করতে হবে। **অন্যান্য দাখিল যোগ্য নথিপত্রাদি ঃ** টেন্ডার নথিতে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে। **সমতুল ধরনের কাজ ঃ** এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে সমতুল ধরনের কাজ বলতে যেকোনো ধরনের সিগন্যাল বা টেলিকম কাজ যেখানে গর্ত খোঁড়া, সিগন্যালিং বা টেলিকম কেবেল পাতা এবং পরীক্ষা করা সংক্রান্ত কাজকে বোঝাবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতা টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতা শর্তাবলি পূরণে তাঁর দাবির স্বপক্ষে টেন্ডার প্রস্তাবের সঙ্গে নথিপত্রাদি দাখিল করবেন। নথির/শংসাপত্রের কপি-র প্রতি পৃষ্ঠায়, যা টেন্ডারদাতা তাঁর যোগ্যতার স্বপক্ষে দাখিল করবেন, টেন্ডারদাতা বা টেন্ডারদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বপ্রত্যয়িত বা ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্বপ্রত্যয়নে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প এবং তারিখ থাকতে হবে (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)। SDAH-385/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

**E-TENDER NOTICE**

Chairperson, Board of Councilors, Dankuni Municipality, invites Tender for Repairing of Cement Concrete Road & Sidewall in Ward No-02, Constriction of Cement Concrete Road & Surface Drain in Ward No-16, Construction of Pump Room in Ward No- 09 and Repairing of Upgari Daptar in Ward No- 16 under Dankuni Municipality for E-N.I.T No-WBMAD/DKM/CP/e-NIT-232, 233, 234 & 235/2023-24, Bid submission closing date (online) - 02/03/2024. Details may be seen from www.wbtenders.gov.in the official website of e-tender.

**Sd/- Chairperson**
**Dankuni Municipality**

**CHANDITALA GRAM PANCHAYAT**
**Vill-CHANDITALA PO-CHANDITALA Dist-Hooghly West Bengal**

E-Tender are invited by the Prodhan of CHANDITALA Gram Panchayat under Chanditala-II Dev block,CHANDITALA, Hooghly from reputed and resourceful contractors for the work: Si no 1:-NIT no-/JGP dt 19.02.2024 Tenderid- 2024_ZPHD_671167_1Publish Date- 21.02.2024 10.00 AM; Name of The Work- Construction of Pucca drain from Dharmaraj Mandir to Panchayet road at SN 11 UNDER CHANDITALA GRAM PANCHAYAT;Fund- 15TH FC Tied ;Estimated Amount- Rs. 199825.00 Completion Time-15 days . Late Time of Online Submission of technical & Financial BID upto:-27.02.2024, 11.30 AM, DATE of opening technical & Financial BID 29.02.2024 11.30AM For details visit website https://wbtenders.gov.in

**Makardah-II Gram Panchyat**
**Vill-Jotgiri, P.O.Lakshmanpur, Dist. Howrah, Pin-711114**
**Notice Inviting Tender**
**1215/NIT/SBM(G)LWM&15thCFC/MAK-II/23-24, Dt. 21.02.2024**

Sealed Tender is invited by the Pradhan, Makardah-II Gram Panchyat from bonafied, experienced and resourceful bidders for similar nature of works. Source of Fund: SBM(G)LWM & 15thCFC. Last date of submission of Tender paper up to 27.02.2024. Technical Bid Opening Date 29.02.2024. For details please visit website https://wbtender.gov.in

**Sd/- Pradhan**
**Makardah-II Gram Panchayat**

**নোটিশ**

নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে CIN: U51909PKA1957 নং অফিস সহ পাতালগঙ্গা ডিস্ট্রিবিউটর প্রাইভেট লিমিটেডকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি (NBFC) এর তারিখ B.০৫.০০১৪৮ নম্বর B.০৫.০০১৪৮ নম্বর। ১১, ১ম তলা, কমিসারিয়েট রোড, সিএমপি সেন্টার অ্যান্ড স্কুল, ব্যাঙ্গালোর, ব্যাঙ্গালোর উত্তর, কর্ণাটক, ভারত, ৫৬০০২৫ কোম্পানি হারিয়েছে।

এতদ্বারা জানানো হয় যে কোম্পানি বেঙ্গালুরু সিটি থানায় একটি প্রথম তথ্য প্রতিবেদন (এফআইআর) দায়ের করেছে, নং ০৭৮১৩৩৬ / ২০২৩ তারিখে ২৬ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে। যদি কোনও ব্যক্তি শংসাপত্রটি খুঁজে পান তবে তাকে নিবন্ধিত ঠিকানায় এটি সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত কোম্পানির বা নন-ব্যাঙ্কিং সুপারভিশন বিভাগ, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ৫ম তলা, ১৫ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১-এ পাঠাতে পারে।

বিজ্ঞপ্তিটি আরও দেওয়া হয়েছে যে সংস্থাটি NBFC লাইসেন্স বাতিলের জন্য আবেদন করেছে। নোটিশ আরও দেওয়া হল যে উপরের মতো NBFC লাইসেন্সের সাথে লেনদেন করা যে কোনও ব্যক্তি তার নিজের ঝুঁকিতে থাকবে, এবং এই জাতীয় কোনও পদক্ষেপ RBI বা কোম্পানিকে কোনও পরিণতির জন্য দায়ী করবে না।

নোটিশ আরও দেওয়া হয়েছে যে CoR-এর যে কোনও অপব্যবহার ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গুরুত্ব সহকারে দেখবে এবং অপরাধমূলক দায়বদ্ধতা আকর্ষণ করবে।

তারিখ ঃ ২৩।০২।২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা

পাতলাঙ্গা ডিস্ট্রিবিউটর প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে,
স্বা /-
কৌশিক সুন্দর রাজু
ডিরেক্টর - DIN 03214882

**OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT**
**VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH**
**(1) NIeT No. KGP/203/eNIT/23-24, Dated: 20/02/2024**

For and on behalf of the Kanduah Gram Panchayat, Pradhan invites tenders through E-tendering for total 13 (Thirteen). Document download/sale date from 23.02.2024 10:00 am to 02.03.2024 10:00 am. Bid submission end date up to 02.03.2024 10:00 am or as per tender portal. Bid Opening Date: 04.03.2024 at 10.00 AM or as per tender portal. For details please visit office of the undersigned or website https://wbtenders.gov.in.

**Sd/- Pradhan**
**Kanduah Gram Panchayat**

**Hooghly- Chinsurah Municipality**
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.:2680-2899/ 2319, Telefax.:2680-6092

**Notice for invitation Tender**
**Tender Notice No- 03/HCM/Eng/2024 Dated- 22 .02.2024**
**Memo No- 5524/HCM/Eng/A.S**

Sealed Tenders are invited from the experience and reliable contractors for the works Of Const. of surface drain in various wards under 15 th FC untied fund under available from Municipal office 23.02.2024 within 10.00 A.M upto 01.02.24 at 2.00 P.M. Purchase of Tender paper Dated 04.03.24 on 2 P.M & dropping date: 05.03.24 at 2.00 P.M. For details information please visit website-https:// wbtenders.gov.in

Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

**OFFICE OF THE SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT**
**ELIPUR , HARIPAL , HOOGHLY , PIN – 712706**
**NOTICE INVITING E-TENDER**
**MEMO NO: 54 & 55/SEGP/2024 Date:- 19/02/2024**

On behalf of Prodhan Sripatipur Elipur Gram Panchayat Office On line E-tender Invited from bonafide, resourceful, reputed and experience contractor in similar nature of work. The work(s) of (1) Const. of CC road for 11(Eleven) similar nature of works, (ii) Const. of Solid waste at two different places. Source of Fund: 15 th F.C. (Untied & Tied) & SBM (G). Sale start date: 19.02.2024 up to 26.02.2024. Last date of submission of bid: 26.02.2024. For details please visit office of the undersigned on any working days.

**Sd/- Prodhan**
**SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT**

**KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER**

**ABRIDGED NIT**

**The Executive Engineer (Civil), Br-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :

**(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/068/28/2023-2024/D**

Name of the Work : **Restoration of I.P. passage and footpath near 99 Bondel Road and other in Ward No. 68**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 1,39,170.27**. Earnest money : **Rs. 2,800.00**. Period of completion : **60 days.**

**(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-VIII/086/33/2023-2024/R**

Name of the Work : **Repairing of footpath & kerb, channel at 48/1A, 50/B Gariahat Road, 68/8, 68/6, 68/2B Purna Das Road, 220/2, 221 Panditya Road extn. etc. in Ward No. 86**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 3,35,305.60**. Earnest money : **Rs. 6,800.00**. Period of completion : **45 days.** Last date and time of submission of bid : **07.03.2024 at 12 noon. [For Sl. No. 1 & 2]**. Date and time of opening of tender : **11.03.2024 at 12 noon. [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **27.02.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2]**.

**The Executive Engineer (Civil), BOROUGH-IX, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work :

**NIT No.: KMC/IX/082/072/2023-2024/BUSTEE (2nd Call)**

Name of the Work : **Development of bustee latrine at 178, 166, 164, P. M. Roy Road and adjacent area in Ward No. 82**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 2,99,634.66**. Earnest money : **Rs. 6,000.00**. Period of completion : **60 days.** Last date and time of submission of bid : **07.03.2024 at 12 noon.** Tender will be opened on: **09.03.2024 at 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **27.02.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

**The Executive Engineer (Civil), BR-XIV, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work :

**NIT No.: KMC/XIV/121/035/23-24/D (1st Call)**

Name of the Work : **Restoration of concrete passage in thew bye lanes of P. B. Road near Premises No. 536/3, 26/3 & P-18 etc. in Ward No. 121**. Estimated Amount (Including GST & CESS) : **Rs. 4,24,812.65**. Earnest money : **Rs. 8,500.00**. Period of completion : **25 days.** Last date and time of submission of bid : **04.03.2024 (up to 5 p.m.).** Tender will be opened on : **06.03.2024 (5 p.m.).** The bid forms and other details are available on and from **23.02.2024 (from 5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** 1479/23-24

# বকশিত রেলওয়ে বিকশিত ভারত ২০৪৭ঃ চিত্রাঙ্কন ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করল পূর্ব রেল

কলকাতা ,২২ ফেব্রুয়ারী ঃ পরবর্তী প্রজন্মের কথা মাথায় রেখে থিম বিকশিত রেলওয়ে বিকশিত ভারত ২০৪৭ বাস্তবায়ন করতে ভারতীয় রেল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই ব্যাপারে স্কুল ছাত্র – ছাত্রীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতেই পূর্ব রেল বিকশিত রেলওয়ে বিকশিত ভারত ২০৪৭ থিমের উপর একটি চিত্রাঙ্কন ও প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ডাকে সাড়া দিয়ে গোটা দেশব্যাপী বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এই থিমের মূল উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি হাি।ও দূষণমুক্ত পরিবেশ ও সুশাসন। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা শুধুমাত্র যে তাদের ভাবনা, চিন্তাধারার সৃজনশীলতা দেখাতে পারবে তাই নয়, এরফলে ভারতীয় রেল তথা সমগ্র দেশ এক নূতন দিশা পেতে পারে।

পূর্ব রেলের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। এর মধ্যে রেল অনুমোদিত স্কুলগুলি ছাড়াও আরও বিভিন্ন স্কুল যেমন কল্যাণী সেন্ট্রাল মডেল স্কুল , কিশোর ভারতী হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, নর্থ পয়েন্ট ডে স্কুল, জুলিয়েন ডে স্কুল, গঙ্গানগর, পয়গাছি প্রাইমারি স্কুল, সোমরা বাজার , সোমরা বাজার বেহুলা নাট্যগ। হাই স্কুল, জিরাট কলোনী হাই স্কুল, বলাগ। বারুজীবী কলোনী জি এস এক্টিভ স্কুল, জিরাট আশুতোষ নগর জি এস এস পি স্কুল, সান সাইন স্কুল অফ সাইথিয়া, যোগেশ্বর দত্ত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় , ,সাইথিয়া, আনন্দ মার্গ প্রাইমারি স্কুল, সাইথিয়া, স্বামীজী বিদ্যামন্দির প্রাইমারি স্কুল, খাগ।ঘাট রোড, রানী নানাগোর জুনিয়র হাই স্কুল, খাগ।ঘাট রোড, বিদ্যাসাগর প্রাইমারি স্কুল, ডানকুনি, মডেল কিন্ডারগার্টেন, বালি, লিটল বার্ডস স্কুল, বালি, চাহালকপাড়া পূর্ব পল্লী সমাজ হাই স্কুল, লিলুয়া অংশগ্রহণ করে। এই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতীয় রেল তথা ভারত কে কিভাবে আরও বিকশিত করা যায় সেই ভাবনা তাদের রচনা ও চিত্রের মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে। তাদের মধ্যে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়, তা এক কথায় অভূতপূর্ব। শ্রী কৌশিক মিত্র, মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বলেন, এই প্রতিযোগিতাকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য পূর্ব রেল অংশগ্রহণকারী ছাত্র ছাত্রী, স্কুল কর্তৃপক্ষকে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কৃতজ্ঞতা জানায়। এই উদ্যোগ বিকশিত ভারত ২০৪৭ এর লক্ষ্য কে পূরণ করবে এবং সর্বোপরি যুবদের উৎসাহিত করে দেশের ভবিষ্য গঠনেও পরোক্ষভাবে সাহায্য করে।

# জম্মুতে দক্ষতার সঙ্গে ভূমিধসে আটক ব্যক্তিদের উদ্ধার ভারতীয় সেনার

জম্মু, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় মহাসড়কের বানিহাল এলাকায় ভূমিধস এবং পাথর পড়ে আটকে পড়েছিলেন রাজস্থান ল কলেজের অনেক ছাত্র ও কর্মচারী। ভারতীয় সেনা বাহিনী বৃহস্পতিবার তাঁদের নিরাপদে উদ্ধার করেছে। বৃহস্পতিবার একজন আধিকারিক জানিয়েছেন, ২১ ফেব্রুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরে খারাপ আবহাওয়ার দরুণ ভারী তুষারপাত এবং ভূমিধসের কারণে রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরফলে মহাসড়কে আটকে পড়েন বহু যাত্রী। এর মধ্যে রাজস্থানের উদয়পুরের মোহন লাল সুখাদিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের ৭ জন কর্মী এবং ৭৪ জন ছাত্রও ছিলেন। সেনা আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, সেনা কর্মীরা প্রকৃত সেবা এবং সাহস দেখিয়ে উদয়পুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের আতঙ্কিত ছাত্র এবং অন্যান্য কর্মচারীদের উদ্ধার করেছে। আর্মি ক্যাম্প বানিহাল তাঁদের সবাইকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছে। সেনারা আটকে পড়া কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা সহায়তা, খাদ্য, আশ্রয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করেছিল। আইন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ কল্পেশ নিকওয়াত ভারতীয় জওয়ানদের কঠোর পরিশ্রম ও সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি দেশ এবং দেশের নাগরিকদের সেবা করার প্রতি তাঁদের অটল উৎসর্গের প্রশংসা করেন।

# গুলমার্গের উঁচু পাহাড়ে তুষারধস, মৃত্যু এক বিদেশি পর্যটকের

শ্রীনগর, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ আশঙ্কাই সত্যি হল, তুষারধসের ঘটনা ঘটল জম্মু ও কাশ্মীরের গুলমার্গে। বৃহস্পতিবার দুপুরে গুলমার্গের উঁচু পাহাড়ে তুষারধস নামে। বরফের নীচে চাপা পড়ে যান ৩ জন বিদেশি পর্যটক, তাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে, একজন নিখোঁজ ও একজন আহত হয়েছেন। বিগত বেশ কিছু দিন ধরে লাগাতার তুষারপাত হয়েছে গুলমার্গে, চারিদিক বরফের চাদরে ঢাকা প।ছে। আশঙ্কাই ছিল, আর বৃহস্পতিবার দুপুর দু’’টো নাগাদ তুষারধস নামে গুলমার্গে। এই ঘটনায় একজন বিদেশি পর্যটকের মৃত্যু হয়েছে। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, উদ্ধার অভিযান চলছে।

মাননীয় সাংসদ শ্রী জগদম্বিকা পাল ডুমারিয়াগঞ্জ সংসদীয় আসনের রেলওয়ে সম্পর্কিত দাবী সংক্রান্ত স্মারকলিপি হস্তান্তর করছেন মহাব্যবস্থাপক, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, শ্রীমতি সৌম্য মাথুর।

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় মাননীয় রিটার্নিং অফিসার কাম প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সুকুমার রায় কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিচ্ছেন রাজ্যসভায় তৃণমূলের মনোনীত চার জন সদস্য যথাক্রমে মমতা ঠাকুর, সাগরিকা ঘোষ সুস্মিতা দেব ও মোহাম্মদ নাদিমুল হক । ছবি সুবল সাহা ।

# নিখোঁজ গৃহবধূ ফিরলেন বাপের বাড়ি, স্বামী ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে নির্যাতনের মামলা রুজু

বিশালগ। (ত্রিপুরা), ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ নিখোঁজ হয়ে যাওয়া গৃহবধূ ফিরে এসে স্বামী ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের মামলা দায়ের করলেন থানায। গত শনিবার প্রিয়া সরকার নামের এক তরুণী গৃহবধূ সেকেরকোট পাণ্ডবপুর সন্ন্যাসীপাড়াস্থিত স্বামীর বাড়ি থেকে আচমকা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। পরে স্বামী ও বাবার বাড়ির পক্ষ থেকে আমতলি থানায় নিখোঁজ ডায়েরিও করা হয়েছিল। সংবাদ মাধ্যমে সেই নিখোঁজ সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল। গৃহবধু প্রিয়া সরকার ওই সংবাদ দেখতে পেয়ে তার বাবার বাড়িতে ফিরে স্বামী অভিজি দাস এবং শাশুড়ি কমলা দাসের বিরুদ্ধে আমতলি থানায় নির্যাতনের অভিযোগ তুলে লিখিতভাবে এফআইআর দায়ের করেন।

ওই গৃহবধুর অভিযোগ, ২০২০ সালে সেকেরকোট পাণ্ডবপুর সন্ন্যাসীপাড়ার অভিজি দাসের সাথে সামাজিকভাবে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। বিয়ের পর থেকেই স্বামী অভিজি দাস এবং শাশুড়ি কমলা দাস বাবার বাড়ি থেকে টাকা এবং সোনার গয়না আনার জন্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করত। স্বামী ও শাশুড়ির

নির্যাতন মুখবুজে সহ্য করেছেন, কোনওদিন প্রতিবাদ করেননি। দিনের পর দিন তার ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বাড়তেই থাকে। এরই মধ্যে গত শনিবার গৃহবধূ প্রিয়া সরকারকে তার স্বামী ও শাশুড়ি পুনরায় নির্যাতন শুরু করেন, এমন-কি মেরে ফেলারও হুমকি দেন। পরে নিজের প্রাণ বাঁচাতে তিনি স্বামীর বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। খবরের জেরে গৃহবধূ প্রিয়া সরকার তাঁর বাবার বাড়িতে ফিরে এসে স্বামী অভিজি দাস এবং শাশুড়ি কমলা দাসের বিরুদ্ধে আমতলি থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ নির্যাতিতা গৃহবধূকে আশ্বাস দিয়েছে, আইন অনুসারে স্বামী ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এদিকে নির্যাতিতা গৃহবধূ স্বামী ও শাশুড়ির কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর স্বামী ও শাশুড়িকে এমন শাস্তি দেওয়া হোক যাতে তার মতো আর কোনও গৃহবধূকে এভাবে নির্যাতিতা না হতে হয়।

# দুদিনের সফরে শুক্রবার করিমগঞ্জ আসছেন রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ দুদিনের সফরে আগামীকাল শুক্রবার করিমগঞ্জ আসছেন রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়া। সরকারি সূত্রে এ খবর জানিয়ে বলা হয়েছে, আগামীকাল বিকালে করিমগঞ্জ আসবেন রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়া। রাত কাটাবেন সার্কিট হাউসে। পরের দিন শনিবার সকাল ৯.৩০ মিনিটে করিমগঞ্জ জেলা আযুক্ত কার্যালযের সভাকক্ষে জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং সুরক্ষা সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করবেন রাজ্যপাল। পাশাপাশি ওই একই স্থানে সরকারি উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ও বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতির খোঁজ নিতে জেলার বিভাগীয় প্রধানদের সাথে বৈঠকে মিলিত হবেন তিনি।তারপর রাজ্যপাল করিমগঞ্জ জেলার নিরালায় অবস্থিত বরাক ভ্যালি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পরিদর্শন করবেন। সেখান থেকে ওইদিনই তিনি আলেখারগুলস্থিত ইন্টেগ্রেটেড ফার্মিং গ্রুপের সাথে মিলিত হবেন। এই অনুষ্ঠান শেষে রাজ্যপাল কাটারিয়া শিলচরের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

# কুমারী সানু মগের চিকিৎসায় মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে এক লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা

আগরতলা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ বহিঃ রাজ্যে উন্নত চিকিৎসার জন্য দুর্ঘটনায় আহত সানু মগের পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে এক লক্ষ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা আজ এই মঞ্জুরি দিয়েছেন। তথ্য দপ্তর থেকে এ খবর জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমার গাবুরছড়ার বাসিন্দা কুমারী সানু মগ গত ১৪ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সড়কে এক যান দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়। ১৮ বছরের সানু মগকে চিকিৎসার জন্য আগরতলায় সরকারি মেডিক্লযা কলেজ এবং জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। বর্তমানে এই হাসপাতালেই সে চিকিৎসাধীন। ডাক্তাররা উন্নত চিকিৎসার জন্য সানু মগকে নয়াদিল্লির অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সে পাঠানোর পরামর্শ দিয়েছেন। বহিঃরাজ্যে চিকিৎসার জন্য আর্থিক দিক দিয়ে অস্বচ্ছল এই পরিবারের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আর্থিক সাহায্য চেয়ে আবেদন জানানো হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে কুমারী সানু মগের চিকিৎসার জন্য এক লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করেন। আজই চিকিৎসাধীন সানু মগের পরিবারের হাতে এই অর্থ তুলে দেওয়া হয়েছে।

## ১৭৪ শিশি ফেনসিডাইল সহ অটো বাজেয়াপ্ত

বক্সনগর, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ বিএসএফ এবং যাত্রাপুর থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযানে নেমে একটি অটো গাড়ি থেকে ১৭৪ শিশি ফেনসিডাইল উদ্ধার করেছে। তবে অটোচালক বা অন্য কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়। সিপাহিজলা জেলার যাত্রাপুর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, নির্ভযপুর সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাচার করার উদ্দেশ্যে একটি অটো রিকশায় নেশা সামগ্রী নিয়ে লালটিলা গ্রাম হয়ে যাচ্ছিল পশ্চিম দিকে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা সিগনাল দিলেই উল্টো পথে গাড়িটি মহেশপুর গ্রামের পূর্ব দিকে আসছিল।

# সামনের পথ কঠিন, তবে পাকিস্তানের জোট সরকার তা সামলে নেবেঃ শাহবাজ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ পাকিস্তানের পরবর্তী সরকারের জন্য যাত্রাপথটি সহজ হবে না বলে মনে করেন পাকিস্তান মুসলিম লিগ-নওয়াজ (পিএমএল-এন) দলের সভাপতি শাহবাজ শরিফ। তিনি বলেছেন, নতুন সরকারকে সামনে অনেক সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হবে। তবে তাঁর বিশ্বাস, নতুন করে দায়িত্ব নিতে যাওয়া জোট সরকারের দলগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে এসব প্রতিবন্ধকতা জয় করতে পারবে।পাকিস্তানে জোট সরকার গঠনে পিএমএল-এন এবং পিপিপির (পাকিস্তান পিপলস পার্টি) মধ্যে সমঝোতা হওয়ার পর ইসলামাবাদে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে শাহবাজ এসব কথা বলেন।পাকিস্তানে ৮ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সরকার গঠনের ব্যাপারে দলগুলোর মধ্যে কয়েক দিন ধরে দর-কষাকষি চলছিল। অবশেষে গতকাল স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ১১টার পর ইসলামাবাদে পিএমএল-এন ও পিপিপির এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, সরকার গঠনে দলগুলো একমত হয়েছে। নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হবেন পিএমএল-এন নেতা শাহবাজ শরিফ। আর প্রেসিডেন্ট হবেন পিপিপির কো-চেয়ারম্যান আসিফ আলী জারদারি।সংবাদ সম্মেলনে শাহবাজ বলেন, পাকিস্তানে পরবর্তী জোট সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসন তাঁরা পিপিপি থেকে পাচ্ছেন। আলোচনার মধ্য দিয়ে ইতিবাচক সমাধানে পৌঁছাতে পারায় পিপিপি এবং এবং পিএমএল-এন নেতাদের ধন্যবাদ জানান তিনি।মুত্তাহিদা কওমি মুভমেন্ট-পাকিস্তান এবং পাকিস্তান মুসলিম লিগ-কয়েদের মতো জোটের অন্য দলগুলোকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন শাহবাজ।এদিকে বাবা আসিফ আলী জারদারিকে পাকিস্তানের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে সমর্থন দেওয়ায় পিএমএল-এন দলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি। বিলাওয়াল বলেন, পিপিপি ও পিএমএল-এনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদগুলো ভাগাভাগির বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।

# গন্ডাছড়ায় ভিডিপি কমিটির সাধারণ সভায় বন ও পাখি সংরক্ষণে গুরুত্ব আরোপ

গন্ডাছড়া (ত্রিপুরা), ২১ ফেব্রুয়ারি ঃ দীর্ঘদিন পর একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান উপভোগ করলেন ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমার ভগীরথপাড়ার মানুষ। নাচলেন গাইলেন প্রত্যন্ত ভগীরথপাড়ার জনজাতি অংশের যুবতীরা। খুশি সাধারণ মানুষ। গোমতি ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুয়ারির গন্ডাছড়া মহকুমার বন দপ্তরের অন্তর্গত হাতিরমাথা বিট অফিসের ইনচার্জ তথা বন কর্মকর্তা টুটন দেবের উদ্যোগে ভগীরথপাড়ার হাতিরমাথার কমিউনিটি হল-এ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়েছে ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং (ভিডিপি) কমিটির প্রথম সাধারণ সভা। উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ডেন অফিসার গৌতম দেবনর্ম, হাতিরমাথা বিট অফিসার টুটন দেব, পেট্রল ইনচার্জ নবেন্দু ভট্টাচার্য সহ অন্য অফিসাররা। মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ওয়ার্ডেন অফিসার গৌতম দেববর্মা। স্বাগত ভাষণ রাখেন বিট অফিসার টুটন দেব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের করতালিতে ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং কমিটিকে সমর্থন জানান ভগীরথপা।ার মানুষজন। বন এবং পাখিকে রক্ষা করার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বক্তারা। প্রধান অতিথির ভাষণে গৌতম দেববর্মা বলেন, বন ও পাখিকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনাদের। হাতিরমাথা বিট অফিসের সমস্ত কর্মীকে সাহায্য করতে হবে আপনাদের। আপনারা সাহায্য করলেই বনকর্মী সহ ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং কমিটির সমস্ত সহযোগিতা আপনাদের পাশে থাকবে।

# চন্দননগর ভাষা দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, ২২ ফেব্রুয়ারি ঃ ১৯৫২ সালে মাতৃভাষার জন্য তকালীন পূর্ববঙ্গের বেশ কয়েকজন যুবক শহীদ হন একুশে ফেব্রুয়ারি আজকের এই দিনে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে চন্দননগর ঐতিহ্যমন্ডি তো স্ট্যান্ডে শহীদ ভাষা দিবস স্থানে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজেপি হুগলির সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। তিনি বলেন, যে ভাষায় কথা বলি সেই ভাষা শ্রেষ্ঠ ভাষা। তাই সমস্ত সরকারি কাজে এই ভাষা ব্যবহার হওয়া উচিত। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির নেতা সুবীর নাগ বাবলা সমাদ্দার চন্দননগর মন্ডল সভাপতি গোপাল চৌবে এবং মহিলা মোর্চার প্রেসিডেন্ট পিয়া পাত্র।

# ডন ৩-এ রণবীর সিং-র বিপরীতে অভিনেত্রী কিয়ারা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক ঃ ডন ৩ নিয়ে বিটাউনের অন্দরে কানাঘুষোটা অনেকদিনের। ফারহান আখতারের নির্দেশনায় ডম ৩ তৈরি হবে সেই খবর নিজেই দিয়েছিলেন পরিচালক। প্রথম দুই পর্বে 'ডন' শাহরুখ খানকে দেখে তৃতীয় ভাগ নিয়েও কিং খানের ভক্তদের মধ্যে একটা উন্মাদনা ছিল। ফারহান আখতার পরিচালিত ডন ৩ নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে। শাহরুখ খানের বদলে রণবীর সিংকে নেওয়া নিয়ে সমালোচনার শেষ নেই। দর্শকেরা অমিতাভ ও শাহরুখ ছাড়া 'ডন' হিসেবে অন্য কাউকে দেখতে নারাজ। এইসবের মাঝেই ঘোষণা করা হল রণবীরের নায়িকার নাম। জানা গেল, কিয়ারা আদবাণী থাকবেন ডন ৩-তে। ফারহান আখতার প্রথমের দিকে এই বিষয়টি নিয়ে 'ক্রমশ প্রকাশ্য' ভাব রেখে রহস্য বজায় রেখেছিলেন। এবার অফিসিয়ালি সোশ্যাল মিডিয়ায় খবরটি প্রকাশ্যে আনা হল। কিয়ারা ও রণবীরকে এর আগে কখনও জুটি বাঁধতে দেখা যায়নি। তাই ওঁদের দুজনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। কিয়ারাকে সবাই রম-কম অর্থাৎ রোম্যান্টিক কমেডি ছবির জন্যই চেনেন। এই প্রথম ওঁকে এরকম অ্যাকশন ছবিতে দেখা যাবে। শুধু 'ডন ৩' না 'ওয়ার ২'-তেও অভিনেত্রীর দেখা মিলবে। এই দিন ফারহান আখতারের অফিস থেকে বেরোতে দেখা গেছে অভিনেত্রীকে। তারপরেই বোঝা যায় যে ওঁকেই 'রোমা'-র চরিত্রের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। তারপরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় খবরটি জানানো হয়।এর আগে ডনে 'রোমা'-র চরিত্রে অমিতাভের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল জিনাত আমনকে। তারপর শাহরুখের বিপরীতে দেখা যায় প্রিয়াঙ্কা চোপড়াকে। দুজনের চরিত্রটি দর্শকদের মনে যে ছাপ ফেলে গেছে, সেটা কিয়ারা পূরণ করতে পারে কিনা সময় বলবে।


**Name Change**

I FAKRUDDIN ALI HUSAIN SALEH, S/O LATE ALI HUSAIN SALEH, R/O 7/1, MAHENDRA ROY LANE, PO GOBINDA KHATICK ROAD, PS TOPSIA, KOLKATA -700046, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FAKHRUDDIN SALEH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/02/2024, THAT FAKRUDDIN ALI HUSAIN SALEH AND FAKHRUDDIN SALEH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I , SK KABIR @ SEIKH KABIR AHAMMAD S/O- IUNUS SEKH resident of vill- Keja, P.O.- Amadpur, P.S.- Memari, Dist-Purba Bardhaman, W.B.-713154, have changed my name and shall henceforth be known as 'KABIRAA AHAMMAD SEKH' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 21/02/2024. That SK Kabir @ Seikh Kabir Ahammad And Kabiraaahammad Sekh all are same and one identical person.

**Name Change**

I SHAMIMA KHATOON, D/O MOHAMMED ZARIF, R/O 5, MARQUIS LANE, PO-PARK STREET, PS-NEW MARKET, KOLKATA,PIN-700016, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMIMA KHATOON, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/02/2024, THAT SHAMIMA KHATOON AND SAMIMA KHATOON ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I , SK Harun Rasid @ Harun Rasid Sekh S/O-SK Absar Ali @ Sekh Absar Ali resident of vill- Keshabpur, P.O.- Shankari, P.S.- Khandaghosh, Dist-Purba Bardhaman, W.B.-713424, have changed my name and shall henceforth be known as 'SEKH HARUN RASID' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 21/02/2024. That SK Harun Rasid, Harun Rasid Sekh and Sekh Harun Rasid all are same and one identical person.

**Name Change**

I,ARUN KUMAR ARORA, SON OF MADAN LAL ARORA, RESIDING AT 1/1 BLOCK-F,BANGUR A ENUE, BIDHANNAGAR, NORTH 24 PARGANAS - 700055, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARUN ARORA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/02/2024.THAT ARUN KUMAR ARORA AND ARUN ARORA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I, Safikul Islam Biswas S/o Anchhar Biswas R/o Vill. - Chapra B.D.O Office Academy Para, P.O.- Bangaljhi, P.S.- Chapra, District. – Nadia, Pin-741123 shall henceforth be known as Safikul Biswas. I declare that Safikul Biswas and Safikul Islam Biswas is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 22-02-2024.

**Name Change**

I BHAJAN KRISHNA DAS, RESIDING AT VILL - GOPINATHPUR ,PO - GHONZA, SOUTH 24 PARGANAS - 743249, WEST BENGAL.THAT MY FATHER SHAILESH DAS SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAILESH CHANDRA DAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/02/2024.THAT SHAILESH DAS AND SAILESH CHANDRA DAS BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

**Name Change**

I , Sourab Choudhary S/O- Hiraman Choudhary resident of Idilpur, P.O.- Kanchannagar, P.S.-Burdwan, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713103, have changed my name and shall henceforth be known as 'SOURAV CHOUDHARY' vide an affidavit before the Executive Magistrate, Purba Bardhaman on 20/02/2024. That Sourab Choudhary and Sourav Choudhary both are same and one identical person.

**Name Change**

I AASURA BIBI, W/O AMIR ALI MOLLA, R/O T- 476/3, PANCH PARA LANE, PO BARTALA, PS RAJABAGAN, KOLKATA -700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASURA BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/02/2024, THAT AASURA BIBI AND ASURA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I, P N Jaiswal (old name) S/O Late Suddhu Ram Shaw, Presently residing at 123/2/H – 79/1 A.P.C Road, Beadon Street, P.S.- Burtala, Kolkata - 700006, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Paras Nath Shaw ( new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 22/02/2024. Paras Nath Shaw (new name) and P N Jaiswal (old name) both are same identical person.

**Name Change**

I, Ankita Iyer (old name) D/O Dinesh Chandra Joshi @ Dinesh Joshi, residing at 40/2, Sadak Para 2, Tokapal, Panchayat Parpa, District- Bastar, Jagdalpur, Chhattisgarh, Pin- 494442, Post Office- Tokapal Rajoor and Police Station- Parpa, have changed my name and shall henceforth be known as Ankita Das Joshi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit no. 26 Dated 21/02/2024. Ankita Iyer (old name) and Ankita Das Joshi (new name) both are same and identical person.

**Name Change**

I SARDAR HARDAT SINGH, C/O LATE SARDAR UJAGAR SING, R/O 18/62, DOVER LANE, KOLKATA - 700029, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HARDAT SINGH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/02/2024, THAT SARDAR HARDAT SINGH AND HARDAT SINGH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I, Bibi Kaushar Jahan (old name) W/O Golam Mustafa, Residing at 18F, Topsia Road, Kolkata- 700039, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Kauser Jahan ( new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 22/02/2024. Kauser Jahan (new name) and Bibi Kaushar Jahan (old name) both are same identical person.

**Name Change**

I, Enamul Mondal S/o Enat Ali Mondal R/o Vill & P.O.- Sulka Durgapur, P.S.- Gopalnagar, Dist.- 24 Pgs (N), Pin-743701 shall henceforth be known as Enamul Haque Mondal. I declare that Enamul Haque Mondal and Enamul Mondal is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 22-02-2024.

**Name Change**

I MA HOSSENERA BEGAM, D/O ABDUL GAFFAR MONDAL, W/O SK NAZRUL ISLAM, R/O NAWABPUR MADHYAPARA, NAWABPUR, PS-CHANDITALA, HOOGHLY -712701, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH HOSENARA , VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/02/2024, THAT MA HOSSENERA BEGAM AND SEKH HOSENARA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I, Mohammad Rashidujjama (old name) S/O Golam Mustafa, Residing at 18F, Topsia Road, Kolkata- 700039, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rashiduz Zama (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 22/02/2024. Rashiduz Zama (new name) and Mohammad Rashidujjama (old name) both are same identical person.

**নাম পরিবর্তন**

আমি Sailandra Dubey (পুরাতন নাম) পিতা Rajeshwar Prasad Dubey ঠিকানা 103, Diamond Harbour Road, P.O.-Sahapur, P.S.-New Alipore,Kolkata- 700038 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 22-02-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sailendra Kumar Dubey (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sailendra Kumar Dubey (নতুন নাম) ও Sailandra Dubey (পুরাতন নাম)একই ব্যক্তি।

**Name Change**

I MD MAHASIN MOLLA & MOHAMMAD MOHOSIN MOLLA, S/O GOLAM MOSTAFA MOLLA, R/O VILLAGE-AKRA KRISHNANAGAR, PO-PALPARA,PS-MAHESHTALA, SOUTH 24 PARGANAS-700140, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMED MOHSIN MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/02/2024, THAT MD MAHASIN MOLLA & MOHAMMAD MOHASIN MOLLA AND MOHAMMED MOHSIN MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**Name Change**

I TUKTUKI, W/O NOOR ALI MOLLA, R/O T-476/3, PANCH PARA LANE, PO BARTALA, PS RAJABAGAN, PIN-700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAKILA BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/02/2024, THAT TUKTUKI AND SAKILA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

**নাম পরিবর্তন**

আমি Dulal Kar (পুরাতন নাম) পিতা Matilal Kar ঠিকানা 75, K.N.I, Sarani Sukanta Pally, P.O.& P.S.-Nimta Barrackpore, 24 Pgs (N), Pin-700049 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 22-02-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Dulal Kumar Kar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Dulal Kumar Kar (নতুন নাম)ও Dulal Kar (পুরাতন নাম)একই ব্যক্তি।

# শিলিগুড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে 'শিল্পী মিলন উৎসব'

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়িতে আয়োজিত হতে চলেছে 'শিল্পী মিলন উৎসব'। বেঙ্গল স্টেজ পারফরম্যান্স গিল্ট নর্থ বেঙ্গল কমিটির পক্ষ থেকে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়ির বৃন্দাবন গার্ডেনে আয়োজিত করা হবে শিল্পী মিলন উৎসব। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানান আয়োজক সংস্থার সদস্যরা। এই মিলন উৎসবে গোটা উত্তরবঙ্গ থেকেই শিল্পীরা যোগদান করবেন, এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে সংগঠনের দায়িত্বে থাকা বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী নচিকেতা, বাংলা চলচ্চিত্রের খ্যাতনামা শিল্পী সুমিত গাঙ্গুলি ও বাংলা সিরিয়ালের অভিনেত্রী সিঞ্জিনি চক্রবর্তী।

# পিএইচডি ছাত্রের ভর্তির পেমেন্ট লিঙ্ক দু'মাস ধরে না দেওয়ায় অতান্তরে ছাত্রদের ভবিষ্যত

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২২ ফেব্রুয়ারি : বিশ্বভারতীর মতো ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা দুভোগের শিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘসূত্রতায়। এডুকেশন বিভাগের পি এইচ ডি ছাত্র- ছাত্রীরা ইমেইল ছাড়াও নিজস্ব বিভাগের অধ্যক্ষকে চিঠি চাপাটি করেও কোনো ফল মেলেনি। চলতি বছরের ছয় ফেব্রুয়ারি উপাচার্যকে লিখিত অভিযোগ করার পর সুরাহা মেলে নি। জানা গেছে, তাদের কাউন্সেলিং, ভেরিফিকেশন হয়ে যাওয়ার পরও ভর্তির পেমেন্ট লিঙ্ক না দেওয়ায় তারা এখনো পর্যন্ত ভর্তি হতে পারেন নি। অথচ ফিজিক্যাল এডুকেশনের সহ অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট জানুয়ারির আট বা নয় তারিখ থেকে ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে। ছাত্র রাহুল ঘোষ জানান, এডুকেশনের পি এইচ ডির ভাইভা ভোসি পরীক্ষা হয় ডিসেম্বরের ১২-১৩ তারিখ। ১৯ তারিখ মেরিট লিস্ট বের হয়। রাহুল ঘোষ, সুতপা গড়াই সহ মোট তিনজন জেনারেল, এস সি ও এসটি ক্যাটেগরিতে মেরিট লিস্টে নাম বের হয়। নিয়ম মাফিক পাঁচদিন পর পেমেন্ট লিঙ্ক না দেওয়ায় তারা ভর্তি হতে পারছে না। আবার অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ হারাতে হয়েছে। এই ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সঞ্জয় কুমার মল্লিককে ফোন করলে তিনি ফোন ধরেন নি।

# পানিট্যাংকি ফাঁড়ি এলাকায় চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার বাড়ির পরিচারিকার স্বামী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২২ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ির পানিট্যাংকি ফাঁড়ির অন্তর্গত এলাকার একটি বাড়িতে চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে ওই বাড়ির পরিচারিকার স্বামীকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের পানিট্যাংকি ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতকে তোলা হল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে। জানা যায়, গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ওই বাড়ির কর্ত্রী অন্তরা সাহা ও তার পরিবার তার বোনকে বাড়িতে রেখে কর্মসূত্রে বাইরে যায়। তাদের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করত বাতাসী দাস নামে এক মহিলা। অভিযোগ, বাড়িতে অন্তরা দেবী না থাকার সুযোগে বাড়িতে থাকা সোনা ও রুপোর গয়না চুরি করে বাতাসীর স্বামী কেশব বর্মন। পরবর্তীতে বাড়ি ফিরে এসে অন্তরা দেবী দেখতে পান তার গয়না নির্দিষ্ট জায়গায় নেই। তারপরেই ২০ ফেব্রুয়ারি পানিট্যাংকি ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করে কেসবকে নিরঞ্জন নগর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, কেশব ও বাতাসী মাথাভাঙার বাসিন্দা। শিলিগুড়ির নিরঞ্জন নগর এলাকার একটি ভাড়া বাড়িতে থাকে তারা। কেশব চুরির গয়নাগুলি ভেঙে অল্প অল্প করে বিক্রি করা শুরু করেছিল। সেই গয়না বিক্রি করে সে ৩৬০০০ টাকা পায়। নিরঞ্জন নগরের ভাড়া বাড়ি থেকে সেই টাকা ও বাকি গয়না উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃতকে এদিন আদালতে পাঠিয়ে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পানিটাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ।

# কামতাপুরী ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদানের দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২২ ফেব্রুয়ারি : পৃথক কামতাপুর রাজ্য গঠনের দাবিসহ কামতাপুরী ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদানের দাবিতে কোচবিহার জেলা শাসক দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করল অল কামতাপুর স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন। এদিন কোচবিহার শহরে মিছিল করার পাশাপাশি দুপুর দুটো নাগাদ কোচবিহার জেলা শাসক দপ্তরে উপনীত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে জেলা শাসক দপ্তরে স্মারকলিপি প্রদান করেন তারা। এ দিনের মিছিলে ও ডেপুটেশন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কেপিপি নেতা কংসরাজ বর্মন সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকেরা। এদিনের এই কর্মসূচি সম্পর্কে অলকামতাপুর স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে কি জানানো হয়েছে শুনে নেব।

# বিক্ষোভ প্রদর্শন এবিভিপির সদস্যদের

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২২ ফেব্রুয়ারি : সন্দেশখালিতে নারীদের উপর নির্যাতন এর প্রতিবাদে এবং রাজ্য জুড়ে নারী নিরাপত্তার দাবিতে এদিন কোচবিহার পুলিশ সুপারের দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবিভিপির সদস্যরা। পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়ে এবিভিপির সদস্যরা। পুলিশের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে রাস্তায় বসে দীর্ঘক্ষন বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেও শেষ পর্যন্ত পুলিশ সুপারের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করতে না পেরে পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনেই স্মারকলিপি কপি পুড়িয়ে ফেলে এবিভিপির সদস্যরা।

# প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিভিন্ন প্রকল্পের শিলান্যাস / উৎসর্গ করবেন

মালিগাও, ২২ ফেব্রুয়ারি : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে জুড়ে অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে ভার্চুয়ালি ২৩ টি স্টেশন, ০৬ টি রোড আন্ডার ব্রিজ ও ০২টি রোড ওভার ব্রিজের শিলান্যাস / উৎসর্গ করবেন। অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে স্টেশনগুলিতে প্রবর্ত আপগ্রেডেড এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা '২০৪৭-এর উন্নত দেশ ও উন্নত রেলওয়ে' থিমে স্কুল পড়ুয়াদের অন্তর্ভুক্ত করে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে ৯১টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী বক্তৃতা, রচনা, কবিতা লেখা, তর্ক এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এই প্রতিযোগিতাগুলিতে ১০৫৮ জন পড়ুয়াকে বিজয়ী হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সংশ্লিষ্ট স্থানগুলিতে প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা শিলান্যাসের সময় এই পুরস্কারসমূহ বিজয়ীদের প্রদান করা হবে। এই বৃহৎ অনুষ্ঠানে বিজয়ী পড়ুয়াদের নিজেদের মেধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ইতিবাচক স্বীকৃতি দেওয়া হবে, তা নিশ্চিতভাবে ভবিষ্যতে সমাজের জন্য কাজ করতে তাদের উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাবে। পাশাপাশি, এই অঞ্চলের উন্নয়নে জন্য ভারতীয় রেলওয়ের যে কাজ করেছে সে সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করবে।

# ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট বসানো হল খন্ডঘোষে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২২ ফেব্রুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গের প্রথম অত্যাধুনিক ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট বসানো হল পূর্ব বর্ধমানের খন্ডঘোষের নিলাচল ফুড প্রোডাক্টস চত্বরে। বুধবার খন্ডঘোষের কুকুরা গ্রামে এই অত্যাধুনিক প্লান্টের উদ্বোধন করেন রাজ্যের পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী মহঃ গোলাম রব্বানী। মন্ত্রী ছাড়াও ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্র, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সদস্য সচিব আইপিএস ড. রাজেশ কুমার, দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার সুব্রত ঘোষ, খড়গপুর আইআইটি'র সায়েন্টিস্ট ডঃ শীর্ষেন্দু দে, পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক বিধানচন্দ্র রায়, পুলিশ সুপার আমনদীপ, খন্ডঘোষের বিধায়ক নবীন চন্দ্র বাগ, বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট রাইস মিলস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা নীলাচল ফুড প্রোডাক্টস -এর উপদেষ্টা আব্দুল মালেক, তিন কর্ণধার সুজয় কোনার, সঞ্জয় কোনার এবং আব্দুল আজিজুল আমান সহ অন্যান্যরা। সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বাগত ভাষণে আব্দুল মালেক বলেন, অত্যাধুনিক এই ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট খুবই ব্যয়বহুল। সাধারণ মিলারদের পক্ষে এত টাকা ব্যয় করে এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্লান্ট বসানো সাধ্যেই বাইরে বলা যেতে পারে। তিনি মন্ত্রী মহঃ গোলাম রববানী এবং খড়গপুর আইআইটি'র অধ্যাপক শীর্ষেন্দু দে'র কাছে এই প্লান্টের ব্যয়ভার যদি কিছুটা কমানো সম্ভব হয় তার জন্য আবেদন জানান। পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সদস্য সচিব ড. রাজেশ কুমার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, রাইস মিল স্থাপন করলে বায়ুদূষণ, জল দূষণ সহ অনেক সমস্যা হতে পারে। কিন্তু সেই সব সমস্যা কি করে সমাধান করা যায় সেটাও দেখতে হবে। রাইস মিলের ছাই থেকে যে বায়ুদূষণ হয় ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এর মাধ্যমে সেটা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। একই ভাবে জলদূষণও থাকবে না। পরিবেশ বান্ধব ভাবে রাইস মিল চলবে। ফলে স্থানীয় মানুষের কোনও অভিযোগও থাকবে না। তিনি নীলাচল ফুড প্রোডাক্টস- এর তরুণ কর্ণধারদের এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে অন্যদের পথ দেখানোর জন্য অভিনন্দন জানান। রাজ্যের পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী মহঃ গোলাম রব্বানী বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রথমেই নীলাচল ফুড প্রোডাক্টস এর কর্ণধারদের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা রেখে এই ব্যয়বহুল প্লান্ট বসানোর জন্য ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি জেলার অন্যান্য রাইস মিলারদের ইফ্লুয়েন্ট প্লান বসানোর জন্য অনুরোধ করেন। প্রয়োজনে ক্লাস্টার পদ্ধতিতেও এই ধরনের কিছু করা যায় কিনা সে বিষয়ে ভাবতে বলেন উপস্থির রাইস মিলারদেরে। এদিন তিনি আরও বলেন যে, শস্যগোলা বর্ধমানে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে প্রথম এই প্লান্ট বসলো নীলাচল ফুড প্রোডাক্টস মিলে। অন্যান্য জেলার রাইস মিলাররাও এই প্লান্ট বসাতে এগিয়ে আসবেন বলেই আশা করেন।

# আঞ্চলিক হস্তশিল্প, তাঁতবস্ত্র ও স্বরোজগার মেলা শুরু প্রান্তিকের বিশ্ববাংলা হাটে, উদ্বোধনে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২২ ফেব্রুয়ারি : আঞ্চলিক হস্তশিল্প, তাঁতবস্ত্র ও স্বরোজগার মেলা শুরু হল শান্তিনিকেতন লাগুয়া প্রান্তিক স্টেশনের কাছে বিশ্ব বাংলা শিল্প হাটে। এদিনের এই মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বস্ত্র দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বোলপুর পৌরসভার পৌরপতি পর্না ঘোষ, ডিপার্টমেন্টের জেলা আধিকারিক সৌমেন দত্ত, বোলপুর পৌরসভার কাউন্সিলর কুন্তলা সিংহ ও সঙ্গীতা দাস সহ আরো অনেকে। এই মেলার আয়োজন করেন ক্ষুদ্র, ছোট্ট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সহযোগিতায় আনন্দধারা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই মেলা ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। দুপুর ১টা থেকে রাত্রি ৯.০০ টা পর্যন্ত খোলা থাকবে এই হস্তশিল্প মেলা। মেলায় যাওয়ার জন্য বিনামূল্যে বাসের ব্যবস্থাও থাকছে। এই মেলার উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ শিল্পীদের হস্তশিল্প বাজারজাত করা এবং সরাসরি গ্রামীণ শিল্পীরা তাদের শিল্পকর্ম বিক্রয় করে অধিক মুনাফা পেতে পারেন তার সাহায্য করা। এই মেলায় বীরভূম,

ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং হুগলি রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে তাদের নিজেদের হস্তশিল্পের শিল্পকর্ম নিয়ে হাজির হয়েছেন। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বস্ত দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ জানিয়েছেন এইসব ক্ষুদ্র শিল্পীদের নিয়ে অনলাইনেও কিভাবে তাদের হস্তশিল্প বাজারজাত করা যায় তা নিয়ে কাজ চলছে। যাতে বাড়িতে বসেই তাদের নিজেদের তৈরি হস্তশিল্প দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারে ন্যায্য মূল্যে।

# চুপির পাখিরালয় যাবার রাস্তার শিলান্যাস

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২২ ফেব্রুয়ারি : পরিযায়ী পাখিদের টানে দূর দূরান্ত থেকে ছুটে আসে চুপির পাখিরালয়ে পর্যটকরা আর সেই সমস্ত পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে বৃহস্পতিবার পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের চুপি কাষ্ঠশালী বাজার থেকে চুপি পাখিরালয় পর্যন্ত যাওয়ার ঢালাই রাস্তা তৈরীর শিলান্যাস করা হল বৃহস্পতিবার। সাংসদ সুনীল মণ্ডল নিজের সাংসদ তহবিল থেকে ৪৫ লক্ষ টাকা এই রাস্তা তৈরীর জন্য বরাদ্দ করেছেন । এদিন রাস্তার শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সুনীল মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুমা তরফদার, পঞ্চায়েত প্রধান অনিন্দিতা রায় সহ আরো অনেকে। এই রাস্তাটি তৈরি হলে পাখিরালয়ে যাতায়াতে অনেকটাই সুবিধা হবে পর্যটক থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষদের। সাংসদ সুনীল মন্ডল জানিয়েছেন, চুপি পাখিরালয়কে আরও ব। পর্যটনকেন্দ্র তৈরী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। চুপি পাখিরালয়ে যাবার একটা বড় সমস্যা ছিল রাস্তা। রাস্তাটি অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়ার জন্য গাড়ি চলাচলের খুবই অসুবিধা হত। তাই সাংসদ কোটা থেকে ৪৫ লক্ষ্য টাকা মঞ্জুর করে ওই রাস্তাটি আরও চওড়া করা হবে এবং এর পাশাপাশি চুপির গেস্ট হাউসগুলিকে আরও নতুন করে সাজানো হবে।

# নোট বদলের লাইনে রক্তারক্তি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২২ ফেব্রুয়ারি : কলকাতার বিবাদী বাগে 'রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া'(আরবিআই)-র সামনে গোলমাল। দু'হাজার টাকার নোটবদলকে ঘিরে কংগ্রেস-তৃণমূল মারামারি। এলাকায় উত্তেজনা। হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের। তৃণমূল- কংগ্রেসের সংঘর্ষের জেরে মাথা ফেটেছে অন্তত ৮ জনের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার সকালে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় অফিস পাড়া বিবাদী বাগের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সামনের চত্বর। অশান্তির জেরে রাস্তা অবরোধ করেন কংগ্রেস কর্মীরা। পরে অবশ্য পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ তুলে নেন তাঁরা।

# সন্দেশখালি থেকে শাহজাহানের নাম মুছতে চুন নিয়ে নামল প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২২ ফেব্রুয়ারি : সন্দেশখালি থেকে শেখ শাহজাহানের নাম মুছতে এবার চুন নিয়ে মাঠে নামল প্রশাসন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে লোক লাগিয়ে দেওয়ালে লেখা তাঁর নাম মোছার কাজ শুরু হয়েছে। গ্রামবাসীদের একটি অংশের অভিযোগ, এই মাঠটি দখল করে রেখেছিলেন শেখ শাহজাহান, শিবু হাজরারা। একটা সময় ছিল যখন সন্দেশখালি এলাকায় সবচেয়ে বড় এবং ভাল মাঠ হিসাবে ক্রীড়াবিদদের মুখে মুখে ফিরত ঋষি অরবিন্দ মিশন ময়দানের নাম। কিন্তু টুর্নামেন্ট করার নাম করে সেই প্রকাণ্ড মাঠেরই দখল নেওয়ার অভিযোগ শাহজাহানবাহিনীর বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার সকালে সেই মাঠেরই দখল নিল মানুষ, তা-ও আবার পুলিশ প্রশাসনের উপস্থিতিতে। মাঠের আশপাশের সীমানা প্রাচীরে ছিল শাহজাহান ফ্যান ক্লাবের নাম লেখা। সকালে সেই সমস্ত দেওয়াল থেকে শাহজাহানের নামের উপর চুনকাম করে দেওয়া হতে থাকে। এ ভাবেই একদা দখল হয়ে যাওয়া অরবিন্দ মিশনের মাঠ আবার মানুষের হেফাজতে ফিরল। ফেব্রুয়ারির গোড়া থেকেই শাহজাহানের গ্রেফতারির দাবিতে পথে নামেন সন্দেশখালির মহিলাদের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, প্রত্যন্ত এই এলাকায় নিজের রাজপাট কায়েম করে ফেলেছিলেন শাহজাহান, উত্তম, শিবুরা। সরকারি জমি দখল থেকে শুরু করে খেলার মাঠের দখল, বিঘার পর বিঘা কৃষিজমির দখল নিয়ে মাছ, চিংড়ি, কাঁকড়ার ভেড়ি তৈরি- শাহজাহানবাহিনীর অত্যাচারের অভিযোগ করেছিলেন গ্রামবাসীদের একটি অংশও। শিবু, উত্তম গ্রেফতার হলেও এখনও শাহজাহানের খোঁজ নেই। এ বার সেই শাহজাহানের দখলদারিও হঠানো শুরু হল সন্দেশখালি থেকে। বৃহস্পতিবার সকালে গ্রামবাসীদের একাংশ মাঠের কাছে জড়ো হন। প্রশাসনের সহায়তায় তাঁরা শাহজাহানের নামাঙ্কিত দেওয়ালে চুনকাম করে দেন। মাঠ ঘিরে গাছের চারাও পোঁতার কাজ শুরু হয়। এক গ্রামবাসী দাবি করেন, এই মাঠে এক সময় গ্রামের ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করত। কিন্তু টুর্নামেন্ট করার নাম করে সেই মাঠই কার্যত দখল করে নেয় শাহজাহান অনুগামীরা। তাঁর অভিযোগ, তার পর থেকে মাঠে আর ঢোকা যেত না। তালাবন্ধ করে রাখা হত। এ বার সেই মাঠ আবার ফিরল কচিকাঁচাদের কাছে। প্রতিদিন আবার 'খেলা হবে' সবুজ মাঠে। বৃহস্পতিবার প্রশাসনের কর্তারা গ্রামের বাচ্চাদের ফুটবল দেন, জার্সি পড়িয়ে দেন। তার পরেই মাঠে শুরু হয় খেলা।

# সই নকল করে ফিক্সড ডিপোজিটের কোটি টাকা গায়েব

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২২ ফেব্রুয়ারি : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিক্সড ডিপোজিট ভেঙে উধাও ১ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে। ফিক্সড ডিপোজিটের টাকা ভেঙে একটা অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ফিনান্স অফিসার ও রেজিস্ট্রারের সই নকল করে এই বিশাল অঙ্কের টাকা ট্রান্সফার করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় কার্যত হতবাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ আধিকারিকরা। সম্প্রতি, সই জালের বিষয়ে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই কর্মীর নামে মামলা করা হয়েছে। এই দুর্নীতির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ বিভাগের কেউ জ।ড়িয়ে আছে কি না, সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় জানতে পারে, সই জাল করে টাকা স্থানান্তরিত করার ঘটনা এই প্রথম নয়। আগেও একই কায়দায় ফিক্সড ডিপোজিট ভেঙে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়ার জন্য অন্য একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ককে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। অভিযোগ, সেই ব্যাঙ্ক সই খতিয়ে না দেখেই টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেয়। কীভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ অমান্য করে স্থায়ী আমানত ভেঙে অন্য অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়া হল, সেই প্রশ্ন তুলে ওই ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সুজিত চৌধুরী বলেন, একটা দুর্নীতি হয়েছে। ব্যাঙ্ক কী ভাবে টাকা দিল সেটাই বুঝতে পারছি না। আমরা আইনি পরামর্শ নিচ্ছি। পুলিশকেও বিষয়টি জানানো হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের দাবি, ওই রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটা টাকা স্থায়ী আমানত হিসেবে রাখা আছে। ২০২২ সালে তিনটি স্তরে কল্যাণীর একটি বেসরকারি এজেন্সির অ্যাকাউন্টে ১ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার মতো পাঠানো হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

**NOTICE INVITING e-TENDER**

Notice inviting e-Tender 2 (Two) no work within Bargachia-I Gram Panchayat.
Will be available at https://wbtenders.gov.in.
**1) 2024_ZPHD_672405_1.**
**2) 2024_ZPHD_672474_1.**
Submission closing date (online): **02/03/2024 at 11:00 A.M.**

Sd/-
Prodhan
Bargachia-I Gram Panchayat

**NIQs**
**O/o the Exe. Engineer Jhargram Electrical Division, PWDte.**
**WBPWD/EE/JED/ NIQ 66/2023-24**
Bid submission Last Dates: **24/02/2024 up to 02.00 pm**
For details follow **www.pwdwb.in** or visit the office.

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
**OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER**
**SANKRAIL PANCHAYAT SAMITY**
**ARGORI, ANDUL, HOWRAH**
**ABRIDGED NOTICE INVITING e-TENDER**

Executive Officer, Sankrail Panchayat Samity invites e-tender for following Work related to Civil Development Work as follows:

| Sl. No. | Tender Reference No. | Tender ID | Last Date of Submission | Date of Opening |
|---|---|---|---|---|
| 1. | eN.I.T 19(3 rd Call)/EO of 2023-24, Sl No. 1 to 1 | 2024_ZPHD_672816_ 1 to 1 | 01/03/2024 | 04/03/2024 |
| 2. | eN.I.T 20(2 n Call)/EO of 2023-24, Sl No. 1,6, 11 | 2024_ZPHD_672846_ 1 to 3 | 01/03/2024 | 04/03/2024 |

Intending bidders are requested to visit the website **http://wbtenders.gov.in** for details. For other details may contact with the office of the undersigned.

**Sd/- EXECUTIVE OFFICER**
**SANKRAIL PANCHAYAT SAMITY, HOWRAH**

**NOTICE INVITING E-TENDER**

e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.

| Sl. No. | Ref. e-Tender No. | Last Date of submission of e-Tender |
|---|---|---|
| 1 | WBMAD/HM/PWD/NIT e-570/2023-24 (Sl No. 1) | 08/03/2024 up to 5.00 PM |
| 2 | WBMAD/HM/PWD/NIT e-570/2023-24 (Sl No. 2) | 01/03/2024 up to 5.00 PM |

For details please see at the website **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/-**
**Finance Officer,**
**Habra Municipality**

**খড়গপুর ডিভিসনে ক্লোক রুম, পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট, টু হুইলার ও অন্যান্য পার্সেল প্যাকিং পরিষেবা এবং পার্কিং-এর জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি**

**ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নংঃ (১) পিএনইউ-কেজিপি-এসএইচএম-ডব্লুআরএল, (২) পিএনইউটিওআই-কেজিপি-২৪-২, (৩) এমএসএস-কেজিপি-টিডব্লুপিপি, (৪) পার্ক-কেজিপি-২৪-০৩, তারিখ : ২১.০২.২০২৪।** ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিসন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিতগুলির জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন : (১) ৫ (পাঁচ) বছর সময়কালের জন্য শালিমার রেলওয়ে স্টেশনে ১টি ক্লোক রুম, (২) ৩ (তিন) বছর সময়কালের জন্য খড়গপুর রেলওয়ে স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম নং ১ ও ২-এ ১টি পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট এবং খড়গপুর রেলওয়ে স্টেশনের উত্তর দিকের বুকিং অফিসের নিকট ১টি পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট এবং খড়গপুর রেলওয়ে স্টেশনের দক্ষিণ দিকের বুকিং অফিসের নিকট ১টি পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট, (৩) ৩ (তিন) বছর সময়কালের জন্য শালিমার রেলওয়ে স্টেশনে ১টি টু হুইলার ও অন্যান্য পার্সেল প্যাকিং পরিষেবা, (৪) বাসুলিয়া সুতাহাটা, সুতেই বড়াগাঁও, সতিশ সামন্ত পিএইচ, টিকিয়াপাড়া, দেউলটি ও সোরো-তে ৬ (ছয়)টি টু হুইলার পার্কিং লট এবং ঝাড়গ্রাম ও দীঘা-তে ২ (দুই)টি মিশ্র পার্কিং লট (বাইক রেন্টাল পরিষেবা সহ) এবং এই বিষয়ে ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ বিজ্ঞাপিত আছে।

| ক্র. নং. | ক্যাটিগরি | ক্যাটালগ নং | অকশনের তারিখ | অকশন শুরুর সময় | অকশন বন্ধের সময় |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ক্লোক রুম | পিএনইউ-কেজিপি-এসএইচএম-ডব্লুআরএল | ০৭.০৩.২০২৪ | দুপুর ১২.০০ টা | দুপুর ১২.৩০ মিনিট |
| ২ | পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট | পিএনইউটিওআই-কেজিপি-২৪-২ | ০৮.০৩.২০২৪ | দুপুর ১২.০০ টা | দুপুর ১২.৫০ মিনিট |
| ৩ | টু হুইলার ও অন্যান্য পার্সেল প্যাকিং পরিষেবা | এমএসএস-কেজিপি-টিডব্লুপিপি | ০৮.০৩.২০২৪ | দুপুর ১২.৩০ মিনিট | দুপুর ১.০০ টা |
| ৪ | টু হুইলার পার্কিং ও মিশ্র পার্কিং-এর জন্য পার্কিং লট | পার্ক-কেজিপি-২৪-০৩ | ০৮.০৩.২০২৪ | সকাল ১১.৩০ মিনিট | দুপুর ১.১০ মিনিট |

আগ্রহী পক্ষ ও কন্ট্র্যাক্টরদের এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে এবং ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য উপরোক্ত ওয়েবসাইট দেখতে হবে। কোন জিজ্ঞাস্য/স্পষ্টীকরণের জন্য, যদি থাকে, নিম্নে স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

(PR-1162) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর

**দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে**
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

**REGD.A / D/ DASTIVAFFIXATION / BIT অফ ড্রাম এবং প্রকাশনা / DRT-এর নোটিশ বোর্ড**

বিক্রয় ঘোষণা
ইএক্স নং : ২৪
পুনরুদ্ধার কর্মকর্তার অফিস-১
তারিখঃ- ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২৪
ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল-১, মুম্বাই
২য় তলা, টেলিফোন ভবন, স্ট্র্যান্ড রোড, কোলাবা মার্কেট, কোলাবা, মুম্বাই-৪০০ ০০৫
**পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়া নং. ২০১৬ সালের ৮৬**
**আয়কর আইন, ১৯৬১-এর দ্বিতীয় তফসিলের বিধি ৩৮, ৫২(২) এর অধীনে বিক্রয়ের ঘোষণা, ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক আইন ৯৩, ১৯৬১-এর বকেয়া ঋণ পুনরুদ্ধার সহ পড়ুন**

ইকো ব্যাঙ্ক — সারটিফিকেট হোল্ডার
বনাম
মিঃ সর্বশক্তি টেক্সটাইল প্রসেসর প্রাইভেট লিমিটেড। লিমিটেড এবং ওআরএস.... — সার্টিফিকেট দেনাদার

প্রতি,
১. মেসার্স সর্বশক্তি টেক্সটাইল প্রসেসর প্রাইভেট লিমিটেড ২২-এ, জগজীবন ম্যানশন, ৩য় তলা, ২য় ফানাসওয়াড়ি, দাদিশেঠ আগিয়ারি লেন, মুম্বাই - ৪০০ ০০২।
২. মিঃ কমল আগরওয়াল, ৪৯৬ বি, লাকি হাউস, ফ্ল্যাট নং ৭ এবং ৮, ১৩ তম রোড, চেম্বুর, মুম্বাই।
৩. মিঃ ভোলাশঙ্কর আগরওয়াল, ৪৯৬ বি, লাকি হাউস, ফ্ল্যাট নং ৭ এবং ৮, ১৩ তম রোড, চেম্বুর, মুম্বাই।

যেখানে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার, ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল নং ১, মুম্বাই ২০০৫ সালের মূল আবেদন নং ৬৯-এ আবেদনকারী ব্যাঙ্ক ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনকে ৫১,৬১,০০,৩১২ টাকা প্রদানের জন্য রিকভারি সার্টিফিকেট তৈরি করেছেন ( টাকা (একানশ কোটি একষট্টি লক্ষ তিনশ বারো টাকা মাত্র)। সার্টিফিকেট দেনাদারদের কাছ থেকে সুদ এবং খরচ সহ এবং যেখানে ২৬.০৩.২০২৪ তারিখে (বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত তারিখ), সুদ এবং তার উপর খরচ সহ

এবং যেখানে নিম্নস্বাক্ষরকারী পুনরুদ্ধার শংসাপত্রের সন্তুষ্টিতে নীচের তফসিলে উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রির আদেশ দিয়েছেন।
এবং যেখানে টাকা ৫১,৬১,০০,৩১২- (টাকা কোটি একষট্টি লক্ষ তিনশ বারো টাকা মাত্র) ২৬.০৩.২০২৪ তারিখে খরচ এবং সুদ সহ।

১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে স্থগিতকরণের কোনও আদেশের অনুপস্থিতিতে, সম্পত্তিগুলি বিক্রি করা হবে ২৬.০৩.২০২৪ দুপুর ২.০০ পিএম থেকে ৪.০০ পিএম এর মধ্যে (অটো এক্সটেনশন সহ যদি বিড বন্ধ করার আগে শেষ ৫ মিনিটের মধ্যে করা হয়, যদি প্রয়োজন হয়) ই-নিলাম এবং বিডিং ওয়েবসাইট https drt.auctiontiger.net,এর মাধ্যমে অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে বি-৭০৪ ওয়াল স্ট্রিট II, ওরিয়েন্ট ক্লাবের বিপরীতে, গুজরাট কলেজের কাছে, এলিসব্রিজ, আহমেদাবাদ-৩৮০০০৬, যোগাযোগ ব্যক্তি(১) জনাব প্রবীণ থেভার, গুজরাট (ভারত), ইমেল-৯১৯৭২২৭৭৮৮২৮,মোবাইলঃ ৯১৯২৬৫৫৬২৮১৮ praveen. thevarauctiontiger. net, যোগাযোগ ব্যক্তি (২) মিসেস সোনি হেমানি, মোবাইল -৯১ ৯০৮১৮৩০২২২। আরও বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুনঃ মিঃ মিনর বিভগদে (মোবাইল নম্বরঃ ৯১৮৯২৮৬৩৯০),অফিসার সার্টিফিকেট ধারক নং ১, টেলিফোন নম্বরঃ ৮৯২৮৯০৯৬৫৩.
২. নীচের তফসিলে উল্লিখিত হিসাবে উপরে উল্লেখিত সার্টিফিকেট দেনাদারদের সম্পত্তি বিক্রি হবে এবং উল্লিখিত সম্পত্তির সাথে সংযুক্ত দায় এবং দাবিগুলি, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিশ্চিত করা হয়েছে, প্রতিটি লটের বিপরীতে তফসিলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।
৩. সময়সূচীতে উল্লেখিত লটে সম্পত্তি বিক্রির জন্য রাখা হবে। যদি আদায় করা পরিমাণ সম্পত্তির একটি অংশ বিক্রি করে সন্তুষ্ট হয়, তাহলে অবশিষ্ট অংশের ক্ষেত্রে বিক্রয় অবিলম্বে বন্ধ করা হবে। বিক্রয়ও বন্ধ করা হবে যদি, কোন লট ছিটকে যাওয়ার আগে, উল্লিখিত শংসাপত্রে উল্লিখিত বকেয়া, সুদের খরচ (বিক্রয়ের খরচ সহ) বিক্রয় পরিচালনাকারী অফিসারকে টেন্ডার করা হয় বা তার সন্তুষ্টির জন্য প্রমাণ দেওয়া হয় যে পরিমাণ এই ধরনের সার্টিফিকেট, সুদ ও খরচ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে প্রদান করা হয়েছে।
৪. কোন কর্মকর্তা বা অন্য ব্যক্তি, বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত কোন দায়িত্ব পালন করার জন্য, হয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিড, অধিগ্রহণ বা বিক্রি করা সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ অর্জনের চেষ্টা করেন না। বিক্রয় আয়কর আইন, ১৯৬১ এর দ্বিতীয় তফসিল এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির অধীনে এবং পরবর্তী নিম্নলিখিত শর্তগুলির সাপেক্ষে হবে।
৫. সংযোজিত তফসিলে উল্লিখিত বিবরণগুলি নিম্নস্বাক্ষরকারীর সর্বোত্তম তথ্যের জন্য বিবৃত করা হয়েছে, তবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল-বিবৃতি বা বাদ দেওয়ার জন্য জবাবদিহি করতে পারবেন না।
৬. নিম্নলিখিত অনুযায়ী সম্পদ নিলাম করা হবেঃ-

| লট নং | সম্পত্তির বিবরণ | পরিদর্শনের তারিখ | রিজার্ভ মূল্য(এ পরিমাণটাকা) | ইএমডি(এ পরিমাণটাকা) | বৃদ্ধি পরিমাণ টাকা বিড |
|---|---|---|---|---|---|
| ১। | ফ্ল্যাট নং ৬০১এবং৬০২,৬ তলা, লাকি কো-অপ। Hsg. সোসাইটি লিমিটেড,প্লট নং ৪৯৫এবং৪৯৬,১৩ রোড,চেম্বুর, মুম্বাই - ৪০০ ০৭১ | ১৯.০৩.২০২৪ | ২,১৪,৬৫,০০০/- | ২১,৪৭,০০০/- | ৫,০০,০০০ /- |
| ২। | ২৬ মৌজা নোয়াপাড়া, জেলায় ২০ কোট্রা জমি পরিমাপ। ২৪ পরগনা (উত্তর) কাঠামো সহ৭২ এ অবস্থিত,অক্ষয় কুমার মুখার্জি রোড, পুলিশ স্টেশন বারাঙ্গার,কলকাতা-৭০০ ০৯০ | ১৫.০৩.২০২৪ | ২,০০,০০,০০০/- | ২০,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |

৭. সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পত্তির ক্রয়কারী হিসাবে ঘোষণা করা হবে। এটি নিম্নস্বাক্ষরকারীর বিবেচনার ভিত্তিতে হবে প্রত্যাখ্যান করুনসর্বোচ্চ বিড গ্রহণ করুন যখন প্রস্তাবিত মূল্য এত স্পষ্টভাবে অপর্যাপ্ত বলে মনে হয় যাতে এটি করা অনুচিত।
৮. জনসাধারণকে এতদ্বারা উল্লিখিত ই-নিলামে বিড করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। ইএমডি পরিমাণ সহ অনলাইন অফারটি হলঃক্ষেত্রমত, ঈক্ট ব্যাঙ্ক, শাখা, মুম্বাই-এর অ্যাকাউন্ট নং ২১২৯০২১০০০০০৩৮-এ RTGS/NEFT-এর মাধ্যমে প্রদেয, যার IFSC কোড রয়েছেঃ UCO ব্যাঙ্কের UCBA০০০২১২৯। ট্যান / প্যান কার্ডের সত্যায়িত ফটোকপি এবং ঠিকানার প্রমাণ অনলাইন অফারের সাথে আপলোড করতে হবে। একাধিক সম্পত্তির জন্য অফার আলাদাভাবে করা হবে। EMD এবং অন্যান্য তথ্যবিশদ সহ অনলাইন অফার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২১.০৩.২০২৪ বা তার আগে ৪.৩০ পিএম পর্যন্ত। ১৯.০৩.২০২৪ তারিখে ১১,০০এএম থেকে ৪,৩০ পিএম-এর মধ্যে লট নং ১-এর বৈশিষ্ট্যগুলির শারীরিক পরিদর্শন করা হতে পারে। পিএম এবং লট নং ২ এর জন্য ১৫.০৩.২০২৪ তারিখে ১১,০০এএম থেকে ৪,৩০ এর মধ্যে নেওয়া যেতে পারে।
৯. প্যান কার্ডের কপি, ঠিকানার প্রমাণ এবং পরিচয় প্রমাণ, ই-মেইল আইডি, মোবাইল নম্বর। এবং ঘোষণা যদি তারা তাদের নিজের পক্ষে বা তাদের প্রধানদের পক্ষে বিডিং করে। পরবর্তী ক্ষেত্রে, তাদের তাদের কর্তৃত্ব জমা দিতে হবে এবং ডিফল্ট হলে তাদের বিড বাতিল করা হবে। কোম্পানির ক্ষেত্রে, কোম্পানির বোর্ড সদস্যদের দ্বারা পাস করা রেজোলিউশনের অনুলিপি বা কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব অ্যাটর্নি নিশ্চিত করে অন্য কোনো নথি এবং এই ধরনের আমানতের রসিদকাউন্টার ফাইলটি উল্লিখিত পরিষেবা প্রদানকারী বা শংসাপত্র ধারক ব্যাঙ্কের কাছে পৌঁছাতে হবে। -মেইল, অথবা অন্যথায় এবং একই তারিখের মধ্যে ই-নিলাম পোর্টালে আপলোড করা হবে।
১০. KYC নথির সাথে আসল স্বাক্ষরিত নিলামকৃত বিড ফর্মের প্রকৃত কপি যেমন প্যান কার্ড, ঠিকানার প্রমাণ এবং পরিচয় প্রমাণ, ই-মেইল আইডি, মোবাইল নম্বর এবং ঘোষণা পুনরুদ্ধার অফিসার-। ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল -।, মুম্বাই-এর সামনে জমা দিতে হবে ২১০৩২০২৪ বা তার আগে বিকাল ৪,৩০ পর্যন্ত সিল কভারে। ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, বিড বিবেচনা করা হবে না।
১১. সফল দরদাতাকে পরবর্তী ব্যাঙ্কের কার্যদিবসের মধ্যে EMD সমন্বয় করার পর চূড়ান্ত বিডের পরিমাণের ২৫ জমা করতে হবে i.c. ৪.৩০ এর মধ্যে। পিএম, উপরের অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী উল্লিখিত অ্যাকাউন্টে- ৮.১২. ক্রয়কারী সম্পত্তি বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ তম দিনে বা তার আগে চূড়ান্ত বিডের পরিমাণের ৭৫ অবশিষ্ট জমা করতে হবে। যদি ১৫ তম দিনটি রবিবার বা অন্য ছুটির দিন হয়, তাহলে উপরের অনুচ্ছেদ-৮ এ উল্লিখিত হিসাবে অ্যাকাউন্টে ১৫ তম দিনের পরে প্রথম ব্যাঙ্কের কার্যদিবসে। উপরোক্ত ছাড়াও, ক্রয়কারীকে পুনরুদ্ধার অফিসারের কাছে পাউন্ডেজ ফি জমা দিতে হবে, DRT-১ ২ পর্যন্ত INR ১,০০০- এবং INR ১০০০- এর অতিরিক্ত পরিমাণের ১ ডিডির মাধ্যমে রেজিস্ট্রারের অনুকূলে। DRT-১, মুম্বাই।
১৩. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ পরিশোধ না করা হলে, বিক্রয়ের ব্যয়গুলিকে ফাঁকি দেওয়ার পরে, আমানত, যদি নিম্নস্বাক্ষরকারী উপযুক্ত মনে করেন, সরকারের কাছে বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে এবং খেলাপি ক্রেতা সম্পত্তি বা পরিমাণের সমস্ত দাবি বাজেয়াপ্ত করবে জমা বিক্রয়ের নতুন ঘোষণা জারি হওয়ার পরে সম্পত্তিটি পুনরায় বিক্রি করা হবে। অধিকন্তু, ক্রয়কারী তার চূড়ান্ত বিডের পরিমাণ এবং পরবর্তীতে যে দামের জন্য এটি বিক্রি করা হয় তার মধ্যে কোনো ঘাটতি বা পার্থক্য পূরণ করতেও দায়বদ্ধ থাকবে।১৪. নিলামের সমাপ্তিতে অসফল দরদাতাদের ইএমডি ফেরত শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের দ্বারা এই ধরনের দরদাতার উল্লিখিত অ্যাকাউন্ট নম্বরে করা হবে।
১৫. সম্পত্তি বিক্রি করা হচ্ছে যেখানে আছে সেইরকম এবং যেমন আছে তাই।
১৬. নিম্নস্বাক্ষরকারী অযৌক্তিক পাওয়া গেলে যে কোনো বা সমস্ত বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে অথবা কোনো কারণ ব্যতিরেকে যে কোনো সময় ই-নিলাম স্থগিত করে।
১৭. সংযোজিত তফসিলে উল্লিখিত বিবরণগুলি নিম্নস্বাক্ষরকারীর সর্বোত্তম তথ্যের জন্য বিবৃত করা হয়েছে, তবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল-বিবৃতি বা বাদ দেওয়ার জন্য জবাবদিহি করতে পারবেন না।

| এস আর নং | নাম সহ বিক্রয় করা সম্পত্তির বিবরণ সহ-মালিক যেখানে সম্পত্তি খেলাপি এবংসহ-মালিক হিসাবে অন্য কোন ব্যক্তি | রাজস্বমূল্যায়ন উপর সম্পত্তি বা যেকোনো এর অংশ। | কোন বিবরণ অন্যান্য দায়বদ্ধতা যা সম্পত্তিদায়ী | দাবি, যদি থাকে, যা সম্পত্তির সামনে রাখা হয়েছে ও প্রকৃতি ও মূল্যের উপর নির্ভর করে অন্য কোনো পরিচিত বিবরণ। |
|---|---|---|---|---|
| ১। | ফ্ল্যাট নং ৬০১ এবং ৬০২, ৬ তলা, লাকি কো-অপ।হৃঞ্জ. সোসাইটি লিমিটেড, প্লট নং ৪৯৫ এবং ৪৯৬, ১৩ থ রোড, চেম্বুর, মুম্বাই - ৪০০ ০৭১ | পাওয়া যাচ্ছে না | জানা নেই | জানা নেই |
| ২। | ২৬ মৌজা নোয়াপাড়া,জেলায় ২০ কোট্রা পরিমাপের জমি। ২৪ পরগনা (উত্তর) কাঠামো সহ৭২ এ অবস্থিত, অক্ষয় কুমার মুখার্জি রোড, পুলিশ স্টেশন বারাঙ্গার, কলকাতা-৭০০ ০৯০ | পাওয়া যাচ্ছে না | জানা নেই | জানা নেই |

**আমার হাতে এবং এই ট্রাইব্যুনালের সিলমোহরে দেওয়া হয়েছে মুম্বাইতে ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ দিন**

সিল

এসডি-
(আশু কুমার) রিকভারি অফিসার
ডিআরটি আই, মুম্বাই

# এই পিচ অবাক করা মতোই রাঁচির ভ্যাবচ্যাক পিচ দেখে স্তম্ভিত বেন স্টোকস

**রাঁচি, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ** বলা যেতে পারে আর কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। আগামী কাল অর্থাৎ শুক্রবার শুরু ভারত-ইংল্যান্ড চতুর্থ টেস্ট। হায়দরাবাদ, বিশাখাপত্তনম, রাজকোট পর্ব শেষে এ বার রাঁচি। প্রথম তিন টেস্টেই স্পোর্টিং উইকেট ছিল। পেসার, স্পিনাররা যেমন সুবিধা পেয়েছেন, তেমনই ব্যাটারদেরও দাপট দেখা গিয়েছে। কিন্তু রাঁচিতে কী হবে! এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হিমশিম অবস্থা ইংল্যান্ড শিবিরের। বুধবার ইংল্যান্ডের সহ অধিনায়ক ওলি পোপ মন্তব্য করেছিলেন, তিনি র‍্যাঙ্ক টার্নার পেলেও অবাক হবেন না। ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস অবশ্য ধাঁধায়। চতুর্থ টেস্টের পিচ নিয়ে গবেষণার যেন শেষ নেই। প্রত্যেকের ধারনা আলাদা। পরিস্থিতি এমন, 'তুমি কি মরীচিকা না ধ্রুবতারা'! প্রথম টেস্টে মাত্র ২৮ রানে হার ভারতের। দ্বিতীয় টেস্টে বিশাখাপত্তনমে ১০৬ রানের জয়ে ঘুরে দাঁড়ায় টিম ইন্ডিয়া। তবে রাজকোটে রেকর্ড জয়। ৪৩৪ রানে জিতেছিল ভারত। রানের নিরিখে

এটিই ভারতের সবচেয়ে বড় জয়। রাঁচির পিচ কেমন হবে! দূর থেকে দেখা যাচ্ছে সবুজ তরতাজা ঘাস রয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, এটা 'কেমোফ্লেজ' নয় তো! বেন স্টোকসের অবজারভেশন কী বলছে? রাঁচির পিচকে বেন স্টোকস এমন ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জীবনে এমন কিছু দেখেননি। দূর থেকে সবুজ, সামনে গিয়ে দেখলে ফাঁটল রয়েছে পিচে। স্টোকস বলছেন, ''এই পিচটা অবাক করার মতোই। তাই নয় কি? এর বেশি আমি কী বলব বুঝতে পারছি না। আমি সত্যিই জানি না। এটুকু বলতে পারি, জীবনে এমন কিছু দেখিনি। এই পিচ নিয়ে আমার কোনও ধারনা নেই।''

# ইতিহাসে বাংলার ঐহিকা প্যারিস অলিম্পিকের টিকিট পেল টিটির ছেলে-মেয়েরা

**নয়াদিল্লি, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ** স্বপ্নপূরণের লক্ষ্য নিয়ে বিশ্ব টেবল টেনিসের টিম ইভেন্টে নেমেছিলেন ভারতের ছেলে-মেয়েরা। শেষ পর্যন্ত তা পূরণও করে ফেললেন। সেই সঙ্গে ইতিহাসে নাম লিখিয়ে ফেললেন তাঁরা। প্যারিস অলিম্পিকে এই প্রথম টিটির টিম ইভেন্টে খেলতে দেখা যাবে ভারতকে। ছেলেদের টিমে যেমন শরথ কমল আছেন, তেমনই মেয়েদের টিমে রয়েছেন বাংলার ঐহিকা মুখোপাধ্যায়। যিনি পয়লা রাউন্ডের ম্যাচে বিশ্বের এক নম্বর প্লেয়ারকে হারিয়ে চমকে দিয়েছিলেন। তবে দুই টিমই বিশ্ব মিটের শেষ ১৬ টপকাতে পারেনি। র‍্যাঙ্কিংয়ের বিচারে প্যারিস অলিম্পিকে জায়গা করে নিয়েছেন মনিকা বাত্রা, সাথিয়ানরা। সরকারি ঘোষণা হবে ৪ মার্চ। অলিম্পিকে ভারতের টিটি প্লেয়াররা সিঙ্গলস খেলার সুযোগ এর আগেও পেয়েছেন। কেউই সেই অর্থে নক আউটে পা রাখতে পারেননি। কিন্তু ভারতের অলিম্পিকের টিম ইভেন্টে জায়গা করে নেওয়ার অর্থ হল ভালো পারফর্ম করতে পারলে পদকের কাছাকাছি যেতে পারবেন। তবে বিশ্ব মিটে ভারতের পারফরম্যান্স কিন্তু খুব একটা স্বস্তি দিচ্ছে না। বরং বলা যেতে পারে, সিঙ্গলস ম্যাচে দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছিল। তবে ভারতীয় টিটি ফেডারেশনের সচিব কমলেশ মেহতা বলেছেন, ''ছেলে-মেয়েদের জন্য গর্ব হচ্ছে। চমৎকার টিম পারফরম্যান্সের জন্য এই সুযোগ এল। শুধু টিম ইভেন্টেই নয়, সিঙ্গলসে যোগ্য অর্জন করতে পারেন মনিকা বাত্রা ও সৃজা আকুলা। ছেলেদের টিমের সদস্য হরমীত দেশাই, শরথ কমল, সাথিয়ান, মানব ঠক্করের মধ্যে ঠিক হবে, কোন দু'জন খেলবেন অলিম্পিকের সিঙ্গলস ইভেন্টে। প্যারিস অলিম্পিকে স্বপ্ন মুঠোয় পুরতে চলেছেন শরথ কমল। চারবার অলিম্পিকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন দেশের হয়ে। আরও একবার তাঁকে খেলতে দেখা যাবে। পঞ্চমবার অলিম্পিকের টিকিট পেয়ে আপ্লুত শরথ বলেছেন, ''এই টিমটাকে বড় হতে দেখেছি। তাদের সঙ্গে টিম ইভেন্টে অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন করা বিরাট ব্যাপার। আমরা একে অপরের সঙ্গে সব কিছু শেয়ার করি। টিম ইভেন্টে পদকের সম্ভাবনা থাকে। তাতেই সুযোগ পাওয়াটা সত্যিই অবিশ্বাস্য।''

# রাঁচির পিচ ধাঁধা সহজ করলেন ব্যাটিং কোচ

**রাঁচি, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ** ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস স্তম্ভিত রাঁচির পিচ নিয়ে। কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না। বরং বলেছেন, 'এমন কোনও দিন দেখেননি।' যদিও রাঁচির পিচ নিয়ে ভারতীয় টিমে কোনও জটিলতা নেই। অন্তত ম্যাচের আগে সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানালেন ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর। প্রথম তিন ম্যাচে স্পোর্টিং পিচই দেখা গিয়েছে। বেশ কিছু সেঞ্চুরি হয়েছে। স্পিনাররা সহযোগিতা পেয়েছেন। জসপ্রীত বুমরা, সিরাজের বোলিং দাপট দেখা গিয়েছে। রাঁচিতে জসপ্রীত বুমরাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। সে কারণেই কি ভিন্ন পিচ হতে চলেছে? ম্যাচের আগের দিন অর্থাৎ আজ প্র্যাক্টিসের আগে ভারতীয় দলের প্লেয়ার, সাপোর্ট স্টাফ সকলেই ভালো ভাবে পিচ পর্যবেক্ষণ করেন। এরপরই সাংবাদিক সম্মেলনে পিচ নিয়ে যাবতীয় জটিলতা পরিষ্কার করলেন ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর। দূর থেকে পিচে ঘাস দেখা গেলেও খুব কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যাচ্ছে, পিচে ফাটল রয়েছে। ভারতে যেমন পিচ হয়ে থাকে, এখানে তেমন পিচ বলেই মন্তব্য করেন রাঠোর। তাহলে কি র‍্যাঙ্ক টার্নার হতে চলেছে? ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর বলছেন, ''ভারতের

মাটিতে যখনই খেলা থাকে, বারবার পিচ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এখানে টিপিক্যাল ভারতীয় পিচ। ফাঁটল রয়েছে। বল টার্ন হবে। তবে কতটা টার্ন হবে সেটা বলা কঠিন। আমাদের টিমে যথেষ্ঠ ভারসাম্য রয়েছে। সুতরাং, এই নিয়ে একেবারেই চিন্তিত নই।'' জসপ্রীত বুমরাকে এই ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া যে পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত, পরিষ্কার করে দিলেন রাঠোর। টানা ক্রিকেট রয়েছে। সে কারণেই এই সিদ্ধান্ত।

# গোটা আইপিএলে গুজরাট পাচ্ছে না সামিকে, হতে পারে অস্ত্রোপচার

**গান্ধিনগর, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ** ২২ মার্চ থেকে শুরু হবে আইপিএল। ঠিক এক মাস আগেই খারাপ খবর গুজরাট টাইটান্সের জন্য। যে পেসার গত দু'বছর টিমকে টেনেছেন, খেতাব দিয়েছেন, ফাইনালে তুলেছেন দু'বার, সেই মহম্মদ সামিকে এ বারের আইপিএলে পাচ্ছে না গুজরাট টাইটান্স। হার্দিক পান্ডিয়া ছেড়ে যাওয়ার পর নেতৃত্বের দায়ভার এখন শুভমন গিলের কাঁধে। তরুণ নেতা আইপিএলে নামার আগেই চাপে পড়ে গেলেন। সামির মতো অভিজ্ঞ পেসারের না থাকা মানে টিম ব্যাকফুটে থাকবে শুরু থেকেই। শুধু কি তাই, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও হয়তো খেলতে পারবেন না বাংলার পেসার। রোহিত শর্মার ভারতীয় টিমের কাছেও যা বড় ধাক্কা হতে চলেছে। কেন ছিটকে গেলেন সামি? গত বছর ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপে দুরন্ত ফর্মে ছিলেন। শুরুর দিকে টিমে সুযোগ না পেলেও একাদশে জায়গা পেয়েই নিজেকে সাফল্যের শিখরে রেখেছিলেন। সেই সময়ই তিনি চোটের কবলে পড়েছিলেন। যে কারণে ইঞ্জেকশন নিয়ে খেলতে হত। তারই প্রভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা সফর ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে হোম সিরিজ থেকে ছিটকে গিয়েছেন। এ বার আইপিএলেও খেলতে পারছেন না। বাঁ পায়ের পাতায় চোট

পেয়েছেন। যা সারাতে লন্ডন উড়ে গিয়েছিলেন কয়েক সপ্তাহ আগেই। তাতেও কিছু হল না। অস্ত্রোপচার করাতেই হবে সামিকে। লন্ডনেই আপাতত থাকছেন। সেখানেই অপারেশন হবে তাঁর। পিটিআই-কে বোর্ডের এক কর্তা বলেছেন, ''জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে লন্ডনেই রয়েছে সামি। ওকে অ্যাঙ্কলে বিশেষ ইঞ্জেকশনও দেওয়া হচ্ছিল। কিছু দিন পরে বোর্ড জানতে পেরেছে, হালকা দৌড় শুরু করতে পারবে সামি। কিন্তু ওই ইঞ্জেকশন কাজ করেনি। এখন অপারেশন ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। লন্ডন ফিরে এসেছিল। আবার লন্ডনে যেতে হচ্ছে ওকে। আইপিএলে খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই।'' সামির এই চোট কিন্তু এনসিএকে আবার প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। দু'মাস বিশ্রাম নেওয়া সত্ত্বেও চোট সারেনি। এ বার সামিকে ফিট করতে অস্ত্রোপচার ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই। কবে মাঠে ফিরতে পারবেন তিনি? সেই প্রশ্নের উত্তর কিন্তু আপাতত পাওয়া যাচ্ছে না। আইপিএলে নেই, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ? তা নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা।

# এক হাতে স্পিন, আর এক হাতে পেস! এমআই-এর নতুন চমক

**মুম্বই, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ** সব্যসাচী বোলার বাংলাতেও রয়েছে। বাংলা পুরুষ দলে। ভারতীয় ক্রিকেটে হাতে গোনা কয়েকজনই এমন বোলার উঠে এসেছেন। যাঁরা প্রয়োজন অনুযায়ী ডান হাতে কিংবা বাঁ হাতে বোলিং করেন। কিন্তু এক হাতে স্পিন, আর এক হাতে পেস! মেয়েদের ক্রিকেটে অন্তত মনে করা কঠিন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে এমনই একজন ক্রিকেটার রয়েছেন। ফাতিমা জাফর। তাঁর নানা পরিচয় রয়েছে। আপাতত তাঁর প্রথম পরিচয়, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নতুন সদস্য। এ বারের উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে বড় চমক হতে চলেছেন ফাতিমা। এরও কারণ রয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেটের উজ্জ্বল নক্ষত্র ওয়াসিম জাফর। তাঁরই ভাইঝি ফাতিমা জাফর। উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁকে অকশনে নিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। শুক্রবার শুরু হচ্ছে আইপিএল-এর দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রথম ম্যাচেই নামছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। শুক্রবারেই হয়তো নতুন তারকাকে দেখা যেতে পারে। ফাতিমা জাফরের উঠে আসা ক্রিকেট পরিবার থেকেই। ওয়াসিম জাফরের কথা আগেই বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর দাদা আরমান জাফরও ক্রিকেটার। ফাতিমার বাবা কলিম জাফর মুম্বইয়ের অতি পরিচিত ক্রিকেট কোচ। ফাতিমাকে নিয়ে কেন এত আলোচনা? তিনি ডানহাতি পেসার, বাঁ হাতি স্পিনার। এও আবার হয় নাকি! সেই কাহিনি ফাতিমা নিজেই শুনিয়েছেন। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ওয়েবসাইটে বলেন, ''আমি মুম্বই দলে যোগ দিয়েছি পেসার হিসেবেই। তবে কেরিয়ারের প্রথম ম্যাচটা কিন্তু খেলেছিলাম বাঁ হাতি স্পিনার হিসেবেই।''

# গোল করিয়ে 'পুনর্মিলনী'র ম্যাচে মায়ামিকে জয় এনে দিলেন মেসি

**ফ্লোরিডা, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ** কত দিন পর একসঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেললেন লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেজ, সের্হিও বুসকেতস, জর্দি আলবা! সেই ২০২০ সালের আগস্টে বার্সেলোনার হয়ে সর্বশেষ মাঠে নেমেছিলেন তারা। সেই ম্যাচে বায়ার্নের কাছে বার্সা হেরেছিল ৮-২ গোলে। আজ প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে এই ৪ ফুটবলারের পুনর্মিলনীর ম্যাচে তারা ঠিক জয় পেয়েছেন। যে দলের হয়ে আজ তাদের পুনর্মিলনী হলো, সেই ইন্টার মায়ামিও মরসুমের প্রথম ম্যাচে রিয়েল সল্ট লেকের বিপক্ষে জিতেছে ২-০ গোলে। ঘরের মাঠ চেস স্টেডিয়ামে মায়ামির জয়ে গোল করেন রবার্ট টেলর ও দিয়েগো গোমেজ। দুটি গোলেরই উৎস মেসি। বার্সায় এই ৪ ফুটবলারের একসঙ্গে

খেলার পালা ভাঙে সুয়ারেজ বিদায় নেওয়ায়। মায়ামির হয়ে আজ প্রথমবার প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে সুয়ারেজ মাঠে নামায় তাদের একসঙ্গে খেলার নতুন পালাও শুরু হলো। গত মরসুমেই মেসি, বুসকেতস ও আলবা মায়ামিতে নাম লিখিয়েছিলেন। মায়ামির সময়টা ভালো যাচ্ছিল না। প্রাক্-মরসুমে খেলা ৭ ম্যাচের মাত্র ১টিতে জিতেছে, হেরেছে ৪ ম্যাচে। একমাত্র জয় হংকং একাদশের বিপক্ষে। সৌদি আরবে গিয়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোবিহীন আল নাসরের কাছে মেসিরা হজম করেছিলেন ৬ গোল। আল হিলালের বিপক্ষে হার ৪-৩ ব্যবধানে। তাই মরসুমে দারুণ কিছু করতে হলে শুরুটা ভালোভাবেই করতে হতো মেসিদের। সেটা তারা করতে পেরেছেনও। আজ জয়ের পথে প্রথম গোল পেতে মেসিরা অপেক্ষা করেছেন ৩৯ মিনিট। গোলটি আসে টেলরের কাছ থেকে। মেসির পাস থেকে গোল করেন তিনি। অবশ্য তাতে সল্ট লেকের গোলকিপার ম্যাকম্যাথেরও অবদান আছে। খুব বেশি জোরালো শট না হলেও তাঁর হাতের নিচ দিয়ে বল জালে জড়ায়। দ্বিতীয় গোলটি গোমেজের। সেটি ম্যাচের ৮৩ মিনিটে। এবার মাঝমাঠ থেকে বল টেনে নিয়ে সুয়ারেজের পায়ে দেন মেসি, সেখানে সুয়ারেজ দেন গোমেজকে। প্যারাগুয়ের এই মিডফিল্ডার সহজ সুযোগ কাজে লাগিয়ে গোল করেন। তবে ম্যাচের ১৬ মিনিটে ফ্রি কিক থেকে আরেকটু হলেই গোল পেয়ে যেতেন মেসি। সল্ট লেক পোস্ট ঘেঁষে এক ডিফেন্ডারকে দাঁড় করানোয় রক্ষা। মেসির দুর্দান্ত বাঁকানো শট সেই ডিফেন্ডারের মাথায় লেগে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। মায়ামির হয়ে প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচে অভিষেকে ৯০ মিনিট খেলেন সুয়ারেজ। গোলপোস্টে দুটি শট নিলেও গোল পাননি, একটি গোলে সরাসরি সহায়তা করেছেন। ম্যাচ শেষে অ্যাপল টিভিতে সুয়ারেজ বলেছেন, ''আমি খুবই খুশি। কারণ, প্রথম ম্যাচটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দলকে ট্রফি জেতাতে নিজের সেরাটা দিতে চাই। আমি জানতাম, আমার সামনে কী আছে। কারণ, আগে থেকেই এই লিগ অনুসরণ করছি। আমার বন্ধুরা আমাকে বলেছে, এখানে কঠিন প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হব।'' গত মরসুমে মেসি যখন ইন্টার মায়ামিতে আসেন, তখন ক্লাবটি ছিল পয়েন্ট তালিকায় সবার নিচে। মেসি এসে শুরুতে অংশ নেন লিগস কাপে। সেই টুর্নামেন্ট জিতিয়ে ইন্টার মায়ামিকে প্রথমবারের মতো শিরোপার স্বাদ দেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। এরপর ইন্টার মায়ামিকে ইউএস ওপেন কাপের ফাইনালেও নিয়ে যান মেসি। যদিও এ প্রতিযোগিতায় শিরোপা জিততে পারেননি। আর এমএলসে দলকে তলানি থেকে প্লে-অফে পৌঁছে দিতে পারেননি। কিন্তু এবার মেসি আছেন শুরু থেকেই। নিশ্চয়ই দলকে আর তলানিতে নামতে দেবেন না!

# গোল করেই চলছেন রোনাল্ডো

**রিয়াধ, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ** টুর্নামেন্টের নাম চ্যাম্পিয়নস লিগ আর ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো সেখানে গোল করবেন না, তা হয় না। গত সপ্তাহে এশিয়ান চ্যাম্পিয়নস লিগ শেষ ষোলোর প্রথম লেগে আল ফাইহার বিপক্ষে রোনাল্ডোর গোলে জিতেছিল আল নাসর। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ৯ মিনিট আগে জয়সূচক গোল এনে দিয়েছিলেন পর্তুগিজ কিংবদন্তি। গতকাল রাতে ফিরতি লেগেও গোল পেলেন রোনাল্ডো। দুই পর্তুগিজের গোলে আল ফাইহার বিপক্ষে ফিরতি লেগ ২-০ গোলে জিতেছে আল নাসর। দুই লেগ মিলিয়ে মোট ৩-০ গোলের জয়ে কোয়ার্টার ফাইনালেও উঠেছে সৌদি প্রো লিগের ক্লাবটি। আজ আওয়াল পার্কে ফিরতি লেগে ১৭ মিনিটে হেডে গোল করে আল নাসরকে এগিয়ে দেন পর্তুগিজ উইঙ্গার ওতাভিও। আল খাইবারির প্রায় নিখুঁত ক্রস থেকে হেডে লক্ষ্য ভেদ করেন। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ৪ মিনিট আগে ম্যাচে দ্বিতীয় গোলটি এনে দেন রোনাল্ডো। তার আগে

অবশ্য মনে হয়েছে, রোনাল্ডোর জন্য রাতটা হতাশারই হতে যাচ্ছে। ফাইহার বক্সে দুবার পড়ে গেলে তাঁর পেনাল্টির আবেদনে সাড়া দেননি রেফারি। অফ সাইডের কারণে তাঁর একটি গোলও বাতিল হয়। প্রথমার্ধে দেখতে হয়েছে হলুদ কার্ডও। সেটির প্রতিবাদ করতে গিয়ে পাল্টা হলুদ কার্ড দেখেছেন আল নাসর কোচ লুইস কাস্ত্রোও। কিন্তু শেষ হাসি হেসেছেন রোনাল্ডোই। অবশ্য তাতে আল ফাইহার গোলকিপারেরও ভুলের 'অবদান' আছে। ৮৬ মিনিটে রোনাল্ডোকে হাওয়ায় ভাসানো পাস দিয়েছিলেন মার্সেলো ব্রোজোভিচ। ফাইহার গোলকিপার ভ্লাদিমির স্টোকোভিচ বলটি আগেভাগে ক্লিয়ার' করতে সামনে এগিয়েও এসেছিলেন। কিন্তু কিক নিতে গিয়েও বল ঠিকভাবে পায়ে লাগাতে পারেননি স্টোকোভিচ। বলটা পেয়ে আরামেই গোলটি করেছেন রোনাল্ডো। আল নাসরের হয়ে এ নিয়ে সর্বশেষ ৯ ম্যাচে ১০ গোল করলেন রোনাল্ডো। ইউরোপে পাঁচবার চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী এবং এই টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ গোলদাতা (১৪০) রোনাল্ডো জয়ের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ লিখেছেন, 'কী দারুণ রাত! আমরা পরবর্তী ধাপে উঠেছি। সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ।'

## ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

# লুটন করল ১ গোল চার গোল দিল লিভারপুল

**লিভারপুল, ২ ফেব্রুয়ারিঃ** অ্যানফিল্ড গ্যালারিকে রীতিমতো ভয়ই পাইয়ে দিয়েছিল লুটন টাউন। অবনমন অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করা দলটির কাছে ১২ মিনিটেই পিছিয়ে পড়েছিল লিভারপুল। যে ব্যবধান প্রথমার্ধে ঘোচাতেই পারেনি ইয়ুর্গেন ক্লপের শিষ্যরা। কিন্তু বিরতির পর লিভারপুল আক্রমণভাগ ফিরল ভিন্ন চেহারায়। ১৫ মিনিটের মধ্যেই লুটনের জালে বল গেল তিনবার। শেষ দিকে আরও একবার। দ্বিতীয়ার্ধের এই গোল উৎসবের সুবাদে প্রিমিয়ার লিগে লুটনকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়েছে লিভারপুল। গোল করেছেন ভার্জিল ফন ডাইক, কোডি গাকপো, লুইস দিয়াজ ও হার্ভি এলিয়ট। এ জয়ে লিগ পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির চেয়ে চার পয়েন্টে এগিয়ে গেল লিভারপুল। ম্যাচের শুরুর দিকেই লিভারপুল পিছিয়ে যায় আলগা রক্ষণের কারণে। তাহিত চংয়ের শট লিভারপুল গোলকিপার কেলেহার রুখে দিলেও বিপদমুক্ত করতে পারেননি। সামনে বল পেয়ে জালে জড়িয়ে দেন চিদোজি ওগবেন। প্রথমার্ধে মোট ১২টি শট নিয়েও এই গোল আর শোধ দিতে পারেনি লিভারপুল। বিরতিতে যায় ১-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের ৫৬ মিনিটে গোল করে অ্যানফিল্ড গ্যালারিতে স্বস্তি ফেরান ফন ডাইক। আলেক্সিস মাক-আলিস্টারের কর্নার থেকে হেডে গোল করেন লিভারপুল অধিনায়ক। দুই মিনিট পরই ব্যবধান ২-১ বানিয়ে দেন গাকপো। হেডে হওয়া এই গোলেরও উৎস ছিলেন মাক-আলিস্টার। এগিয়ে যাওয়া লিভারপুল ৭১ মিনিটে গোল পায় দিয়াজের কাছ থেকে, যিনি এর আগে একাধিক সুযোগ নষ্ট করেছেন। ৯০ মিনিটে হার্ভি এলিয়টও গোলদাতার খাতায় নাম লেখালে বড় জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে লিভারপুল। ২৬ ম্যাচ শেষে লিভারপুলের পয়েন্ট ৬০। এক ম্যাচ কম খেলা ম্যানচেস্টার সিটির পয়েন্ট ৫৬।

## উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

# আর্সেনালকে হারাল পোর্তো, বার্সেলোনা-নাপোলি ড্র

**নেপলস, ২২ ফেব্রুয়ারিঃ** নেপলসের ম্যাচটি ছিল 'মারাদোনা ডার্বি'। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি দিয়েগো মারাদোনার দুই প্রাক্তন ক্লাব বার্সেলোনা ও নাপোলি মুখোমুখি হয়েছিল তাঁরই নামের স্টেডিয়ামে। তবে দুই ক্লাবের কেউই জেতেনি। বার্সেলোনা লেভানডফস্কির গোলে জয়ের সম্ভাবনা জাগালেও ভিক্টর ওশিমেনের গোলে ১-১ সমতা ফিরিয়েছে নাপোলি। সমতায় সমাপ্তির পথে ছিল আর্সেনাল-পোর্তো ম্যাচও। নব্বই মিনিটজুড়ে গোলই করতে পারেনি কেউ। কিন্তু রেফারির শেষ বাঁশির এক মিনিট আগে ভেন্ডারসন গালেনোর গোলে আর্সেনালকে ১-০ ব্যবধানে হারিয়েছে পোর্তো। উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে শেষ ষোলোর প্রথম লেগে শুরুটা ভালোই ছিল বার্সেলোনার। চতুর্থ মিনিটে ইলকায় গুনদোয়ানের কাছ থেকে পাওয়া বলে গোলমুখে প্রথম শটটি নেন লামিনে ইয়ামাল। যদিও লক্ষ্যে রাখতে পারেননি। ১৬ বছর ২২৩ দিন বয়সী ইয়ামাল আজ মাঠে নেমেই একটি রেকর্ড গড়েছেন। চ্যাম্পিয়নস লিগ ইতিহাসে নকআউটে খেলা সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড় এখন বার্সার এই কিশোর। ইয়ামাল গোলের সম্ভাবনা তৈরি করেন নবম মিনিটেও। সেটিও কাজে লাগেনি। সব মিলিয়ে প্রথম ২৫ মিনিটের মধ্যে নাপোলির বিপক্ষে ছয়টি শট নেয় বার্সেলোনা। গোল আসেনি কোনোটি থেকেই। প্রথমার্ধে রক্ষণেও বেশ উজ্জ্বল ছিল বার্সেলোনা। পুরো ৪৫ মিনিটে একটিও শট নিতে পারেনি নাপোলি। ২০১৬ সালের গ্লাডবাখ ম্যাচের পর এই প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগে ম্যাচের প্রথমার্ধে প্রতিপক্ষকে শট-শূন্য রাখতে পেরেছে কাতালান ক্লাবটি। ম্যাচে বার্সেলোনা এগিয়ে যায় ৬০ মিনিটে। পেদ্রির কাছ থেকে পাওয়া বল নিচু শটে জালে জড়ান লেভানডফস্কি। এই গোলের মাধ্যমে ৩৫ বছর ১৮৪ দিন বয়সী লেভা লিওনেল মেসির একটি রেকর্ড ভেঙেছেন। বার্সেলোনার হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগ নকআউটে সবচেয়ে বেশি বয়সে গোল এখন লেভার (মেসির ছিল ৩৩ বছর ২৫৯ দিন)। গোল করে এগিয়ে গেলেও বার্সেলোনা অবশ্য ধীরে ধীরে এলোমেলো হয়ে পড়ছিল। বিপরীতে ছন্দ খুঁজে পাচ্ছিল নাপোলি। আর তারই সুফল হিসেবে ৭৫ মিনিটে ওশিমেন গোল করে সফরকারীদের জয়ের পথ আটকে দেন। আন্দ্রে টের স্টেগানকে ভুল দিকে পরিচালিত করে সহজেই বল জালে জড়ান এই নাইজেরিয়ান। শেষ দিকে গুনদোয়ান গোলের সম্ভাবনা তৈরি করলেও আরেকটি গোল আর বার্সেলোনা তুলতে পারেনি।

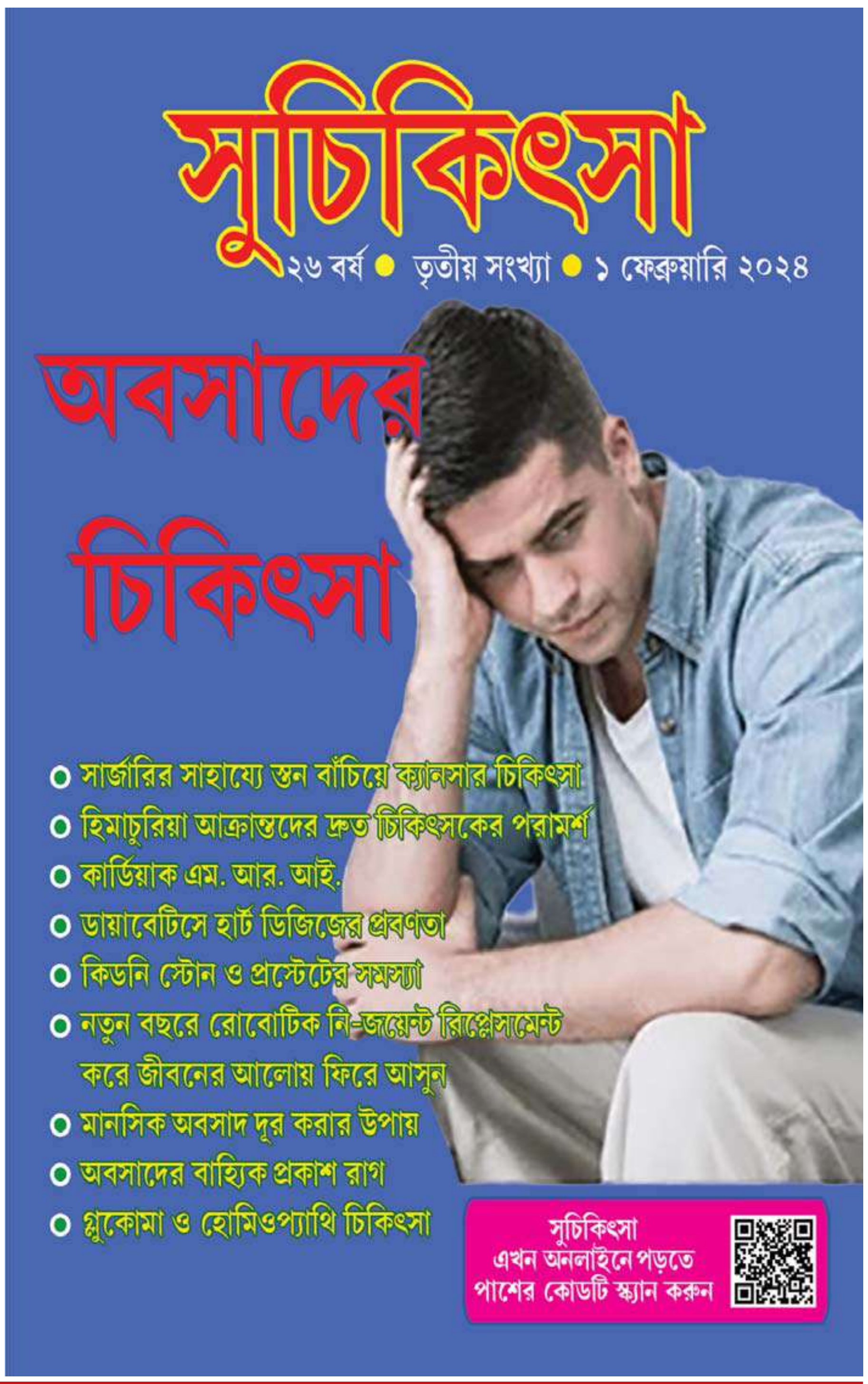



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com